উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

ঢাকায় প্রয়াত বদরুদ্দিন উমর
» ৭

আবার রুশ হামলা

ইউক্রেনে আবার হামলা রাশিয়ার। শনিবার রাতে কিভ লক্ষ্য করে ৮০০ ড্রোন ও ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় এক মহিলা ও শিশু সহ কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।
» ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৬°	৩২°	২৬°	৩৩°	২৬°	৩২°	২৬°

এশিয়ার তাজ রক্ষার প্রতিশ্রুতি হার্দিকদের
» ১১

শিলিগুড়ি ২২ ভাদ্র ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 8 September 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 112

সহজ তবু সংশয়

নয় বছরের অপেক্ষা। বহু বিতর্ক নিয়ে কার্যত নির্ঝঞ্ঝাটেই রবিবার হয়ে গেল এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। গোটা রাজ্যেই এদিন পরীক্ষা দিয়েছেন ভিনরাজ্যের বহু চাকরিপ্রার্থী। উত্তরপ্রদেশ থেকে সংখ্যাটা চোখে পড়ার মতো। যাঁরা প্রথমবার পরীক্ষা দিলেন তাঁরা তো বটেই, পুরোনোরাও কিন্তু নিয়োগ নিয়ে সংশয়ে।

৩ কন্যার কেউ অজ্ঞাতবাসে, কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে

তমালিকা দে ও দীপেন রায়

শিলিগুড়ি ও মেখলিগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : এসএসসি'র নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে উত্তরের তিন কন্যাকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। মেখলিগঞ্জের অঙ্কিতা অধিকারী এবং শিলিগুড়ির অনামিকা রায় ও ববিতা সরকার। রবিবার যখন রাজ্যে নতুন করে এসএসসি'র নিয়োগ-পরীক্ষা হচ্ছে, তখন সেই তিনমূর্তি কী করলেন? অনামিকা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পে শা ল

তো পরীক্ষা দিয়েছেন, আর ববিতা নাকি পরীক্ষার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। তাঁর পরীক্ষা আগামী রবিবার। আর অঙ্কিতার নাম তো সদ্য প্রকাশিত দাগিদের তালিকায় রয়েছে। তিনি আর পরীক্ষায় বসতে পারবেন না।

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতাকে নিয়ে গত কয়েক বছরে তো যারপরনাই হইচই হয়েছে। মেধাতালিকায় তাঁর নাম ছিল না। ২০১৮ সালে পরেশ অধিকারী তৃণমূলে যোগ দিতেই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে ওয়েটিং লিস্টে হঠাৎ প্রথম স্থানে উঠে আসে অঙ্কিতার নাম। পরে তিনি বাড়ির কাছেই মেখলিগঞ্জ ইন্দিরা গার্লস হাইস্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পান। সেই নিয়োগ থেকেই শুরু হয় তীব্র বিতর্ক, যা সংবাদমাধ্যমে বহুলচর্চিত। ২০২২ সালে আদালতের রায়ে অঙ্কিতার চাকরি খারিজ হয়ে যায়। তখন বিষয়টি ফের আলোচনায় উঠে আসে। তারপর একের পর এক নিয়োগ দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসতে থাকে এবং শেষপর্যন্ত প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়।

রবিবার নতুন করে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার দিন কার্যত অজ্ঞাতবাসে ছিলেন অঙ্কিতা ও তাঁর বাবা পরেশ। দলীয় সূত্রে দাবি, তাঁরা কলকাতায় দলের কাজে গিয়েছেন। এসএসসি মামলায় সিবিআইয়ের আলিপুর বিশেষ আদালতে জামিনের দিন

এরপর দশের পাতায়

ববিতা সরকার, অঙ্কিতা অধিকারী ও অনামিকা রায়।

পরীক্ষা শুরুর আগে একবার বইতে চোখ বুলিয়ে নেওয়া। রবিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

ভিনরাজ্যের স্রোত রাজনীতির হাতিয়ার

উত্তরপ্রদেশ সরকার চাকরি দিতে চায় না। চাকরির বদলে সরকার যুবসমাজকে 'সাধুবাবা' তৈরি করতে চায়। তিন বছর ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ নেই। —**হনুমত চৌরাসিয়া,** *উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের বাসিন্দা*

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : চাকরিপ্রার্থীদের যে রাজ্যের সীমানায় বাঁধা যায় না, প্রমাণ হল এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায়। রবিবার রাজ্যজুড়ে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের ভিড়ের এই ছবিটাই আবার হয়ে গেল রাজনীতির হাতিয়ার। ভিনরাজ্যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না থাকায় বাংলায় দলে দলে পরীক্ষার্থীদের এই স্রোত বলে প্রচার শুরু করেছে তৃণমূল।

তবে এতে বাংলার চাকরিপ্রার্থীদের সুযোগ কমে গেল বলে ক্ষোভও ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গের মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালবাজারের মতো শহরের পরীক্ষাকেন্দ্রে উত্তরপ্রদেশের চাকরিপ্রার্থীদের ভিড় থাকায় তৃণমূলের দাবি আরও জোরালো হয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের বক্তব্য সেই প্রচারকে আরও হাওয়া দিয়েছে।

শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসে যেমন উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের হনুমত চৌরাসিয়া বলেন, ''উত্তরপ্রদেশ সরকার চাকরি দিতে চায় না। চাকরির বদলে সরকার যুবসমাজকে 'সাধুবাবা' তৈরি করতে চায়। তিন বছর ধরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ নেই। আগাম না জানিয়ে চাকরির পরীক্ষা আমাদের রাজ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়।''

একই রাজ্যের অযোধ্যার বাসিন্দা অনিল জয়হিন্দের বক্তব্য, 'উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নের স্রোত কেবল কাগজে।' তাঁরও অভিযোগ, 'বছরের পর বছর নিয়োগ হচ্ছে না উত্তরপ্রদেশে। আমাদের রাজ্যে নিয়োগ হলে বাইরের রাজ্যে যাওয়ার প্রয়োজন হত না।' প্রয়াগরাজের বাসিন্দা অর্চনা যাদব শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিয়ে বলেন, 'আমাদের রাজ্যে অনেক দিন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না।'

সন্তানের কান্না সামলে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন মা। শিলিগুড়িতে।

এই পরিস্থিতি দেখে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'শকুনের অভিশাপে গোরু মরেনি। স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ডাবল ইঞ্জিন শাসিত রাজ্যগুলিতে চাকরিপ্রার্থীরা হতাশ। ওই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে চাকরিপ্রার্থীরা বাংলায় আশার আলো দেখছেন। বাংলায় ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের জন্য বাধা নেই। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল, অন্য রাজ্যের হাল কতখানি খারাপ।'

বিরোধীদের অবশ্য যুক্তি, অন্য রাজ্যে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার প্রবণতা খুব স্বাভাবিক। সিপিএমের রাজ্যসভা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মত, 'প্রতিবারই বাইরের রাজ্য থেকে প্রচুর পরীক্ষার্থী আসেন। এটা তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার। বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে দেখানোর কী আছে, বুঝলাম না। তৃণমূল এটাকে অযথা রাজনৈতিক ইস্যু বানানোর চেষ্টা করছে।'

তবে সিপিএমের আরেক নেতা সুজন চক্রবর্তীর কিছুটা ভিন্ন মত। তাঁর কথায়, 'এরাজ্যে যে চাকরি বিক্রি হয়, জেনে গিয়েছে সারা দেশ।

এরপর দশের পাতায়

এনবিইউয়ের ল'মোড়ে বিক্ষোভ। রবিবার শিলিগুড়িতে।

জলের দাবিতে উত্তাল এনবিইউ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : জলের দাবিতে রবিবার রাতে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ক্যাম্পাসের ল' মোড় আটকে বিক্ষোভ দেখান আবাসিকরা। ইঞ্জিনিয়ারদের ঘিরেও দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখানো হয়। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই জল মিলছে না ক্যাম্পাসের চম্পলা এবং বিবেকানন্দ হস্টেলে। জল নেই হস্টেল সংলগ্ন শিক্ষক আবাসন, অতিথিশালাতেও। দফায় দফায় সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও সুরাহা মেলেনি। প্রতিবাদে রবিবার সন্ধ্যায় হস্টেল থেকে পড়ুয়ারা থালা-বাটি নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ শুরু করেন। তবে এদিন রাত পর্যন্ত কাজ করেও জলসমস্যা মেটাতে পারেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্মীরা।

কেন হঠাৎ করে সমস্যা তৈরি হয়েছে, তিনদিন কেটে গেলেও তা এখনও বুঝেই উঠতে পারেননি ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের আধিকারিকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার অনির্বাণ গুনের বক্তব্য, 'আমাদের কাছে টেকনিকাল বিভাগের কোনও ইঞ্জিনিয়ার না থাকায় আমরা সমস্যার গোড়ায় পৌঁছাতে পারছি না। আমাদের অন্য ইঞ্জিনিয়াররা প্রথম দিন সমস্যার কথা শোনার পর থেকেই টানা কাজ করে চলেছেন। পাম্পের কিছু নতুন যন্ত্রাংশ লাগিয়েও সমস্যা মেটানো যাচ্ছে না। সোমবার বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ এনে সমস্যা মেটাতে কাজ শুরু করা হবে। অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যার জন্য ছাত্রদের রাগ করাটা খুব স্বাভাবিক। দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।' তবে চিফ ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্যে আর ভরসা রাখতে নারাজ ভুক্তভোগীরা। বিবেকানন্দ হস্টেলের ছাত্র সুমন্ত রায়ের কথা, 'দু'দিন ধরে আমাদের স্নান, খাওয়া কার্যত বন্ধ। খাবার জল পর্যন্ত মিলছে না। শৌচকর্মের জন্য এই হস্টেল, ওই হস্টেল ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। সোমবার থেকে ক্লাস। অথচ জামাকাপড় পরিষ্কার করার জল নেই। নরকযন্ত্রণা ভোগ করছি। প্রথম দিনই যদি বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হত তাহলে হয়তো সমস্যা মিটে যেত। এখন আর কর্তৃপক্ষের কথায় ভরসা পাচ্ছি না।'

আবাসিকদের খাওয়ার জন্য শনিবার ছোট ছোট কিছু বোতলে জল দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আবেদনে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে জলের দুটি ট্যাংক ক্যাম্পাসে পাঠানো হয়েছে। তবে তাতে সমস্যা কিছুই মেটেনি। শুধু দুই হস্টেলেই আবাসিকের সংখ্যা দেড়শো। তাঁদের জন্য দুটি ট্যাংক যে পর্যাপ্ত নয় সেকথা স্বীকার করে নিয়েছেন বিবেকানন্দ হস্টেলের সুপার বিনায়ক সুনদাস। তাঁর বক্তব্য, 'শুক্রবার রাত থেকেই ছাত্ররা ভুগছে। আমরা সবটাই কর্তৃপক্ষ এবং চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে জানিয়েছি। দ্রুত জলের সমস্যা মেটা জরুরি।' হস্টেলের আবাসিক সামিউল সরকারের কথা, 'আমরা সমস্যা মেটানোর জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছি। কষ্ট সহ্য করেছি। তবে আর পারছি না।' সোমবার জল না পেলে ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও

এরপর দশের পাতায়

আন্দোলন

- শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই জল নেই দুই হস্টেলে
- সমস্যায় পড়েছেন দেড়শো আবাসিক
- জল মিলছে না অতিথিশালা এবং শিক্ষক আবাসেও
- সমস্যা ঠিক কোথায় তা এখনও বুঝতেই পারেননি ইঞ্জিনিয়াররা

সময়ের কথা

অভিশাপের ভয় নয়, বেঁচে থাকুক সহমর্মিতা

দীপ সাহা

হুসলুরডাঙ্গা টোল প্লাজার সামনে লম্বা লাইন। গাড়িটা ব্রেক কষতেই উইন্ডস্ক্রিনের সামনে অকস্মাৎ এসে হাজির দুটো হাত। গাঢ় অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। তালির শব্দ কানে পৌঁছে গিয়েছে ততক্ষণে। জানলার কাচ নামিয়ে হাতে দশ টাকার একটা কড়কড়ে নোট দিতেই পালটা তা মুখের ওপর ছুড়ে মারলেন দাঁড়িয়ে থাকা শাড়ি পরিহিতা। সঙ্গে বয়ে গেল কুকথার বন্যা। দাবি একটাই, 'একশো টাকা চাই'। কথা না বাড়িয়ে হাতে একটা কুড়ি টাকার নোট ধরিয়ে জানলার কাচ তুলে এগিয়ে চললাম। একগাদা 'অভিশাপ' নিয়েই সেদিন ফিরতে হয়েছিল।

পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে ওঁদের রোজকার রমরমা। আজ থেকে নয়, বহু যুগ ধরে। যাত্রাপথে এখন তো তালির শব্দ শুনলেই আড়চোখে নিদ্রায় যান কেউ কেউ। বাকিরা আবার সুড়সুড় করে হাত ঢোকান পকেটে। দশ টাকা, কুড়ি টাকা যে যেমন পারেন দেওয়ার চেষ্টা করেন। দিলখুশ হলে মেলে 'আশীর্বাদ'। আর তা না হলেই নেমে আসে অভিশাপের খাঁড়া। কিছু ক্ষেত্রে অশালীনতাও হজম করতে হয়। ভদ্রস্থ গেরস্থ কি আর চায় সেসব হ্যাপা সামলাতে! তাই দাবি পূরণে কোনও কসুর করেন না তাঁরা।

আজকাল ওটিটির দৌলতে গণেশ থেকে গৌরী হওয়ার গল্প অনেকেই জানেন। মুম্বইয়ের ট্রান্সজেন্ডার কর্মী গৌরী সাওয়ান্ত কীভাবে অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত দৌড়েছেন সেকথাও তাঁদের জানা। রাতের অন্ধকার কাটলে যেমন ভোর আসে, তেমনই ওঁদেরও জীবনে সেই ভোর এসেছিল ২০১৪ সালের ১৫ এপ্রিল। বৃহন্নলাদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। কণ্টকাকীর্ণ পথ অবশ্য ফুরোয়নি। কারণ এই সভ্যসমাজের কেউ কেউ মন থেকে মেনে নিতে পারেননি নারী-পুরুষের মতো ওঁরাও মানুষ। ধীরে ধীরে অবশ্য বুঝতে শিখছেন অনেকে।

এরপর দশের পাতায়

ব্লক কমিটি ঘিরে বিতর্ক তৃণমূলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শহরে পা রাখার আগেই রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার (সমতল) প্রতিটি ব্লক কমিটি ঘোষণা করা হল। আর ঘোষণা হতে না হতেই এই কমিটি নিয়ে দলের অন্দরে মান-অভিমানের পালা শুরু হয়েছে।

পূর্ব প্রত্যাশামতোই শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় তিনটি শহর ব্লক কমিটি ভেঙে ছয়টি করা হয়েছে। কিন্তু তারপরেও দলের দীর্ঘদিনের নেতা-কর্মীরা সুযোগ না পাওয়ায় হতাশ। আবার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন না করে শুধুমাত্র কয়েকজন নেতা-নেত্রীকে সাধারণ সম্পাদক ও সম্পাদক পদে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। যা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কমিটি নাপসন্দ হওয়ার প্রভাব এদিন দলের বৈঠকেও পড়েছে। দলনেত্রীকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি নিতে এদিন জেলা চেয়ারম্যান বৈঠক ডেকেছিলেন। বৈঠকের আগেই রাজ্য থেকে কমিটি ঘোষণা হয়ে যায়। আর তাতে নাম না থাকায় অনেক নেতা-নেত্রীই আর সেই প্রস্তুতি বৈঠকে হাজির হননি।

সামনেই বিধানসভা ভোট। শহর এবং গ্রামের নেতা-নেত্রীদের বিরোধ মাথায় রেখে এখানে দলকে শক্তিশালী করতে সভাপতি পদ তুলে দিয়ে নয় সদস্যের কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। সঙ্গে জেলা চেয়ারম্যান রয়েছেন। এবার শহর এবং গ্রামে দলের মূল সংগঠন এবং শাখা সংগঠনগুলির ব্লক সভাপতিদের নামও ঘোষণা করা হল। আগে তিনটি কমিটির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন পুরনিগমের মেয়র পারিষদরা। এখন শহরে ছয়টি কমিটি বানিয়ে তাঁদের সরিয়ে নতুনদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর আসন্ন বিধানসভা

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

সিমেস্টারে আজ প্রথম উচ্চমাধ্যমিক
» *পাঁচের পাতায়*

হকিতে এশিয়া সেরা ভারত
» *বারোর পাতায়*

মা আসছেন ২০ দিন পর

মাসের শুরুতেই ছক্কা হাঁকাল পুজোর বাজার

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : বিধান মার্কেটে রংবেরঙের হেয়ার ব্যান্ডের পসরা সাজিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন উজ্জ্বল দাস। মায়ের সঙ্গে বাজারে ঘোরার সময় সেদিকে নজর পড়েছিল বছর দশেকের অরিত্রিকা রায়ের। মাকে নিয়ে ফেরিওয়ালার কাছে গিয়ে খুঁজেপেতে বের করল প্রজাপতি আকারের একটি হেয়ার ব্যান্ড। লাল রঙা সেই হেয়ার ব্যান্ড মাকে দেখাতেই অরিত্রিকার বায়না, 'অষ্টমীতে এটা পরেই ঘুরব।' মেয়ের আবদার ফেলতে পারেননি মা অঞ্জলি রায়। হাসিমুখে বললেন, 'পুজোর জন্য বায়না, কী করে মানা করি?'

মহাবীরস্থানে কেনাকাটা। রবিবার।

হকার্স কর্নারে ৬ বছরের ছেলের জন্য কমলা রঙের একটি জুতো নজরে পড়েছিল ঐশী বিশ্বাসের। ছেলেকে সেই জুতো পরিয়ে স্বামী বিশ্বজিৎ দাসকে তাঁর প্রশ্ন, 'জুতোটা ছেলের পায়ে ভালো লাগছে তো?'

এসবের মধ্যেই আবার নজরে পড়ল, বছর দশের প্রান্তিককে গরম শিঙাড়া ঠান্ডা করে খাওয়াতে ব্যস্ত দিদি অঞ্জলি দত্ত। ভাইয়ের এক হাতে চশমা, আর এক হাতে বেলুন। 'আর কী কী কেনা হল?' প্রশ্ন করতেই অঞ্জলি পাশে রাখা ব্যাগ দেখিয়ে বললেন, 'ভাইয়ের শপিং মোটামুটি হয়ে গিয়েছে। আমার জন্যও কিছু কিনে বাড়ি চলে যাব। পরে আবার মা, বাবার সঙ্গে আসার পালা।'

পুজোর আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। গণেশপুজোর রেশ কাটিয়ে এবারে দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠার পালা। পুজোর মাসের প্রথম রবিবার তাই বেলা গড়াতেই জমজমাট হয়ে উঠল পুজোর বাজার।

এরপর দশের পাতায়

জয়ন্তী-অশোক ছাড়াই সাজছে কলাবৌ

আজকাল জয়ন্তী আর অশোক গাছের বড়ই আকাল। কলাবৌ সাজাতে যে নয়টি গাছ লাগে তারমধ্যে এই দুটি অন্যতম। বাধ্য হয়ে বিকল্প বেছে নিতে হচ্ছে পুরোহিতদের।

পুজো প্রসঙ্গে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কলা গাছ, সাদা কচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান গাছ।

কলাবৌ সাজাতে গেলে প্রয়োজন হয় এই নয়টি গাছ। বাকি গাছগুলি সহজে জোগাড় করা গেলেও গোল বাধছে জয়ন্তী আর অশোক গাছ নিয়ে। কলাবৌ সাজাতে জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড় করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে দুর্গাপুজোর আয়োজক থেকে শুরু করে পুরোহিতদের।

পুজোর সময় বিধি পালনে অনেক ক্ষেত্রেই জেনেবুঝে গোঁজামিল দিয়েই মেলাতে হচ্ছে নবপত্রিকা। জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড়ে ব্যর্থ হলে বেলের ডাল বা অন্য কোনও গাছকেই মনে মনে 'বিকল্প' হিসেবে ধরে নিয়ে কাজ সারতে হচ্ছে। এমন কথা অবশ্য সরাসরি স্বীকার করছেন না পুরোহিতরা। তবে আত্মরক্ষার ঢংয়ে বলছেন, পঞ্চমৃত্তিকা, নীলপদ্ম কিংবা সাত সমুদ্রের জলই বা আমরা কোথায় পাই? প্রায় ঠিকঠাকভাবে দুর্গাপুজো করতে অন্তত চারজন পুরোহিত দরকার। এত দাবি করলে আয়োজকরা তো সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত বদলের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন।

পুজোমণ্ডপে ঘোমটায় এয়োস্ত্রী'র সাজে গণেশের পাশে দাঁড় করানো কলাবৌ বা নবপত্রিকায় কলা গাছ হল দেবী ব্রহ্মাণীর প্রতীক। সাদা কচু হল সাক্ষাত দেবী কালিকা। হলুদ গাছ উমারূপী দুর্গা। জয়ন্তীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কার্তিকী। দেবী শিবার রূপ বেল গাছ। দেবীর রক্তদন্তিকা রূপের প্রতীক ডালিম গাছ। অশোকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শোকরহিতা। দেবী চামুণ্ডার প্রতীক মানকচু এবং দেবী লক্ষ্মীর রূপকল্প হল ধান গাছ। বাংলার গ্রামীণ লোকায়ত দেবদেবী, সংস্কৃতি এবং বিশ্বাস নিয়ে গবেষণা করা ডঃ রত্না রায়ের কথায়, 'অসুরনাশিনী দেবীর বদলে ঘরের মেয়ে উমা হিসেবেই দুর্গাকে দেখতে চেয়েছেন গড়পড়তা বাঙালি।

এরপর দশের পাতায়

স্নান করানো হচ্ছে কলাবৌকে। (ইনসেটে) বাঁয়ে অশোক, ডানে জয়ন্তী।

ট্রেনের কামরায় অপেক্ষা... নিউ কোচবিহার স্টেশনে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

সুকান্তর এক্স পোস্টে রবির ছবিতে আগুন

নিশানায় চাঁচল কলেজের টিএমসিপি

কল্লোল মজুমদার

চাঁচল, ৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় তৃণমূলের তরফে সেনার আওতাধীন জমিতে বাঁধা প্রতিবাদ মঞ্চ খুলে ফেলার ঘটনায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী-সমর্থকরা মোদি-শা'র ছবি পোড়ানোর পাশাপাশি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবিতেও আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। এরপরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এই নিয়ে সরব হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ঘটনাটি গত মঙ্গলবারের হলেও রবিবার সেই ভিডিও (উত্তরবঙ্গ সংবাদ যার সত্যতা যাচাই করেনি) প্রকাশ্যে আসে। সুকান্ত মজুমদার এই নিয়ে কটাক্ষ করে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'অশিক্ষা, বর্বরতা ও ঔদ্ধত্য চরম সীমায় পৌঁছালে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটতে পারে!' তাঁর আরও সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তথাকথিত ভাষা আন্দোলন-এর নামে যেসব ভণ্ডামির নাটক মঞ্চস্থ করা হচ্ছে, মালদার এই ঘটনাও তারই জঘন্য বহিঃপ্রকাশ। কবিগুরুর ছবি দাহ করার অপচেষ্টার মতো নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে যদি প্রতিবাদের অংশ হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তবে সেটি বাঙালির সংস্কৃতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়।'

যদিও এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা তৃণমূলের নেতারা।

মঙ্গলবার চাঁচল কলেজ ইউনিট টিএমসিপি-র উদ্যোগে বিজেপির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। সেই সময় কলেজের গেটের

> ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, এই ঘটনা কাম্য নয়। যদি সত্যি এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।
>
> **প্রসূন রায়** জেলা সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেস

সামনে বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল মনীষীদের ছবি। বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছবি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। অভিযোগ, তখন পুড়িয়ে দেওয়া হয় রবীন্দ্রনাথ, ক্ষুদিরাম, নেতাজির ছবি।

কলেজ পড়ুয়াদের দাবি, সেদিন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন মালদা জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বাবু সরকার, চাঁচল কলেজ টিএমসিপি ইউনিটের সভাপতি নাসিমুল হক সোহেল, কলেজ ইউনিটের কোর কমিটির সদস্য বাপি আলি, রকি হোসেন, ফাইয়াজ আলম, মিরাজ হোসেন সহ অন্যরা।

ঘটনায় বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, 'আমরা কোন বর্বর রাজ্যে বাস করছি, এই ঘটনা তারই প্রমাণ। তৃণমূল মুখে বাংলার কথা বলবে আর রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আগুন দেবে, তা হয় না। মানুষ সব বুঝতে পারছেন। তৃণমূলের জমানায় বাংলার ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেওয়ার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। জানি না, পুলিশ কী করছে? অবিলম্বে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' এই ঘটনার প্রতিবাদে কুশমন্ডিতে বিজেপি পথ অবরোধ করে।

যদিও টিএমসিপি-র জেলা সভাপতি প্রসূন রায়ের সাফাই, 'আমার কাছে অভিযোগ এসেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি। মনে হয় না কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন ঘটনা ঘটাবে। তবে ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, এই ঘটনা কাম্য নয়। যদি সত্যি এই ঘটনা ঘটে থাকে, তবে আমরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেব।'

ট্রেনের নতুন স্টপ

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে যাত্রীদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক যোগাযোগ উন্নত করতে এবং ভ্রমণে আরও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করতে কাটিহার ডিভিশনের অধীনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের জন্য নতুন স্টপ চালু করেছে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, ট্রেন নম্বর ১৩১৪১/১৩১৪২ (শিয়ালদা-নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদা) তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসকে কানকি স্টেশনে নতুন স্টপ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে, আজমনগর রোড স্টেশনে ট্রেন নম্বর ১৩১৪৫/১৩১৪৬ (কলকাতা-রাধিকাপুর-কলকাতা) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নম্বর ১৩০৫৩/১৩০৫৪ (হাওড়া-রাধিকাপুর-হাওড়া) কুলিক এক্সপ্রেসের জন্য স্টপ দেওয়া হয়েছে। এই নতুন স্টপগুলি বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সংখ্যক যাত্রীকে উপকৃত করবে। যার ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগ মজবুত হবে। পাশাপাশি ভ্রমণও স্বাচ্ছন্দ হবে।

দাঁড়িয়ে রাজধানী এক্সপ্রেস

ক্রসিংয়ে লরি, গেট খোলাই

এই মালবাহী গাড়ি থেকেই সিমেন্ট আনলোডিংয়ের কাজ চলছে।

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রেললাইন দিয়ে একনাগাড়ে লরি যাওয়ার জন্য লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি রেলকর্মী। যার জেরে স্টেশনেই দাঁড়িয়ে থাকল রাজধানী এক্সপ্রেস। প্রায় ৮-১০ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে ট্রেনটি। একইসঙ্গে তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসকে স্বাভাবিকের থেকে বেশি সময়ে স্টেশনে রাখা হয়। রবিবার এমন ঘটনায় কিছুটা হলেও বিপাকে পড়তে হয়েছে রেলের আধিকারিকদের। তবে ধূপগুড়িতে ২টি ট্রেন বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকলেও পরবর্তীতে টাইম মেকআপ করে গন্তব্যের দিকে গিয়েছে ট্রেন ২টি।

রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, ডিব্রুগড়গামী রাজধানী এক্সপ্রেস ও শিয়ালদাগামী তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেস গড়ে ৮-১০ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল। মূলত রেলস্টেশনের পাশেই ইয়ার্ডে মালবাহী ট্রেন (সিমেন্টবোঝাই) দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানেই সিমেন্ট ওঠানো-নামানোর কাজ চলছিল। সিমেন্ট ওঠানো-নামানোর জন্য স্টেশনের ইয়ার্ডে ট্রাক চলাচল করছিল। ইয়ার্ডে ট্রাক চলাচলে ভিড় জমে গিয়েছিল।

এমনকি সেখানে কর্মরত কর্মীও নতুন ছিলেন। তিনি ভিড় দেখে কিছুটা হিমসিম খেয়ে যান। এতেই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।

ধূপগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট মনোজ সিং বললেন, 'ইয়ার্ডে সিমেন্ট লোডিং ও আনলোডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই কারণেই ট্রাক যাতায়াত করছিল। এই ভিড়েই লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।'

তবে স্টেশনে মালবাহী ট্রেন ঢুকলে ওই চত্বর দিয়ে ট্রাক চলাচল নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ হয়। কখনও

> ইয়ার্ডে সিমেন্ট লোডিং ও আনলোডিংয়ের কাজ চলছিল। সেই কারণেই ট্রাক যাতায়াত করছিল। এতে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট বন্ধ করতে পারেননি।
>
> **মনোজ সিং** সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ধূপগুড়ি স্টেশন

বেপরোয়াভাবে ট্রাক চলাচল করছে, তো কখনও সিমেন্টবোঝাই ট্রাকগুলি ত্রিপল দিয়ে না ঢেকে, ধুলো উড়িয়ে চলছে। একাধিকবার রেল কর্তৃপক্ষ ও ট্রাকচালকদের জানিয়েও সুরাহা হয়নি বলেও অভিযোগ।

এক যাত্রী রাজেশ ঘোষের কথায়, 'এটি নতুন ঘটনা নয়, স্টেশনের ইয়ার্ডে ট্রাকগুলি মালবোঝাই করার জন্যে নিজেদের মধ্যেই হুড়োহুড়ি শুরু করে দেয়। এতে বেপরোয়াভাবে যেমন ছুটছে, তেমনি ধুলো উড়িয়ে বিরক্ত করে তুলছে। এদিনও একই ঘটনা ঘটিয়েছে।'

জিএসটি কমার সিদ্ধান্তকে স্বাগত শ্যাম স্টিলের

নিউজ ব্যুরো

৭ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সিমেন্টের ওপর জিএসটি ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৮ শতাংশ করেছে। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে দেশের নির্মাণ ও আবাসন ক্ষেত্র।

শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডিরেক্টর ললিত বেরিওয়ালা এই সম্পর্কে বলেন, 'সরকারের এই সিদ্ধান্ত একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। সিদ্ধান্তটি নির্মাণ খরচ ও আবাসন ব্যয়কে কমাতে সাহায্য করবে। সঙ্গে দেশের পরিকাঠামো বৃদ্ধির হারকে বাড়াতে সাহায্য করবে।'

তিনি আরও বলেন, 'সিমেন্ট ও ইস্পাত হল নির্মাণশিল্পের মেরুদণ্ড। এই পদক্ষেপ নির্মাণ ক্ষেত্রকে সহায়তা করবে এবং ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শ্যাম স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড হল বর্তমানে দেশের অন্যতম টিএমটি বার প্রস্তুতকারক সংস্থা। সংস্থাটি দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন ভারতীয় রেল, প্রতিরক্ষা সহ একাধিক পরিকাঠামো উদ্যোগকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

তারা টিএমটি বার, স্পঞ্জ আয়রন ও ফেরো অ্যালয় উৎপাদন করে। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভারতের পাশাপাশি বিদেশেও তাদের ব্যবসা রয়েছে।

NOTICE
In the Court of Ld. Civil Judge, Sr. Division (S), Cooch Behar
Misc. Probate Case 05/2024.
Kiran Chandra sarkar
@Kiran Sankar Sarkar
...Petitioner.

It is notified for General Information that Sri Kiran Chandra Sarkar @Kiran Sankar Sarkar of Vill. Kalarayerkuthi, P.O. & P.S. Pundibar, Dist. Cooch Behar filed an application of grant of Probate of the will of deceased Smt. Chameli Talukdar W/O. Lt. Basanta Talukder of Vill. Madhya Kalarayerkuthi, P.O. & P.S. Pundibar, Dist. Cooch Behar before this court. If anybody has any objection/claim he/she may appear and filed objection within 1 month before this court after publication of this notice failing which the matter will be heard exparty.

By order
Supriya Mandal
Sheristadar
Ld. Civil Judge, Sr. Division
Cooch Behar

বিক্রয়

জমি বিক্রয় করতে চাই, পাতি কলোনি, 47 No. Ward- 2½ কাঠা। M : 7001443173. (C/118213)

জ্যোতিষ

সূরাচার্য্য (জ্যোতিষ গোল্ড মেডেলিস্ট) শিলিগুড়িতে বসছেন হোটেল প্রকাশে এই মাসে 6/9 থেকে 10/9 (M) 9123306469. (C/117954)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি/কুচবিহারবাসীদের স্বাস্থ্য বিষয়ক কাজে দারুণ আয়ের সুযোগ। সিরিয়াস ব্যক্তি আবশ্যক। 8240311982. (K)

●

শিলিগুড়ি সেবক রোডে দরজা এবং U.P.V.C Window শোরুমের জন্য সেলসম্যান লাগবে। M : 8001040040.

হারানো/প্রাপ্তি

গত 12/07/25 তারিখে আমার কাস্ট সার্টিফিকেট (Old No. 1908/APD-I/SC & New No. WB2001SC201300580) হারিয়ে গেছে। যদি কেউ পেয়ে থাকেন তবে নীচের ঠিকানায় দেওয়ার অনুরোধ করছি। প্রভাত বর্মন, পিতাঃ গৌরাঙ্গ বর্মন, মেজবিল, আলিপুরদুয়ার, ফোন - 9382357309. (C/118214)

অ্যাফিডেভিট

Birth Certificate আমার ও স্বামীর নাম ভুল থাকায় 29/5/25 তারিখে মেখলিগঞ্জ 1st Class Magistrate-এ আমার নাম Latika Khatun ও স্বামীর নাম Jakir Md করা হলো।

●

আমি Abdul Mannan Miya, S/o Karim Miya, সাকিন- রুনিবাড়ি, নিশিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার 2/9/25 তারিখে মাথাভাঙ্গা ই এম কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, 17-09-1987 তারিখে আমার জন্ম হয়। (C/117963)

●

আমি Rakhal Dey (Old Name) পিতা মৃত Narendra Ch. Dey ঠিকানা- Hitendra Narayan Road By Lane Tetul Tala, Ward No. 18, Cooch Behar, Pin- 736101, West Bengal নোটারি পাবলিক/ফাস্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট Alipurduar কোর্ট, Dist- Alipurduar-এর Affidavit দ্বারা (New Name) Rakhal Chandra Dey নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 469 Dated 3/9/25 (Old Name ও New Name) একই ব্যক্তি। (B/S)

ফের বেফাঁস তৃণমূলের রহিম বক্সী

পদ্মের বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি

মুরতুজ আলম

সামসী, ৭ সেপ্টেম্বর : ফের বেফাঁস মন্তব্য করে বিতর্কে জড়ালেন মালদা জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী। এবার বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢালার হুমকি দিয়েছেন তিনি। চাঁচল-২ ব্লক তৃণমূলের তরফে গৌড়হণ্ড এনায়েতনগরে ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর আক্রমণ এবং বাংলা ভাষার অপমান নিয়ে একটি বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজিত করা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় সেখানেই ফের বিতর্কিত মন্তব্য করেন রহিম বক্সী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন,জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল হাই, জেলা পরিষদ সদস্যা রেহেনা পারভিন, দলের চাঁচল-২ ব্লক সভাপতি আবু কালাম আজাদ প্রমুখ। সেই সমাবেশের মঞ্চ থেকেই একের পর এক বেফাঁস মন্তব্য করেন দলের জেলা সভাপতি।

সেখানে বিজেপি বিধায়কের গলায় অ্যাসিড ঢেলে কণ্ঠ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শুধু তাই নয়, এলাকায় কেউ বিজেপি করলে বয়কট করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। এমনকি বিজেপির পতাকা ছেঁড়ার পাশাপাশি সাংসদকে পেটানোর হুঁশিয়ারিও দেন।

যদিও তাঁর মুখে এই ধরনের বিতর্কিত মন্তব্য নতুন নয়। এর আগেও বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে বারবার বিরোধীদের বেলাগাম আক্রমণ করেছেন তিনি। আব্দুর রহিম বক্সী সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় নাম না করেই শিলিগুড়ির

এনায়েতনগরের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন রহিম বক্সী।

বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষকে নিশানা করে বলেন,'যে বিজেপি বিধায়ক বিধানসভায় বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলছেন, তাঁর গলায়

> নিজের বিধানসভায় মালতীপুরে রহিম বক্সীর হার একপ্রকার নিশ্চিত ভেবেই ভোটের আগে উলটোপালটা মন্তব্য করে বাজার গরম করে শিরোনামে আসতে চাইছেন।
>
> **খগেন মুর্মু** বিজেপি সাংসদ, উত্তর মালদা

এমনভাবে অ্যাসিড ঢালব যাতে কণ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার লোক খুন হচ্ছে। এখানে যাঁরা বিজেপি করছেন, তাঁরা প্রতিবাদ করছেন না। তাই এলাকায় বিজেপি করা যাবে না। মানুষকে বলব, বিজেপি বয়কট করুন। বিজেপির পতাকা ছিঁড়ে দিন।' বিজেপি সাংসদকে পেটানোর হুমকিও দেন তিনি। উত্তর মালদার বিজেপি বিধায়ক খগেন মুর্মু চাঁচল থানায় ২০ ঘণ্টা ধর্নায় বসেছিলেন। সেই ঘটনাকে 'অগণতান্ত্রিক' বলে আখ্যা দেন রহিম বক্সী।

এনিয়ে পালটা তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। সাংসদ খগেন মুর্মুর বক্তব্য,'সামনে বিধানসভা ভোট আসছে। নির্বাচনে শাসকদলের একটা আতঙ্ক আছে। রাজ্যে খারাপ ফল করবে ওরা। মালদা জেলায়ও তৃণমূল গোহারা হারবে। নিজের বিধানসভায় মালতীপুরে রহিম বক্সীর হার এক প্রকার নিশ্চিত ভেবেই ভোটের আগে উলটোপালটা মন্তব্য করে বাজার গরম করে শিরোনামে আসতে চাইছেন।'

যদিও শাসকদলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী সাফ বলেন,'আমি কোনও বেফাঁস মন্তব্য করিনি।'

আজ টিভিতে

জোয়ার ভাঁটা নতুন বাংলা ধারাবাহিক রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ মান মর্যাদা, দুপুর ১২.১৫ মহাগুরু, বিকেল ৪.০০ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ মানিক, রাত ১০.১৫ শিকারি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ বস-বর্ন টু রুল, বেলা ১১.৩০ টক্কর, দুপুর ২.৩০ বৌমার বনবাস, রাত ১১.০০ বাজি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সানাই

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জন্মদাতা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.০০ বঞ্জারন, দুপুর ১২.০০ এলান, বিকেল ৩.০০ দিওয়ানা মস্তানা, সন্ধে ৭.০০ বর্ডার, রাত ১০.০০ ইজ্জতদার

জি ক্লাসিক : সকাল ৯.১৮ পেয়ারি ব্যাহেনা, দুপুর ১২.১৬ মাঙ্গ ভরো সজনা, বিকেল ৩.৩৩ খুদা কসম, সন্ধে ৭.০০ রোটি কপড়া অওর মকান, রাত ১০.৪০ ইন্তেকাম

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৩০ সূরয়া : দ্য সোলজার, দুপুর ২.৩৫ দ্য কেরালা স্টোরি, বিকেল ৫.২২ দ্য সবরমতী রিপোর্ট, সন্ধে ৭.৫৫ সিংহম এগেইন, রাত ১০.৪৫ রাবণাসুরা

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩৩ এনএইচ টেন, দুপুর ১.২৮ রাঞ্ঝনা, বিকেল ৩.৪৮ গল্লি বয়, সন্ধে ৬.৩১ ডন-টু, রাত ৯.০০ কহানি-টু, ১১.১১ বিয়ন্ড দ্য ক্লাউডস

হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ডেথলি হ্যালোজ-টু দুপুর ১২.১৫ এবং রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

দ্য সবরমতী রিপোর্ট
বিকেল ৫.২২ **জি সিনেমা এইচডি**

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.১৫ নাইট অ্যাট দ্য মিউজিয়াম, বিকেল ৪.০০ ব্রেভ, সন্ধে ৭.১৫ ফ্রি গাই, রাত ১১.০০ এলিয়েন ভার্সেস প্রিডেটর

চিরসখা রাত ৯.০০ **স্টার জলসা**

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২২ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ১৭ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ২২ ভাদ, সংবৎ ১ আশ্বিন বদি, ১৫ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৭। সোমবার, প্রতিপদ রাত্রি ১০।২৩ পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ১০।১৩। ধৃতিযোগ দিবা ৯।৫। বালবকরণ দিবা ১১।১০ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১০।২৩ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, অপরাহ্ণ ৪।২৫ গতে মীনরাশি বিপ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।১৩ গতে অষ্টোত্তরী শুক্রের বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।১৩ গতে দোষ নাই, রাত্রি ১০।২৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ১০।২৩ গতে উত্তরে। কালবেলাদি- ৬।৫৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।৪১ গতে ৪।১৪ মধ্যে। কালরাত্রি- ১০।৮ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪৭ গতে উত্তরেও নিষেধ, রাত্রি ১০।১৩ গতে দক্ষিণে শুভ, রাত্রি ১০।২৩ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ। শুভকর্ম্ম- বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যরোপণ ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ১০।১৯ গতে ১১।৪৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৯ গতে ৮।৪৯ মধ্যে ও ১১।১০ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।১৪ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দূরের কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে সহায়তা পেতে পারেন। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা চলবে। বৃষ : পারিবারিক কোনও কাজে দূরে যেতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সুমধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে। মিথুন : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নতুন কোনও দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কর্কট : খুব নিকটজনের দ্বারা প্রচুর অর্থক্ষতি। মামলা-মোকদ্দমায় জয়ের সম্ভাবনা। সিংহ : নতুন কোনও কাজে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মাথাব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। কন্যা : ধার শোধ করতে পেরে স্বস্তি। কাপড়, লোহা প্রভৃতি ব্যবসায় লাভ হবে। তুলা : খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দ। পথে বিতর্কে জড়ালেই খুব সমস্যা হতে পারে। বৃশ্চিক : ব্যবসায় সামান্য পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। হার্টের রোগীরা সাবধানে থাকুন। ধনু : মায়ের পরামর্শে দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। পাওনা আদায় হবে। মকর : আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে মনোমালিন্য। কুম্ভ : বাড়িতে অতিথির আগমন। ভাইয়ের সুসংবাদে খুশি হবেন। মীন : সংসারের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। শ্লেষ্মাজনিত সমস্যায় ভোগান্তি।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ওই ব্যক্তির বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায়। পিস্তলটির লাইসেন্স আছে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

দেবাশিসরঞ্জন দেব, ওসি, সোনাপুর ফাঁড়ি

বন্দুক দেখিয়ে অপহরণের চেষ্টা

সুভাষ বর্মন

ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

সোনাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : রাতের অন্ধকারে পিস্তল দেখিয়ে পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের স্কুল পড়ুয়া পনেরো বছরের এক কিশোরকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠল মাঝবয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। তাঁর নাম মাখন রায়। তবে দু'বারের চেষ্টাতেও কিশোরকে নিয়ে যেতে পারেননি ওই ব্যক্তি। উলটে লোকজন জানাজানি হতেই তাঁকে উত্তমমধ্যম খেতে হয়েছে। শনিবার রাতে চকোয়াখেতি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারপাড়া গ্রামের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপাদাপিতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রা। তবে রাতেই পুলিশ এসে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। রবিবার সংনে এলাকার কচুখেত থেকে পিস্তলটি উদ্ধার হয়। তবে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি অবসরপ্রাপ্ত এসএসবি জওয়ান।

সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেবের কথায়, 'ওই ব্যক্তির বাড়ি আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়ায়। পিস্তলটির লাইসেন্স আছে। তবে অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

কিন্তু শহর সংলগ্ন বীরপাড়া এলাকা থেকে এরকম অপরিচিত এক ব্যক্তি হঠাৎ কেন কুমারপাড়া গ্রামের এক বাড়িতে হামলা চালাল? এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্টভাবে জানা যাচ্ছে না। স্থানীয়দের দাবি, রাতে দুটি বাইকে চারজন অপরিচিত ব্যক্তি এলাকায় আসে। ওই বাড়িতে ঢোকে দুজন। তারমধ্যে একজনের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতেই ঢোকে তারা। ওই পরিযায়ী শ্রমিকের স্ত্রী ঝর্ণা রায়ের দাবি, প্রথমে তাঁর মাথায় পিস্তল ঠেকায় এক ব্যক্তি। তারপর ঘর থেকে ছেলেকে বের হয়ে আসতে বলে। ওই গৃহবধূর কথায়, 'তখন ভয়ে ঘর থেকে ছেলে বের হয়। ওর মাথাতেও পিস্তল ঠেকায়। ওকে নিয়ে যেতে চায়। তখন হইচই করাতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নেওয়া ছেলেটি চলে যায়।'

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার ওই বাড়িতে আসেন সেই ব্যক্তি। তবে ততক্ষণে গ্রামের লোকজন বিষয়টি জেনে ফেলেন। তাই দ্বিতীয়বার আর তিনি পালাতে পারেননি। রাস্তায় লোকজন তাঁকে ধরে ফেলে। শুরু হয় মারধর। তখন বাকি তিনজন পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে এসে ওই ব্যক্তিকে পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। রাতে চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভর্তি করা হয় পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। তবে প্রথমে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা পুলিশ মানতে চায়নি। আর রাত অবধি কোনও অভিযোগ হয়নি। তাই পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দেয়।

কিন্তু এদিন দুপুরে ফের ওই ব্যক্তি স্ত্রীকে নিয়ে কুমারপাড়া গ্রামে আসেন। এখানে এসে পিস্তলটি খুঁজতে থাকেন। তখন এলাকার লোকজন স্ত্রী সহ তাঁকে আটকে রাখেন। ফের খবর পেয়ে এলাকায় যায় পুলিশ। তখন পিস্তলটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়। সেখান থেকে মাখন রায় নামে পিস্তলধারী ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ নিয়ে আসে। কিন্তু কেন ওই শ্রমিকের বাড়িতে হামলা? জানা গেল, ওই শ্রমিকের বড় মেয়ে কোনও এক সংস্থায় কাজ করেন। তিনি অবশ্য বাড়িতে থাকেন না। সেই তরুণীর কাছে ওই ব্যক্তি নাকি টাকা পান। সেই টাকার জন্যই তাঁর ভাইকে অপহরণের চেষ্টা চলে। আবার স্থানীয় একাংশ ও পুলিশ প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছে, ওই বাড়ির মেয়েটির সঙ্গে কোনও সম্পর্কও থাকতে পারে বন্দুকধারী ব্যক্তির। তাই ঠিক কীসের জন্য এই হামলার চেষ্টা তা স্পষ্ট নয়। গ্রেপ্তার হওয়ার পর মাখনও স্পষ্টভাবে কিছু বলেননি। তিনি শুধু বলেন, 'এই আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স আছে। নিজের নিরাপত্তার জন্যই সঙ্গে রাখি। আর আমি এখন প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করি।'

তবে গ্রামবাসীর ক্ষোভ চরমে। স্থানীয় প্রদীপ রায়ের প্রশ্ন, 'পুলিশ কীভাবে ওকে ছেড়ে দিল? আর এদিন ও কীভাবে আবার এলাকায় এসে পিস্তল খুঁজতে থাকে? এত সাহস হয় কী করে?'

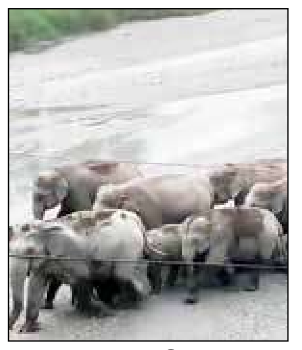

গ্যারগান্ডা নদীর বুকে হাতির পাল।

দিনভর বাগানে দাঁড়িয়ে ২৫টি হাতির দল

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : রাতের আঁধার তখনও কাটেনি! খুদেদের নিয়ে ফালাকাটার দলমণি ফরেস্ট থেকে রওনা হয়েছিল মা হাতিরা। গন্তব্য, রাঙ্গালিবাজনার ধুমচি ফরেস্ট। কিন্তু এশিয়ান হাইওয়ে পেরোতেই ঘড়ির কাঁটা ভোর পাঁচটা পেরিয়ে যায়। অগত্যা রবিবার ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় পঁচিশটি হাতির দিনভর বিরাম মালঙ্গি বস্তিবাসীদের ব্যক্তিগত বাগানে। খবর পেয়ে হাতি দেখতে দলে দলে লোক ছোটেন মালঙ্গি বস্তিতে। ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন বনকর্মীরা। ওঁরা উৎসাহীদের পথ আগলে দাঁড়ান। অন্যদিকে, তাঁরা দিনভর নজরে রাখেন হাতির পালটিকে। শেষপর্যন্ত ওদের যখন ফের রওনা করানো গেল, ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

বন দপ্তর জানিয়েছে, এলাকাটি হাতি চলাচলের করিডর। তবে এশিয়ান হাইওয়ে সরাসরি না পেরিয়ে গ্যারগান্ডা সড়কসেতুর তলা ব্যবহার করে হাতির পাল। এদিনও সেটাই করেছিল পালটি। বনকর্মীরা জানান, গ্রামবাসীরা জেগে উঠে হইচই শুরু করায় ঘাবড়ে গিয়ে ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেয় হাতিগুলি। আবার স্থানীয়রা জানিয়েছেন, শাবক হাতিগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঝোপঝাড়ে শুয়ে পড়ে ওরা। ফলে মা হাতিরাও শাবকদের আগলে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। পালে ছিল একাধিক দাঁতাল হাতি।

হাতির পালে শাবক থাকায় ঝুঁকি রয়েছে। কারণ শাবক ছুটোছুটি করলে পেছন পেছন মায়েরাও ছোটে। তখন সামনে মানুষ পড়লেই আক্রমণ করে মা হাতি।

উত্তম মঙ্গর, স্থানীয় বাসিন্দা

উৎসাহী কয়েকটি হাতি বাঁশ গাছ ভাঙার চেষ্টা করতেই সেগুলি গিয়ে পড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলে যান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির কর্মীরা। নিরাপদেই হাতিগুলিকে বনে ফেরত পাঠানো গিয়েছে, সন্ধ্যায় জানান মাদারিহাটের রেঞ্জ অফিসার শুভাশিস রায়।

মালঙ্গি বস্তির ভেতর দিয়ে শর্টকাটে বীরপাড়া যাওয়ার রাস্তা রয়েছে। শিশুবাড়ি, গোপালপুরের অনেকেই ওই রাস্তাটি ব্যবহার করেন। তবে এদিন ওই রাস্তা দিয়ে কাউকে যাতায়াত করতে দেননি বনকর্মীরা। তবে ততক্ষণে সাহস করে হাতি দেখে ফিরে এসেছে সপ্তম শ্রেণির অক্ষিত ওরাওঁ, হেমেন মঙ্গররা। শিশুবাড়ির রাজকুমার রায় বলছিলেন, 'আমিও হাতি দেখতে এসেছি। কিন্তু বনকর্মীরা কাছে যেতে দেননি।'

দুপুরের পর আন্দোলন প্রত্যাহার ম্যাক্সিক্যাবচালকদের

পথে দুর্ভোগ পরীক্ষার্থীদের

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : টানা দু'দিন কর্মবিরতি রেখে তৃতীয় দিন দুপুরের পর আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন ম্যাক্সিক্যাব বা সিটি অটোচালকরা। রবিবার দুপুরের পর শহরের রাস্তায় ম্যাক্সিক্যাব দেখে পুজোর বাজার করতে যাওয়া সাধারণের মুখে হাসি ফিরলেও, তার আগে দিনভর সমস্যায় পড়তে হয়েছে পথচলতি মানুষকে। মূলত চরম সমস্যার মুখোমুখি পড়তে হয় এসএসসি পরীক্ষার্থীদের। স্থানীয়রা তো বটেই, ভিনরাজ্য থেকেও অনেকে শহরে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন। সিটি অটো না থাকায় চরম ভোগান্তিতে পড়া ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের টোটোভাড়ায় বাড়তি টাকা যেমন গুনতে হয়েছে, তেমনই অনেককে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য বারবার পালটাতে হয়েছে টোটো।

উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ থেকে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলে এসএসসি'র পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন নিশা সরোজ। নিউ জলপাইগুড়ি জংশন (এনজেপি) সংলগ্ন একটি হোটেলে ছিলেন শনিবার রাতে। রবিবার হোটেল থেকে বেরিয়ে গন্তব্যের কাছে পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য কোনও ম্যাক্সিক্যাব দেখতে না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন তিনি। এক হোটেল কর্মীর সহযোগিতায় একটি টোটো রিজার্ভ করেন। তবে তার জন্য তাঁকে গুনতে হয়েছে ২০০ টাকা। বিহার থেকে নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন পঙ্কজ ঝা। শিলিগুড়ি জংশন সংলগ্ন এলাকা থেকে ম্যাক্সিক্যাব না পেয়ে বাইক, ট্যাক্সি বুক করেন। তাঁকেও বাড়তি টাকা গুনতে হয়েছে। এদিন দিনে যাঁরা পুজোর বাজার করতে বেরিয়েছিলেন, তাঁদেরও অনেককে টোটোয় যেতে হওয়ায় বাড়তি ভাড়া গুনতে হয়েছে। টোটোচালকদের একাংশ সুযোগ বুঝে বেশি ভাড়া নিয়েছেন বলেও অনেকের অভিযোগ। তবে এদিন দুপুরে ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠকের পর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন দার্জিলিং জেলা এনজেপি-ফুলবাড়ি ম্যাক্সিক্যাব অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক উজ্জ্বলকান্তি ঘোষ। সমস্যা সমাধানে পুলিশি আশ্বাস মিলেছে বলে তিনি জানান। সংগঠনের তরফে মিন্টু ঘোষ বলেন, 'ডিসিপি ট্রাফিক বেআইনি টোটোর ওপর লাগাম টানা এবং নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে রাখার আশ্বাস দিয়েছেন। তাই আমরা কর্মবিরতি তুলে নিলাম। এখন সমস্যা সমাধানের আশায় রয়েছি।' গাড়িচালক মহম্মদ কামাল হুসেন বলেন, 'মৌখিকভাবে আমাদের সমস্যাগুলির কথা জানিয়েছি পুলিশকে। আমাদের সমস্যার সমাধান করবেন বলে ডিসিপি ট্রাফিক আশ্বাস দেওয়ায় আজ থেকেই গাড়ি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে ভবিষ্যতে যদি দেখি সমস্যার সমাধান হয়নি, ফের আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।' ডিসিপি ট্রাফিক কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, 'আমরা কথা বলেছি ম্যাক্সিক্যাবচালকদের সঙ্গে। ওঁদের সত্যিই যে সমস্যাগুলির মধ্যে পড়তে হচ্ছে, তার সমাধান করা হবে।' মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। পুলিশ ম্যাক্সিক্যাবচালকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাজে ফিরিয়েছে। পুলিশ তার কাজ করছে। ম্যাক্সিক্যাব চালু হওয়ায় সমস্যার সমাধান হল।'

আন্দোলন ওঠার পর শহরের রাস্তায় সিটি অটো। ছবি : সূত্রধর

চরম ভোগান্তি

পুলিশি আশ্বাসে আড়াইদিন পর শহরের রাস্তায় ম্যাক্সিক্যাব

আন্দোলন প্রত্যাহারের আগে চরম ভোগান্তি শহরের সর্বত্রই

স্থানীয়রা তো বটেই, ভিনরাজ্য থেকেও অনেকে শহরে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন

সিটি অটো না থাকায় ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের টোটোভাড়ায় বাড়তি টাকা গুনতে হয়েছে

উৎসবের মরশুমে শহরে বাড়ছে দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য

একদিনে বৌবাজার, খালপাড়ায় চুরি

শমিদীপ দত্ত ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : পুজো এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে চুরির ঘটনা বাড়ছে শহরে! রবিবার শিলিগুড়ির দু'জায়গায় চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বাড়ি ফাঁকা পেয়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে আলমারি থেকে সোনার গয়না চুরির অভিযোগ উঠেছে শান্তিনগরের বৌবাজার এলাকায়। আবার এদিন সকালে খালপাড়া এলাকায় পোশাকের একটি শোরুম খুলতেই মাথায় হাত দোকানির। অভিযোগ, ওপরতলায় জানলার রড কেটে ঢুকে দুষ্কৃতীরা চারতলার শোরুম থেকে লেহেঙ্গা, শাড়ি, সুট নিয়ে চম্পট দেয়।

ঘটনাক্রমে পুলিশের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন। তাঁর বক্তব্য, 'পুলিশ ঠিকমতো টহল দিচ্ছে না। পুজোর মরশুমে লাগাতার চুরির ঘটনা ঘটে চলেছে। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারছে না পুলিশ।' যদিও ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং দাবি করেছেন, 'পুজোর মরশুমে দাগি অপরাধীদের চিহ্নিত করে নজরদারি চালানো হচ্ছে। কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত থাকলে গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

রবিবার সন্ধ্যায় শান্তিনগর বৌবাজার এলাকার বাসিন্দা, পেশায় নিরাপত্তাকর্মী শিবু হালদারের বাড়িতে চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এদিন সকালে শিবু কাজে বেরিয়ে যান। পরিবারের অন্যরা আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে ঘরের দরজা খুলতে গিয়ে শিবু দেখেন দরজা ভাঙা। ভেতরে ঢুকে দেখেন আলমারির পাল্লাও ভাঙা। ভেতরের থাকা গয়না সব উধাও। কিছুদিন আগে নতুন বাড়ি তৈরি করান শিবু। ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'পুত্রবধূর সোনার গয়না চুরি গিয়েছে। তবে তার দাম কত জানা নেই।'

অন্যদিকে, কখন চুরি হয়েছে বুঝতে পারছেন না কাপড়ের ব্যবসায়ী বিশাল আগরওয়াল। অন্যদিনের মতো এদিন শোরুম খুলতেই দেখেন, ভেতরে সবকিছু এলোমেলো। ক্যাশবাক্স ফাঁকা। পরে নজরে আসে, শোরুমের ওপরতলার জানলার রড কাটা।

এর মধ্যে শনিবার রাতে কারখানার মেশিন চুরির অভিযোগে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম প্রমিত রায়। রবিবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে তাঁর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। দামি সাইকেল চুরির অভিযোগে রবিবার প্রধাননগর থানায় দ্বারস্থ হন এক তরুণ। তাঁর অভিযোগ, 'শহরের বাইরে ছিলাম। শনিবার ফিরে দেখি, অ্যাপার্টমেন্টের নীচে সাইকেল নেই। পরে সিসিটিভিতে দেখি, একটি ছেলে এসে আমার সাইকেল নিয়ে চলে গিয়েছে।'

দুর্নীতির ফলে 'গরিব' পুরসভা

মালবাজার, ৭ সেপ্টেম্বর : স্বপন সাহার আমলের দুর্নীতির দায় এখন ভুগতে হচ্ছে মাল পুরসভাকে। পথবাতি, রাস্তা সংস্কারের জন্য টাকা বরাদ্দ করা আটকে দিয়েছে রাজ্য। পুজোর আগে নতুন পথবাতি লাগানোর টাকা নেই পুরসভার তহবিলে। বাধ্য হয়ে খারাপ পথবাতি সারিয়ে আবার লাগাচ্ছে পুরসভা।

রবিবার পুরসভা বন্ধ থাকলেও নিজের বাড়িতেই সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। সেখানে চেয়ারম্যান স্পষ্ট করে পুরসভার তহবিলের বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ দেন। হাটবাজার, দোকানঘর ছাড়া পুরসভার তেমন কোনও খাজনা আদায়ের জায়গা নেই। তাছাড়া আছে পরিষেবা কর। এই উপার্জনের ওপর নির্ভর করেই চলতে হচ্ছে পুরসভাকে। এদিকে, অডিটে আবার হিসেবে গরমিল ধরা পড়েছে। সেই রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পৌঁছাতেই পুরসভার একাধিক বরাদ্দ নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই খরচ কমাতে পুরোনো পথবাতি সারাই করে লাগানো হচ্ছে শহরের রাস্তায়।

এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে গেলে প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন বলেন, 'ই ক্যাটিগোরির পুরসভাকে রাজ্য সরকার বেশি ফান্ড দেয় না। সেটা জোগাড় করতে হয়। আমি নিজে যখন চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়েছিলাম, তখন পুরসভার ঋণের বোঝা ছিল ১৮ কোটি টাকা।'

আপাতত শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকে শুরু হয়েছে পথবাতি সংস্কারের কাজ। পুরসভার চেয়ারম্যানের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৫ নম্বর থেকে ৯ নম্বর ওয়ার্ড পর্যন্ত আলোর কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। তবে পুজোর আগেই শহরের সমস্ত অলিগলির পথবাতি জ্বলে উঠবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। জাতীয় সড়কের ধারের একটা অংশ অন্ধকারে ডুবে থাকে। সেখানেও পথবাতি মেরামতির কাজ হবে। জাতীয় সড়কের পাশে বেশ কয়েকটি জায়গায় পথবাতির খুঁটিতে লাগানো নীল-সাদা চেনলাইট নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেগুলো বদলে ফেলার কথা ভাবছে পুরসভা। সেখানেও চিন্তা বাড়াচ্ছে টাকার জোগানের কথা।

আবার অনেক সময় দিনেরবেলায় কিছু ওয়ার্ডের পথবাতি জ্বলে থাকছে। তা নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত ওয়ার্ডের টাইমার নষ্ট হয়েছে সেখানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পথবাতি জ্বালানো ও নেভানো হবে।

হিউমপাইপের কালভার্টটিও দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা।

ভাঙা কালভার্ট, ঠ্যাকনা গাছের গুঁড়িতে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : তিন বছরের বেশি সময় ধরে দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী একমাত্র রাস্তাটির বেহাল দশা। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দাসপাড়া থেকে সাব-ক্যানালের পাশের রাস্তাটির মাঝে থাকা হিউমপাইপের কালভার্টটিও দীর্ঘদিন ধরে ভাঙা। উঠে গিয়েছে পিচের চাদর। রাস্তায় বড় বড় গর্ত। ভাঙা কালভার্টে দুর্ঘটনা রুখতে গাছের গুঁড়ি দিয়ে কোনওরকমে ঠ্যাকনা দিয়ে রেখেছেন স্থানীয়রা। রাস্তাটি মেরামত করা হচ্ছে না বলে তাঁদের ক্ষোভের অন্ত নেই। ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশামত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অণিমা রায় বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তা সংস্কারের আর্জি জানানো হয়েছে।'

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের দাসপাড়া থেকে সাব-ক্যানালের পাশের ওই পাকা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে কালুজোত গ্রামে। ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাঁও কিশামত গ্রাম পঞ্চায়েত ও জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের টামবাড়ি, গুয়াবাড়ি, পেদিয়াজোত, ডলিগছ সহ একাধিক গ্রামের প্রচুর সংখ্যক মানুষ ওই রাস্তা দিয়েই ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল, থানা, বিডিও অফিস ও বাজারে যাতায়াত করেন। দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষকরাও সবজি বিক্রি করতে যান। পড়ুয়ারাও রাস্তাটি দিয়ে রোজ স্কুলে যাতায়াত করে।

রাস্তাটির পিচ উঠে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে পাথর।

মোটরবাইক বা সাইকেল আরোহীদের জন্য চলাচল খুবই সমস্যার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে হিউমপাইপের কালভার্টটি ভেঙে যাওয়ায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বর্ষা হলে রাস্তার গর্তে জল জমছে।

কালুজোতের বাসিন্দা কৃষ্ণ বর্মনের অভিযোগ, 'রাস্তাটি তৈরির কয়েক মাসের মধ্যেই পিচ উঠতে শুরু করে। এখন বালি-পাথর ছাড়া পিচের কোনও অস্তিত্বই নেই। কাজ ভালো হয়নি। সেজন্যই এই পরিস্থিতি হয়েছে।' শৈলানিজোতের স্বদেশ বর্মনের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটির খারাপ অবস্থা। মেরামতের কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।'

রাস্তাটি তৈরির কয়েক মাসের মধ্যেই পিচ উঠতে শুরু করে। এখন বালি-পাথর ছাড়া পিচের কোনও অস্তিত্বই নেই। কাজ ভালো হয়নি। সেজন্যই এই পরিস্থিতি হয়েছে।

- কৃষ্ণ বর্মন, কালুজোতের বাসিন্দা

ছাঁটাইয়ের নালিশ থানায়

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : বাংলাদেশি সন্দেহে একটি বেসরকারি চা কারবারি সংস্থার এইচআর পদে থাকা অভিষেক সেনগুপ্তকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও মারধর করা হয়েছে। শনিবার 'মেয়রকে বলো'-তে এমন অভিযোগ করেন ওই তরুণ। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। বাংলাদেশি তকমা দিয়ে চাকরি থেকে ছাঁটাই করার ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র।

উদ্ধার দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের টাওয়াজোত গ্রামের সরকারপাড়া এলাকায় রবিবার শান্তি সরকার (২২) নামে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এদিন স্থানীয় একটি বাঁশ বাগানে গ্রামবাসী ওই তরুণের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে, মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

কুয়োয় 'ঝাঁপ'

জলপাইগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার অরবিন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের মোহিতনগর এলাকায় দেবকুমার ঘোষ (৭৫) নামে একজনের দেহ উদ্ধার হয় তাঁর বাড়ির কুয়োতে। তিনি কুয়োতে ঝাঁপ দিয়েছেন বলে তাঁর ছেলে শুভমের দাবি। তিনি বলেন, 'বাবা অনেকদিন ধরে বাইপোলার ডিসঅর্ডারে ভুগছিলেন। শনিবার রাতে চিকিৎসকের দেওয়া ওষুধ খেয়েও ঘুম আসেনি বাবার। সকালে উঠে পায়চারি করছিলেন। হঠাৎ দেখি কুয়োর পাড়ে দুটি চটি।'

পথ অবরোধ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ির ভোলা মোড় থেকে ভালোবাসা মোড় হয়ে সিপাইপাড়া পর্যন্ত বেহাল রাস্তা নিয়ে প্রতিবাদে পথ অবরোধ করল সিপিএম। রাস্তাটি মেরামতির দাবিতে দু'মাস আগে দলের তরফে পঞ্চায়েত দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাজ না হওয়ায় রবিবার দুপুরে পথ অবরোধ করা হয়। পরে এনজেপি থানার পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

ঘরে ফেরা।। ইসলামপুরের মণিভিটায় রবিবার সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

আয়ুষের সুরসাধনায় 'সফল' ইসলামপুর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুরের সুরের পালকে জুড়ে গেল আরও একটি নাম। বছর উনিশের আয়ুষ গুপ্ত গানের জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো 'সারেগামাপা'-এর মূল পর্বে গান গাওয়ার সুযোগ পেলেন। বাবার কাছেই গানে হাতেখড়ি। মাধ্যমিক পাশ করার আগে পর্যন্ত কারও কাছে প্রথাগত শিক্ষা নেননি। তাঁর বন্ধুদের কথায়, আয়ুষের জীবনজুড়ে শুধু গান আর গান! এত বড় মঞ্চে সুযোগ পেয়ে কেমন লাগছে? আয়ুষের কথায়, 'পরিবার বরাবর আমাকে সমর্থন করেছে। তাঁদের উৎসাহ না থাকলে আমার পক্ষে গান নিয়ে এগোনো সম্ভব ছিল না।' শনিবার ছিল প্রতীক্ষার সেই রাত। টিভির পর্দার সামনে বসেছিল গোটা গুপ্ত পরিবার। আয়ুষের বাবা ও মা যদিও মঞ্চে হাজির ছিলেন। সঞ্চালকের মুখে 'এবারে মঞ্চে আসছে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর থেকে আয়ুষ গুপ্ত' শুনতেই মা রেখা গুপ্ত চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা শুরু করে দেন। বলিউডের একটি সুপারহিট গান গেয়ে অবশ্য কয়েক মিনিটেই বিচারকদের মন জয় করে নেন আয়ুষ।

রেখার কথায়, 'আমার কাছে অনুভূতি প্রকাশের ভাষা নেই। ইসলামপুরের মতো ছোট শহরে থেকেও জেদে অনড় থাকলে যে স্বপ্ন সত্যি হয়, আয়ুষ তা করে দেখিয়েছে। এখনও অনেকটা পথ চলা বাকি। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছি না। এই মুহূর্তটা উপভোগ করতে চাই।'

আয়ুষের বাড়ি ইসলামপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায়। মাধ্যমিক পাশ করার পর তিনি চলে গিয়েছিলেন দাদুর বাড়ি শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়িতে। নাতির সাফল্যে খুশি দাদু নবলকিশোর শা। শিলিগুড়িতে আসার পর আয়ুষ কিছুদিন গানের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন বলে জানালেন তাঁর বাবা মনোজ গুপ্ত। তিনি বললেন, 'আয়ুষের যখন ছয় বছর বয়স, তখন বুঝতে পারি ওর গানের প্রতি ঝোঁক রয়েছে। সবসময় ও গানের সাধনায় মগ্ন থাকত।' আয়ুষ

আয়ুষ গুপ্ত।

সারেগামাপা'র মূল পর্বে সুযোগ

উচ্চমাধ্যমিক পাশ করলেও এখনও কলেজে ভর্তি হননি। স্কুলের ক্লাসরুম হোক বা টিউশন সেন্টার, এমনকি মাঠের আড্ডাতেও গুনগুন করে গান গাওয়া আয়ুষের স্বভাব বলেই বন্ধুদের বক্তব্য। এখন তাঁদের একটাই চাওয়া, আয়ুষ বিজয়ী হয়ে ঘরে ফিরুক। আয়ুষের ঠাকুরদা ধূলিচাঁদ গুপ্ত তাঁকে সবসময় সাহস জুগিয়ে গিয়েছেন বলে জানালেন মনোজ। ধূলিচাঁদ বলেন, 'ওর সাফল্য বৃদ্ধ বয়সে আমার জীবনীশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে।'

হতাশা নিয়ে পরীক্ষায় যোগ্যরা

ফের মামলা নাকি শেষপর্যন্ত নিয়োগপত্র, ধন্দ থাকছেই

শিলিগুড়ি ও বাগডোগরা, ৭ সেপ্টেম্বর : 'যোগ্য' হয়েও বসতে হল শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায়। রবিবার পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এনিয়ে হতাশা প্রকাশ করলেন অনেক শিক্ষকই। পরীক্ষা ভালো হওয়া সত্ত্বেও ফের চাকরি মিলবে কি না, তা ভেবেই এখন চিন্তিত শিক্ষকরা। নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ গার্লস হাইস্কুলের জীবনবিজ্ঞানের শিক্ষিকা শিখা রায়ের চাকরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বাতিল হয়েছে। তবে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর চাকরি রয়েছে। এদিন শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার পর শিখার চোখেমুখে হতাশার ছাপ ছিল স্পষ্ট। স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ফেরার আগে শিখা বললেন, 'দুই মাসের মধ্যে সেভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে পারিনি। ২০১৬ সালে যেভাবে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিতে পেরেছিলাম, তেমনটা এবার হয়নি। কেননা, চাকরি পাওয়ার পর দীর্ঘদিন পরীক্ষা প্রস্তুতির বই আর খুলে দেখিনি। পরীক্ষা ভালো হয়েছে। তবে জানি না কী হবে।'

জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুলের শিক্ষিকা জয়শ্রী রায় 'যোগ্য' হয়েও এদিন শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দেন। জয়শ্রীর কথায়, 'সুপ্রিম কোর্টে আমরা বিচার পেলাম না। যোগ্য হয়েও আমরা পরীক্ষায় বসলাম। এবার স্বচ্ছভাবে নিয়োগ না হলে ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।'

প্রশ্ন কোথায়

- প্রায় ৯ বছর পর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হল রবিবার
- এদিন বাগডোগরা, মাটিগাড়ার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখা গেল, উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম
- সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারানোর পর অনেক শিক্ষকই এদিন পরীক্ষায় বসেন
- পরীক্ষা ভালো হওয়া সত্ত্বেও ফের চাকরি মিলবে কি না, তা ভেবেই এখন তাঁরা চিন্তিত
- পুনরায় নিয়োগ কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে হবে তা নিয়ে অনেকেই সংশয় প্রকাশ করেছেন

শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থীরা।

> সুপ্রিম কোর্টে আমরা বিচার পেলাম না। যোগ্য হয়েও আমরা পরীক্ষায় বসলাম। এবার স্বচ্ছভাবে নিয়োগ না হলে ফের একই পরিস্থিতি তৈরি হবে।
> – জয়শ্রী রায় পরীক্ষার্থী

এদিকে, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক। হতাশা নিয়েই স্কুলে ডিউটি করবেন শিক্ষকরা।

অন্যদিকে, অতীতের ঘটনাবলি দেখে নতুন পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও নিয়োগ নিয়ে চিন্তায়। মাটিগাড়া থেকে মেয়েকে নিয়ে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল কেন্দ্রে এসেছিলেন গিরিশ থাপা। গিরিশের কথায়, 'পরীক্ষা তো হচ্ছে তবে ফলপ্রকাশ হবে নাকি মামলার কারণে ফলপ্রকাশ আটকে থাকবে সেটাই প্রশ্ন। পরীক্ষা হলেও পুনরায় নিয়োগ কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে হবে তা জানি না।' ওই কেন্দ্রেই স্ত্রীকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছিলেন প্রধাননগরের বাসিন্দা জিতু সরকার। হতাশার সুরে তিনি বললেন, 'এত বছর পর এই পরীক্ষা হচ্ছে। কিন্তু যেভাবে ২০১৬ সালের পরীক্ষায় দুর্নীতির কথা সামনে এসেছে, এবার তেমনটা হবে কি না কে জানে। ফলাফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না।' ছেলের পরীক্ষার সিট পড়েছিল শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে। মালদা থেকে ছেলেকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছিলেন সমর পাল। একটি বেসরকারি সংস্থার কর্মী সমর বললেন, 'ছেলের ইচ্ছে শিক্ষক হওয়ার। প্রস্তুতিও ভালোমতো নিয়েছে। নিয়োগে স্বচ্ছতা বজায় থাকুক, এটাই চাই।'

প্রায় ৯ বছর পর স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা হলেও এদিন বাগডোগরা, মাটিগাড়ার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ঘুরে দেখা গেল, উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম। বাগডোগরা কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ে পরীক্ষার্থী ছিল ৮০০ জন। তার মধ্যে পরীক্ষায় বসেছেন ৬৭৬ জন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে (এনবিইউ) পরীক্ষার্থী ছিল ১১৯৮ জন। পরীক্ষা দিয়েছেন ১০২৫ জন। আঠারোখাই শ্রীনরসিংহ বিদ্যাপীঠে ৬০০ জনের মধ্যে ৪৮৪ জন পরীক্ষা দেন। মাটিগাড়া হরসুন্দর হাইস্কুলে ৫৮৯ জনের মধ্যে পরীক্ষায় বসেছেন ৪৬১ জন। মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৫০ জনের মধ্যে ১৩১ জন পরীক্ষা দিয়েছেন। কবি সুকান্ত হাইস্কুলে ৩৫০ জনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ২৬০ জন। এনবিইউতে পরীক্ষা দিয়ে বাইরে এসে অনেক চাকরিপ্রার্থী বললেন, 'পরীক্ষা ভালো দিলেও যে চাকরি পাব, তা তো নয়। ফের দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে কী হবে কে জানে।'

শরৎ ও সবুজ। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন সৌভিক পোদ্দার।

রেললাইনে নেশার আসর, বিপদের শঙ্কা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : শহরের মধ্যে দিয়ে যাওয়া রেললাইন হয়ে উঠেছে নেশাগ্রস্তদের আখড়া। দুর্ঘটনার তোয়াক্কা না করে রেললাইনে বসে বহালতবিয়তে চলছে মদ, গাঁজা সেবন। বাগরাকোট, জংশন, ফুলেশ্বরী বাজার থেকে জলেশ্বরী বাজার পর্যন্ত অংশ, কিশোর সংঘ লাগোয়া চন্দ্রপার্ক এলাকায় রেললাইনে এমনই ছবি দেখা যাচ্ছে আকছার। এসবের জেরে একদিকে যেমন বাড়ছে দুর্ঘটনার শঙ্কা, পাশাপাশি নেশাগ্রস্তদের দাপটে রীতিমতো অতিষ্ঠ স্থানীয়রাও। তাঁদের অভিযোগ, রাত বাড়তেই রেললাইনে এখানে বসে নেশার আসর। প্রতিবাদ করলে গালিগালাজের মুখেও পড়তে হচ্ছে। বিষয়টা নিয়ে বিভিন্ন সময় থানা, রেল পুলিশে অভিযোগ জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলে দাবি ভুক্তভোগীদের। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'বিষয়টা আমরা অবশ্যই দেখছি।' উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কেকে শর্মা বলছেন, 'এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

শনিবার কিশোর সংঘ লাগোয়া চন্দ্রপার্ক এলাকায় যেতেই নেশাগ্রস্তদের উৎপাত নিয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ সরকার। তিনি বললেন, 'রাত বাড়তেই এখানকার রেললাইন এলাকায় আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে একশ্রেণির মানুষ চলে আসছে। তারা নেশার আসর বসাচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' অসামাজিক কাজকর্মের প্রতিবাদ করলে চিল ছোড়া হচ্ছে বলে অভিযোগ অপর স্থানীয় বাসিন্দা অনিমেষ দাসের। তাঁর কথায়, 'নেশাগ্রস্তরা রাতের অন্ধকারে প্রায়ই চুরি করছে। পুলিশ মাঝেমধ্যে আসছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' কয়েকমাস আগে কিশোর সংঘের টিভি চুরি হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সম্পাদক শংকর সরকার। তিনি বললেন, 'গত কয়েক বছরে রেললাইনে নেশার আসর বসার কারণে ট্রেনে কাটা পড়ার ঘটনাও কম নয়। আমরা ক্লাব থেকে একাধিকবার পুলিশ ও প্রশাসনকে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কোথায় কী? নেশার আসর চলছেই।' রেললাইনের উপর বসা নেশার আসর বন্ধে মাস কয়েক আগে পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী নিজেই ওয়ার্ড কমিটির সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়েছিলেন। রেলের ভূমিকা নিয়ে সরাসরি প্রশ্ন তুলে চেয়ারম্যানের বক্তব্য, 'শুধু আমার ওয়ার্ডেই ফুলেশ্বরী বাজার থেকে জলেশ্বরী বাজার পর্যন্ত রেললাইন বরাবর নেশার আসর বসছে। আমরা মাঝেমধ্যে অভিযান চালাচ্ছি। রেল পুলিশ কিছুই করছে না।' রেল পুলিশ নজর না রাখায় রেললাইন বরাবর এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মাটিগাড়ার বাসিন্দা অনিন্দ্য দাস। তাঁর বক্তব্য, 'শুধু শহরের মধ্যেই নয়, মাটিগাড়াতেও অদূরে থাকা শপিং মলের উলটোদিকে থাকা রেললাইনের উপরও নেশার আসর বসছে। যদিও কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।' কবে এখন পদক্ষেপ হয়, সেদিকেই তাকিয়ে বাসিন্দারা।

> রাত বাড়তেই এখানকার রেললাইন এলাকায় আশপাশের বিভিন্ন জায়গা থেকে একশ্রেণির মানুষ চলে আসছে। তারা নেশার আসর বসাচ্ছে। প্রতিবাদ করলেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।
> **প্রদীপ সরকার**
> স্থানীয় বাসিন্দা

কিশোর সংঘ সংলগ্ন এই রেললাইনে বসছে নেশার আসর।

বাণিজ্যপথ পরিদর্শন

খড়িবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : আন্তর্দেশীয় আমদানি রপ্তানির বিষয়ে খোঁজখবর নিতে রবিবার ভুটানের শুল্কমন্ত্রকের আধিকারিক সহ একটি দল পানিট্যাঙ্কি ভারত-নেপাল সীমান্ত পরিদর্শনে এসেছিল। এদিন প্রথমে পানিট্যাঙ্কিতে শুল্ক দপ্তরের ভবনে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা বাণিজ্য নিয়ে একটি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিদেশি পণ্য পরিবহণের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি সীমান্তে নজরদারি নিয়েও উভয়পক্ষের আলোচনা হয়। তারপর নেপাল সীমান্তে পণ্য পরিবহণের সড়ক দুটি ঘুরে দেখেন ভুটানের শুল্ক দপ্তরের আধিকারিকরা। পানিট্যাঙ্কি ল্যান্ড কাস্টমসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অমিত সাহা জানান, ভুটানের শুল্ক আধিকারিক সেদেশে পণ্য পরিবহণের রাস্তা সরেজমিনে পরিদর্শন করতে এসেছিলেন।

ব্রাউন সুগার পাচারে ধৃত ১

খড়িবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার দুপুরে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন ট্রাফিক মোড় এলাকা থেকে ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার করা হল হামজা শেখ নামের এক প্রৌঢ়কে। তিনি মালদা জেলার বৈষ্ণবনগরের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করায় তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত করা হয় ২৯১ গ্রাম ব্রাউন সুগার। পরে অভিযুক্তকে খড়িবাড়ি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এদিন পুলিশ ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। সোমবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

মৃতদেহ উদ্ধার

চোপড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : কালাগছ বাস স্টপ এলাকায় রবিবার এক তরুণের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মৃতের নাম বিনোদ তামাং (৩৭)। বাড়ি গ্যাংটক বাইপাস রোড এলাকায়। জানা গিয়েছে, ওই তরুণ মাসখানেক আগে থেকে কালাগছ এলাকার একটি হোটেলে কাজ করতেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এদিন সকালে স্থানীয়রা রাস্তার ধারে একজনকে পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ করেন। পরে পুলিশ পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, মৃতের পরিবারের লোকজনকে খবর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, ওই তরুণ শারীরিক অসুস্থতার কারণে হোটেল মালিকের কাছ থেকে ছুটি নিয়েছিলেন। তবে এব্যাপারে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনওরকম লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

হেপাজতে ৩

ফাঁসিদেওয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : কোচবিহার থেকে ফরাক্কায় পণ্যবাহী গাড়িতে গাঁজা পাচারে ধৃত ৩ জনকে রবিবার ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। শনিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪০ কেজি গাঁজা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ধৃত রতন বর্মন ও দিলীপ বিশ্বাস কোচবিহার এবং বিশ্বরূপ সরকার ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা। নিশিগঞ্জ থেকে ওই গাঁজা পাচারের সময় অভিযুক্তরা ধরা পড়েন। বৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই কারবারে যুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছে ফাঁসিদেওয়া থানা।

তৃণমূলের বৈঠক

চোপড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের হলঘরে রবিবার তৃণমূল মাইনরিটি সেলের সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে চোপড়া অঞ্চল ও এলাকার বুথভিত্তিক সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। সংগঠনের ব্লক নেতৃত্ব সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বুথ স্তর থেকে সংগঠন ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বেহাল রাস্তার জন্য ক্ষোভ

চোপড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : হাটের রাস্তার বেহাল দশা ঘিরে ক্ষোভ বাড়ছে চোপড়ায়। চোপড়ার জাতীয় সড়কের বাস স্টপ এলাকা থেকে চোপড়া হাট হয়ে হাতিঘিসা পর্যন্ত প্রায় ১ কিলোমিটার রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারে বিভিন্ন মহল থেকে জোরালো দাবি উঠেছে। হাতিঘিসা মোড় থেকে হাটের দিকে আসতে প্রায় ৫০০ মিটারের মধ্যে রাস্তাটির একাধিক জায়গা খানাখন্দের আকার নিয়েছে। বছর তিনেক আগে বিগ্রেহী মোড় থেকে হাটের সীমানা পর্যন্ত ৫০০ মিটার রাস্তার সংস্কারের কাজ করা হয়। অল্পদিনের মধ্যে পিচ, পাথর উঠে অধিকাংশ জায়গায় গর্ত তৈরি হয়েছে। বর্ষায় চলাচল করতে সবাইকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা টোটোচালক মহম্মদ নাসির বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে হাতিঘিসা মোড় থেকে হাটের রাস্তার সংস্কার হয়নি। হাটের মূল রাস্তার এহেন বেহাল দশা ঘিরে এলাকায় রীতিমতো ক্ষোভ ছড়িয়েছে।' চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান জানিয়েছেন, রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে।

খড়ে আগুন

চোপড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : বজ্রপাতে খড়ের গাদা পুড়ে যাওয়ায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল চোপড়ার দলুয়া এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয়দের সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে তৈয়ব আলি নামে এক ব্যক্তির খড়ের গাদায় বজ্রপাতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ইসলামপুর থেকে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন পৌঁছায়। অগ্নিকাণ্ডে ওই ব্যক্তির রান্নাঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিবারের এক মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বস্ত্র বিলি

বাগডোগরা, ৭ সেপ্টেম্বর : বাগীমন্দির প্রাক্তনী সমিতির তরফে রবিবার ত্রিহানা চা বাগানের জাবরা ডিভিশনে শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির করে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া সহ নতুন জামাকাপড় দেওয়া হয়। সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'এদিন জাবরা ডিভিশন চা বাগানের কমিউনিটি হলে ১৩৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ছোটবড় সব বয়সের মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ২০০ জনকে জামাকাপড় দেওয়া হয়েছে।'

সম্মেলন

চোপড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার বাচ্চামুন্সী স্মৃতি গার্লস হাইস্কুল প্রাঙ্গণে কৃষকসভার ২৪তম ঘিরনিগাঁও অঞ্চল কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৪৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়। মনসুর আলমকে সম্পাদক ও কাইমুল হককে সভাপতি করা হয়েছে।

বধূ নির্যাতন

শামুকতলা, ৭ সেপ্টেম্বর : শামুকতলা থানার পশ্চিম বলিসামারি গ্রামে মারধর করে শ্বশুরবাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় এক বধূকে। নির্যাতিতার নাম অনীতা দাস। গত শুক্রবার স্বামী, শাশুড়ি ও ননদ মিলে তাঁকে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের করে দেন। শনিবার রাতে শামুকতলা থানায় অভিযোগ করেন তিনি।

মদের টাকা না দেওয়ায় বাবাকে খুন ছেলের

রায়গঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : জীবনের দাম মাত্র ২০ টাকা! নাহলে কী আর ছেলের মদ্যপানের দাবি পূরণ করতে না চাওয়ায় বাবাকে খুন হতে হয়! মদের জন্য ২০ টাকা না দেওয়ায় ছেলের হাতে বাবার খুনের ঘটনাটি ঘটেছে রায়গঞ্জ শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপাড়ায়। স্বামীর মৃত্যুর জন্য ছেলের কঠোর শাস্তি দাবি করে পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মৃত কৃষ্ণ দাসের (৪৮) স্ত্রী ফুলেশ্বরী দাস। যথারীতি পুলিশ খুনের মামলা রুজু করেছে। তবে ঘটনার পর পালিয়ে যাওয়া দিলীপের খোঁজ পায়নি। রায়গঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার মহম্মদ সানা আক্তার বলেন, 'খুনের অভিযোগ দায়ের করে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।'

মদ্যপানের জন্য বাবাকে ২০ টাকা দিতে হবে, শনিবার রাতে এমনই দাবি করেছিলেন দিলীপ। ছেলের মদ্যপানের জন্য যে তিনি এক টাকাও দেবেন না, তা সাফ জানিয়ে দেন পেশায় একটি সংস্থার নৈশপ্রহরী কৃষ্ণ দাস। অভিযোগ, টাকা না পেয়ে পেশায় টাইলস মিস্ত্রি দিলীপ সেসময়ই ঘরে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে বাবার মাথায় আঘাত করেন। বেশ কয়েকবার আঘাত করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। বাড়ির লোকজন এবং পড়শিরা রক্তাক্ত কৃষ্ণকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান। রবিবার সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ সার্জিক্যাল বিভাগে মারা যান কৃষ্ণ। ময়নাতদন্তের পর এদিন বিকেলে পরিবারের হাতে দেহটি তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায়দিনই নেশার জন্য বাবার কাছে টাকা দাবি করত ছেলে দিলীপ। যাকে কেন্দ্র করে মাঝেমধ্যেই ছেলে ও বাবার মধ্যে গণ্ডগোল হত। কৃষ্ণের ছোট ছেলে সঞ্জীব দাস বলেন, 'রাতে বাড়িতে ঢুকে বাবার কাছে মদ খাওয়ার জন্য কুড়ি টাকা চায় দাদা। সেই টাকা না পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে বাবাকে।'

শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে জোরকদমে প্রতিমা তৈরি। রবিবার সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

অনুপ্রবেশকারীদের মসিহা সেই চিকিৎসক

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর : যিনি পরিচয়পত্র বানিয়ে দিচ্ছেন, তিনিই আবার টাকার বিনিময়ে থাকার জায়গার বন্দোবস্তও করছেন। বাংলাদেশ থেকে কোনও নাগরিক অবৈধভাবে আলিপুরদুয়ারে এলেই তাই খোঁজ পড়ে জটেশ্বরের ওই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের। গত দশ বছরে অনুপ্রবেশকারীদের দালাল হিসেবে কাজ করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন সেই হোমিওপ্যাথি ওষুধের দোকানের মালিক তথা চিকিৎসক।

ফালাকাটা ব্লকজুড়ে বাংলাদেশিদের আনাগোনা এবং তাঁদের জাল নথি বানিয়ে দেওয়ার চক্র বর্তমানে ব্যাপক সক্রিয়। বিষয়টি পুলিশ-প্রশাসনের মাথাব্যথার কারণও হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জটেশ্বরের এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক কিন্তু পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ, আজ অবধি তাঁর নামে কোনও থানায় কোনও লিখিত অভিযোগই হয়নি। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় জমির দাম নাকি হু হু করে বাড়ছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দৌলতেই। বিশেষ করে জলার ধারের জমি, যেসব একটা সময় কেউ কিনতেই না, সেসবই এখন কিনে বসতি গড়ছেন বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা। তবে জমি তো আর চাইলেই কেনা যায় না। তারজন্য টাকার জোর যেমন লাগে, তেমনই লাগে নথিপত্রও। আর এই সুযোগেই কারবার ফেঁদে বসেছেন সেই চিকিৎসক। জমির দালালি, সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের আঙুলও ফুলে কলা গাছ। এলাকায় খোঁজখবর নিতেই সামনে এল এমন অনেক কাহিনী।

জটেশ্বরের আশুতোষপল্লি এলাকার এক স্থানীয় বাসিন্দা টাকার প্রয়োজনে জমি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছে সেই জমি বিক্রির প্রাথমিক কথাবার্তা হয়। দাম ধরা হয় ৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু রাতারাতি অনেক বেশি টাকার টোপ দিয়ে সেই জমি কিনে নেন সেই চিকিৎসক। নিজের জন্য নয় কিন্তু। স্থানীয়রা তো অনেক পরে বুঝতে পারেন, যখন মাসখানেক বাদে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জ জেলার এক বাসিন্দা সেই জমির দখল নিতে আসেন। স্থানীয়রা সেই ব্যক্তিকে চেপে ধরেন। তখন সেই বাংলাদেশি জানান যে, সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কাছ থেকে তিনি জমি কিনেছেন। টাকার অঙ্কটা কেনা দামের প্রায় দ্বিগুণ।

জটেশ্বরের বসবাসকারী জামাইবাবুর দাদাকে বাবা হিসেবে পরিচয় দিয়ে ভুয়ো নথি বানিয়ে নিয়েছেন বাংলাদেশ থেকে আসা এক ব্যক্তি। তিনি বাড়ি বানাবার জন্য জমির খোঁজ করছিলেন। সহায় হয়ে দাঁড়ান সেই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। সেইসঙ্গে ভুয়ো নথি, জটেশ্বরে আসা অনুপ্রবেশকারীদের কাছে তিনিই মুশকিল আসান। আর এই কারবার চালানোর ফলে গত দশ বছরে এলাকায় অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যেমন হু হু করে বেড়েছে, তেমনই

ফলাও কারবার

- এলাকার কেউ জমি বিক্রি করতে চাইলে খবর চলে যায় তাঁর কাছে
- সেই জমি বাকিদের থেকে বেশি টাকায় কিনে নেন
- পরে সেই জমি বাংলাদেশিদের কাছে বিক্রি করেন আরও চড়া দামে
- জমি কিনতে প্রয়োজনীয় নথির জোগানদারও তিনি

দেবী চৌধুরানি মন্দিরের বাঘ কোথায়

ভস্মীভূত হওয়ার আগে মন্দিরে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক সহ ১৬টি বিগ্রহের পুজো হত। পূজিত হত ছয়টি বাঘও। বাঘগুলির স্থান ছিল মন্দিরের দোরগোড়ায় সিঁড়িতে। বিগ্রহগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও, অদ্ভুতভাবে সেই ছয়টি বাঘের খোঁজ মেলেনি।

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৭ সেপ্টেম্বর : বাঘ বিতর্ক দেবী চৌধুরানি মন্দিরে। এবং তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্দির সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধনের পরেই। বুধবার জলপাইগুড়ির প্রশাসনিক সভা থেকে ভার্চুয়ালি দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধনের আগে মন্দিরে বাঘের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি যেমন উঠেছে, তেমনই অসম্পূর্ণ বিগ্রহে এখানে পুজো চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সরকারি উদাসীনতায় প্রশ্ন উঠছে ঐতিহাসিক মন্দিরে পরম্পরা এবং প্রথা নিয়ে।

ধর্মীয় পর্যটনে নজর দিয়ে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির সৌন্দর্যায়নে জোর দেয় রাজ্য সরকার। গজলডোবা উন্নয়ন পর্ষদের বরাদ্দ অর্থে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী মন্দির। সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে পর্যটকদের জন্য বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মন্দিরের দেওয়ালে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে দেবী চৌধুরানির ইতিহাস। পুরোনো মন্দিরের পুড়ে যাওয়া সমস্ত জিনিসপত্র স্মৃতিসৌধ করে রাখা হয়েছে, যাতে দেবী চৌধুরানি এবং মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারেন পর্যটকরা। যথারীতি প্রত্যেকদিনই নিয়ম ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানি ও মন্দিরের পাশে মা কালীর পুজো হচ্ছে। তবে ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরের পরম্পরা এবং নিয়ম মানা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ভস্মীভূত হওয়ার আগে মন্দিরে দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠক সহ ১৬টি বিগ্রহের পুজো হত। পূজিত হত ছয়টি বাঘও। বাঘগুলির স্থান ছিল মন্দিরের দোরগোড়ায় সিঁড়িতে। নতুনভাবে মন্দির তৈরি হওয়ার পর বিগ্রহগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলেও, অদ্ভুতভাবে সেই ছয়টি বাঘের খোঁজ মেলেনি। কোথায় রয়েছে সেই ছয়টি বাঘের বিগ্রহ, তা কেউ বলতে পারছেন না। এমনকি বিষয়টি অজানা মন্দির কমিটির কাছেও। বরং ভার্চুয়ালি দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মন্দির সৌন্দর্যায়নের উদ্বোধনের আগে বাঘবিগ্রহগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে মন্দির কমিটি। মন্দিরের পুরোহিত কমল রায় বলেন, 'সমস্ত মন্দির রক্ষার জন্য ছিল ছয়টি বাঘ। কিন্তু এখন বাঘগুলি নেই। সম্পূর্ণ বিগ্রহ ছাড়া অর্ধ বিগ্রহ দিয়ে এইভাবে পুজো হয় না।' মন্দিরের কেয়ারটেকার ভোলা ওরাওঁ বলেন, 'মন্দির সম্পর্কে জানা পর্যটকরা বাঘের কথা জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর দিতে পারি না। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের আগে ছ'টি বাঘের পুনঃস্থাপন।'

রবিবার মেয়েকে মন্দির দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন ঝুলন দাস। তাঁর বক্তব্য, 'মন্দির পুড়ে যাওয়ার আগেও এসেছিলাম, তখন সিঁড়ির দুই দিকে তিনটি করে শ্বেতপাথরের বাঘ ছিল। কিন্তু এখন বাঘের দেখা পাচ্ছি না। বাঘগুলির হদিস দিতে পারছেন না কেউই। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্বোধনের আগে বাঘগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে ভালো লাগবে।'

> সমগ্র মন্দির রক্ষার জন্য ছিল ছয়টি বাঘ। কিন্তু এখন বাঘগুলি নেই। সম্পূর্ণ বিগ্রহ ছাড়া অর্ধবিগ্রহ দিয়ে এইভাবে পুজো হয় না।
> **কমল রায়**
> মন্দিরের পুরোহিত

অসম্পূর্ণ বিগ্রহে পুজো হচ্ছে দেবী চৌধুরানি মন্দিরে।

পুলিশি তলব

আন্দোলনকারী তিন চিকিৎসক আসফাকুল্লা নাইয়া, দেবাশিস হালদার ও অর্ণব মুখোপাধ্যায়কে তলব করল পুলিশ। ৯ ও ১১ সেপ্টেম্বর হেয়ার স্ট্রিট থানায় ডাকা হয়েছে।

দোষী সাব্যস্ত

প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে ঠাঁই হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের যৌনপল্লীতে। পরে তরুণীকে উদ্ধার করে পুলিশ। ২০১৭ সালের এই ঘটনায় আদালতে অভিযুক্তরা দোষী সাব্যস্ত হলেন।

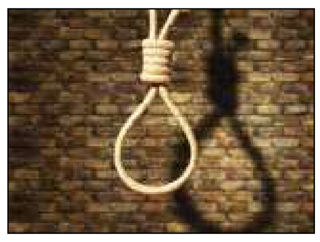

মৃত অধ্যাপিকা

বাঁশদ্রোণীতে উদ্ধার এক অধ্যাপিকার ঝুলন্ত দেহ। এক পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি। পুরুষ বন্ধুটিকে ভিডিওবার্তা পাঠানোর পর তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আন্দোলন

ভিন রাজ্যে বাঙালি হেনস্তার প্রতিবাদে ধর্মতলায় তৃণমূলপন্থী চিকিৎসক সংগঠন প্রোগ্রেসিভ হেল্থ অ্যাসোসিয়েশন বিক্ষোভ দেখায়। রাজ্যের প্রতি জেলা থেকে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা যোগ দেন।

দুর্নীতি কাঁটা সত্ত্বেও নির্বিঘ্নে এসএসসি

যোগ্য-অযোগ্য তর্জায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না পরীক্ষার্থীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রশ্নপত্র যথেষ্ট সহজ, একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন অধিকাংশ পরীক্ষার্থী। ওএমআর শিটের কার্বন কপি ও প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে কলকাতার ৪১টি কেন্দ্র থেকে স্বস্তি নিয়েই বেরিয়ে এলেন তাঁরা। তবে স্বচ্ছতা নিয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) ও রাজ্যের ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রাখতে পারলেন না অনেকেই। পাল্টা প্রশ্ন তুললেন, 'যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির প্রাক্তন কর্তারা জেলে, সেই রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখব কীভাবে?' নতুন পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা, পুরোনো পরীক্ষার্থীরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর বেশি পেলে কীভাবে নবাগতদের সুযোগ হবে? পুরোনো পরীক্ষার্থীদের দুশ্চিন্তা, ছয়-সাত বছর চাকরির পর কীভাবে নতুনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার দৌড়ে শামিল হওয়া সম্ভব? দীর্ঘ জট কাটিয়ে রবিবার নবম-দশমের পরীক্ষা দেওয়ার পরেও দিনের শেষে অস্বস্তি পিছু ছাড়ল না পরীক্ষার্থীদের।

প্রশ্ন থেকেই গেল, 'যোগ্য'-'অযোগ্য' তর্জা শেষ হলেও নতুন পরীক্ষার ফলাফল কি দুর্নীতির শিকার হবে না? ফের যদি প্যানেল বাতিলের মতো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কী হবে?

রাজ্য সরকারের গাফিলতি নিয়ে বিজেপি, বাম সহ অন্যান্য বিরোধী দলের দীর্ঘ সমালোচনার পালের হাওয়া কিছুটা এদিন কেড়ে নিলেন ভিন রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা। উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান সহ একাধিক রাজ্যের পরীক্ষার্থীরা এদিন এই রাজ্যের পরীক্ষার্থীদের সঙ্গেই পরীক্ষায় বসলেন। রাজ্যজুড়ে চাকরিহারাদের একাংশের দাবি, আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে নিজেদের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেই পরীক্ষায় বসতে হল তাঁদের। দক্ষিণ দিনাজপুরের ঠ্যাঙাপাড়া হাইস্কুলের শিক্ষক রাকেশ আলমকে তাঁর নিজের স্কুলেই পরীক্ষা দিতে হল। আরেক আন্দোলনের মুখ মেহবুব মণ্ডল পরীক্ষা দিলেন সোনারপুর বিদ্যাপীঠে, যেখানে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি কিছুদিন আগেও পরীক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। শিবপুরের একটি হিন্দিমাধ্যম স্কুলের শিক্ষক মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে আক্ষেপের সুরে বললেন, 'নিজের ছাত্রীদের সঙ্গে পরীক্ষা দিলাম। শুধু আক্ষেপ নয়, রাগও হচ্ছে।'

নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন কলকাতায় আবেদনকারীদের মধ্যে ৭২ শতাংশ পরীক্ষা দিয়েছেন। রাজ্যে উপস্থিতির হার গড়ে ৯০ শতাংশ। নির্বিঘ্নে ৬৩৬টি কেন্দ্রে পরীক্ষা মিটেছে। বেলঘরিয়ার ভৈরব গাঙ্গুলি কলেজের ভিতর পরীক্ষা চলাকালীন শিবাশিস দাস নামক এক অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। পরীক্ষার শেষে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু প্রতিটি সরকারি আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে সমাজমাধ্যমে আশ্বাস দিয়েছেন, 'আগামী রবিবারের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখতে সাহায্য করবেন প্রশাসনিক কর্তারা।' স্বচ্ছতা নিয়ে রাজ্য সরকার স্বস্তি পেলেও 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষক সুমন বিশ্বাসের অভিযোগ, 'এই পরীক্ষাতে অযোগ্যরা রয়েছে। তাই এটি নিয়ে মামলা হবে। আমরা এক রাতে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছি। কারণ জানি, এই পরীক্ষাও বাতিলের সম্ভাবনা রয়েছে।' পরীক্ষার হলে প্রতিবাদের সুরে কেউ পরলেন কালো জামা, কারোর আবার জামায় লেখা 'হোক প্রতিবাদ'। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ, জয়পুরিয়া কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, আশুতোষ কলেজ সহ কেন্দ্রগুলির বাইরে দেখা গেল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন পরীক্ষার্থীদের আত্মীয়রা। ডায়মন্ড হারবার ভারত সেবাশ্রম প্রণব বিদ্যাপীঠের সামনে নিজের একরত্তি সন্তানকে কোলে নিয়ে পরীক্ষার্থী মা মাসুদা খাতুন জানালেন, 'জীবনের স্বপ্ন শিক্ষিকা হওয়া। তিনদিন আগে আমার সন্তান হয়েছে। ওর মুখ চেয়ে পরীক্ষায় বসছি।' কেন্দ্রগুলির বাইরে দেখা গেল, কোথাও পরীক্ষার্থীর সন্তান কোলে নিয়ে অপেক্ষারত বাবা, আবার কোথাও কোলের সন্তানকে দুধ খাওয়াচ্ছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। সকলের চোখে আশা। দৃষ্টিহীন চাকরিহারা শিক্ষিকা তুহিনা পারভিন মণ্ডলের বক্তব্য, 'দুটি চোখে দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও গত দু'মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি এবারে চাকরিটা পাব।' যাদবপুর বিদ্যাপীঠ 'অযোগ্য'দের তালিকা ঝুলিয়ে দিয়েছিল কেন্দ্রের বাইরে। উদ্দেশ্য, 'দাগি'দের পরীক্ষায় কোনওভাবেই বসতে না দেওয়া।

লিখিত পরীক্ষা নির্বিঘ্নে মিটলেও ইন্টারভিউ রাউন্ডে দুর্নীতির আশঙ্কায় দোলাচলে পরীক্ষার্থীরা। সঠিক মূল্যায়ন হলে পাশ করা সহজ, মেনে নিয়েছেন অধিকাংশই। আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, 'এসএসসি দুর্নীতি রক্ষার চেষ্টা করছে। অযোগ্য তালিকা অসম্পূর্ণ। যদি ওই তালিকায় থাকা দাগিরা পরীক্ষায় বসেন, তাহলে ফের পরীক্ষা বাতিল হবে। দায় এসএসসির।'

> যে রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও এসএসসির প্রাক্তন কর্তারা জেলে, সেই রাজ্যের পরীক্ষা ব্যবস্থার ওপর ভরসা রাখব কীভাবে?
>
> -পরীক্ষার্থী

> দুটি চোখে দেখতে না পাওয়া সত্ত্বেও গত দু'মাস ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি এবারে চাকরিটা পাব।
>
> -পরীক্ষার্থী

> আগামী রবিবারের একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষাকে স্বচ্ছ রাখতে সাহায্য করবেন প্রশাসনিক কর্তারা।
>
> -ব্রাত্য বসু, শিক্ষামন্ত্রী

'অযোগ্য'দের জন্য পথ খুঁজছে নবান্ন

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের গ্রুপ-'সি' ক্যাটিগোরিতে শূন্যপদের সংখ্যার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান জোগাড়ে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে নবান্নে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জরুরি নির্দেশে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সরকারি দপ্তরের প্রধানদের নির্দেশ দিয়েছেন শূন্যপদের সুনির্দিষ্ট তথ্য পাঠানোর জন্য। নবান্ন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অযোগ্য শিক্ষকদের সরকারে গ্রুপ-'সি' পদে চাকরির সুযোগ করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

এ বিষয়ে সরকারি স্তরে আইনি পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে বলে তিনি জানান। তারপরেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই তৎপরতা বলে মনে করা হচ্ছে। স্কুল সার্ভিস কমিশন সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, দাগি অযোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা ১৮০৬। এই অযোগ্যদের শিক্ষক পদে ফেরানোর কোনও সুযোগই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নেই। সম্ভবত সেটা মাথায় রেখেই তাঁদের গ্রুপ-'সি'তে চাকরি দেওয়ার সুযোগ করে দিতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী।

সিমেস্টারে আজ প্রথম উচ্চমাধ্যমিক

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আজ থেকে শুরু উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম ধাপের পরীক্ষা। প্রথমবারের জন্য সিমেস্টার ব্যবস্থার পরীক্ষা নিয়ে শুধু পড়ুয়ারাই নন, উদ্বিগ্ন স্কুল শিক্ষকরাও। বিদ্যালয় প্রধানদের আশা, বারবার মক টেস্টের ফলে কিছুটা প্রস্তুত পরীক্ষার্থীরা। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে সিসিটিভির ঘেরাটোপে নিয়ে আসার পাশাপাশি প্রশ্নপত্রে 'বিশেষ' ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কলকাতা সহ অন্যান্য জেলার অধিকাংশ স্কুলে রবিবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা হয়েছে। আবার সোমবার সেই স্কুলগুলিই উচ্চমাধ্যমিকের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কেন্দ্র। পরপর দু'দিনের দুই পরীক্ষাকে নিরাপদভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি প্রধান শিক্ষকরা।

রবিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক পার্থপ্রতিম বৈদ্য বলেন, 'একটি দল এসএসসি পরীক্ষাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছে। আর একটি দল থানায় গিয়ে উচ্চমাধ্যমিকের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ও প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে এনেছে। আমরা সবরকমভাবে তৃতীয় সিমেস্টারের জন্য প্রস্তুত।' যাদবপুর বিদ্যাপীঠের প্রধান কেন্দ্রে আজ ৩৫৫ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসবেন। বাকি ৬টি উপকেন্দ্র মিলিয়ে ১৩০০ জনের বেশি পরীক্ষা দেবেন। দুটি পরীক্ষা পরিচালনা করতে কতটা সমস্যার সম্মুখীন হতে হল? হরিনাভি ডি.ভি.এ.এস. হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিক্রমজিৎ মণ্ডলের উদ্বেগের সুরে উত্তর, 'সোনারপুর এলাকায় কয়েকটি কেন্দ্রে উচ্চমাধ্যমিকের প্রশ্ন এদিন দুপুর পর্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি। আমরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলাম। দুপুর ২টোর সময় এসএসসির উত্তরপত্র ছাড়ার পর দুপুর আড়াইটে নাগাদ থানায় গিয়ে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করলাম।'

মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার। সম্পূর্ণ পরীক্ষা হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে ওএমআর শিটের মাধ্যমে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৪৫ জন পড়ুয়া পিছু ৩ জন করে পরিদর্শক উপস্থিত থাকবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে ক্যালকুলেটর নিয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি নিয়ে পার্থপ্রতিম ও বিক্রমজিৎ সহ অন্যান্য স্কুল প্রধানও একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, প্রথমবার সিমেস্টার ব্যবস্থার পরীক্ষা এমসিকিউ নির্ভর হওয়ায় ভালোই নম্বর আশা করা যায়।

সিএএ-র আবেদনে আগ্রহ নেই মানছে পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : পর্যাপ্ত নথির অভাবে আগবাড়িয়ে সিএএ-র জন্য আবেদন করতে চাইছে না বাংলাদেশ সহ প্রতিবেশী দেশ থেকে এরাজ্যে আসা হিন্দু সহ অমুসলিমরা। মহারাষ্ট্রের পুনেতে স্থানীয় প্রশাসনের হাতে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে গ্রেপ্তার হওয়া আরুষ অধিকারী ও তাঁর সঙ্গীদের ঘটনায় এমনটাই দাবি এই রাজ্যের তথাকথিত উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের। পর্যাপ্ত নথির সমস্যার কথা মানছে বিজেপিও। তবু বিজেপির দাবি, সিএএ-র জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে।

২ জুলাই মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে আরুষ অধিকারী ও তাঁর সঙ্গীদের বাংলাদেশি বলে গ্রেপ্তার করে স্থানীয় প্রশাসন। গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁরা বিজেপির সাংসদ ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের সারা ভারত মতুয়া মহাসংঘের সদস্যের প্রমাণপত্র দাখিল করার পরেও মুক্তি মেলেনি। শেষপর্যন্ত শান্তনুর হস্তক্ষেপে তাঁরা সিএএ-র জন্য আবেদন করেন। তাই জেলযাত্রা স্থগিত হয়েছে। রাজ্যের মতুয়াদের উদ্দেশে শান্তনুর বার্তা, 'নাগরিকত্বের আবেদনে কোনও ভয়-ভীতি নেই। বিরোধীদের অপপ্রচারে কান না দিয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে পাকাপাকি করতে সিএএ-তে আবেদন করুন, সুরক্ষিত থাকুন।'

তবু রাজ্য সহ গোটা দেশেই সিএএ-র আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়ছিল না। উদ্বেগ বাড়ছিল মতুয়া সহ ওপার বাংলা থেকে আসা হিন্দুদের মনে। তার জন্য মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় কিছু নেতাকে নিয়ে অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শান্তনু ঠাকুর। শা আশ্বাস দিয়েছিলেন। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা, বনগাঁ, দিনাজপুরের মতো সীমান্তবর্তী এলাকায় সিএএ শিবির খুলেছিল বিজেপি। তাদের দাবি, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া এই দুই জেলায় শিবিরগুলি থেকে প্রথমে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আবেদন করার পর নাগরিকত্বের শংসাপত্র পেতে নানা জটিলতায় আবেদনকারীর সংখ্যা কমছে।

সিএএ-র জন্য মূলত দু-ধরনের নথি এবং তিনটি হলফনামা দিতে হয়। প্রথম এবং প্রধান নথিটি হল বাংলাদেশে থাকার সরকারি প্রমাণপত্র। অর্থাৎ সেখানকার জমি, বাড়ি, দলিল, জন্মের শংসাপত্র, স্কুল-কলেজের শংসাপত্র ইত্যাদি। দ্বিতীয় হল, নির্দিষ্ট সময়ের আগে উপযুক্ত প্রমাণ। বাগদার বিজেপি শিবির পরিচালনার দায়িত্বে থাকা এক নেতার মতে, অধিকাংশ মানুষই যাঁরা ওপার বাংলা থেকে এদেশে এসেছিলেন, তাঁরা সঙ্গে করে সেই দুঃসময়ে কোনও নথিই আনতে পারেননি। আর বর্তমান বাংলাদেশ সরকার সেই নথি পাওয়ার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা করছে না। প্রাথমিকভাবে আবেদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে থাকার এই প্রমাণপত্র জমা না দিলেও শুনানির সময় তা অবশ্যই দাখিল করতে হয়। তা দাখিল করতে না পারলে তাঁর নাগরিকত্বের আবেদন খারিজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। আবেদনপত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ওই ব্যক্তিকে যে প্রকৃতই ধর্মীয় নির্যাতনের কারণে এই রাজ্যে আসতে হয়েছে, তার সপক্ষে প্রমাণ দাখিল করতে হবে। এই প্রমাণ খবরের কাগজের তথ্যসূত্র, সরকারিভাবে দেওয়া কোনও স্বীকারোক্তির মাধ্যমে করতে হবে। যা জোগাড় করা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। বিজেপির সিএএ শিবিরের একটি পরিসংখ্যানই বলছে, বাগদার শিবির থেকে গত দু-মাসে প্রায় ৭০০ জনের মতো আবেদন করলেও এই পর্যন্ত ৭ থেকে ৮ জন সিএএ-র মাধ্যমে নাগরিকত্বের শংসাপত্র হাতে পেয়েছেন।

অনুপ্রবেশ নিয়ে শুভেন্দুর তোপ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : শুধু অনুপ্রবেশকারীদের তাড়ালে হবে না, তাড়াতে হবে মমতা আর তাঁর ভাইপোকেও। মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর। রবিবার তমলুকের ডিমারি স্কুলমাঠ থেকে কাকটিয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার রাস্তায় মিছিল করেন শুভেন্দু। 'নো এসআইআর, নো ইলেকশন' এই দাবিতে প্রচার শুরু করেছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআর হলে অনুপ্রবেশকারীদের নাম বাদ যাবে। ভোটার তালিকা সংশোধনে বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে এসআইআরে বাদ যাওয়া অনুপ্রবেশকারীদের কাঁটাতারের ওপারে পাঠিয়ে দেব।'

কনস্টেবল নিয়োগে সুযোগ সিভিকদেরও

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : এ বছর থেকে প্রথমবার সিভিক ভলান্টিয়ার, ভিলেজ পুলিশ ও অন্যান্য সহযোগী পুলিশকর্মী কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে পারবেন। আগে নিয়মানুযায়ী সরাসরি কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারতেন না তাঁরা। তবে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের কথা ভেবে নবান্নের তরফে নতুন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী নিয়োগের সুযোগ না থাকা নিয়ে তাঁদের মধ্যে হতাশা ছিল। এই ক্ষোভ মেটাতে ও স্থায়ী চাকরির সুযোগ করে দিতে পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির প্রস্তাব মেনে নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিধানসভা নির্বাচনের আগে সরকারের এই পদক্ষেপ ইতিবাচক বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। তার আগে রাজ্যে কর্মসংস্থান করতে চাইছে রাজ্য। সম্প্রতি পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটির কর্তারা এই প্রস্তাব রেখেছেন। সিভিক ও অন্যান্য সহযোগী কর্মীর জন্য আলাদা কোটা নির্দিষ্ট করা ও বয়সসীমায় ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখা হয়। সেই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হয়েছে। এতে সহযোগী পুলিশকর্মীদের জন্য কনস্টেবল নিয়োগে ১৫ শতাংশ কোটা ও সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা ৩৫ বছর রাখা হয়েছে। এর ফলে বহুদিন ধরে চাকরি করা সিভিক বা ভিলেজ পুলিশরা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন। নভেম্বর মাস থেকেই এই নিয়োগের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। অন্তত ৫ হাজার সহযোগী কর্মী এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন। এদের কথা ভেবে অনলাইন প্রশিক্ষণ চালু করার জন্য উদ্যোগী হয়েছে পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি। তারা বেশিরভাগ সময় থানার কাজ, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তা ডিউটিতে ব্যস্ত থাকেন। তাই অবসর সময়ে বাড়িতে বসে যাতে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া যায়, তাই অনলাইন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মা দুর্গার গয়না তৈরি। রবিবার নদিয়ায়।

বার্থ-ডে পার্টির নাম করে গণধর্ষণ তরুণীকে

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : খাস কলকাতায় ফের গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। জন্মদিনের পার্টিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক তরুণীকে গণধর্ষণ করলেন তাঁরই দুই বন্ধু। এবার ঘটনাস্থল রিজেন্ট কলোনি এলাকা। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও অভিযুক্তদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তাঁরা পলাতক। জানা গিয়েছে ঘটনাটি শুক্রবার রাতে ঘটেছে। ওই তরুণীকে জন্মদিন সেলিব্রেশনের কথা বলে রিজেন্ট কলোনির একটি বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানেই তাঁর সঙ্গে এই অপরাধ ঘটানো হয়।

আরজি কর, সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের পর এবার রিজেন্ট কলোনিতে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। তরুণীর অভিযোগ, শুক্রবার রাত ১০.৪৫ নাগাদ তাঁর বন্ধু চন্দন মল্লিক তাঁকে জোর করে জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার কথা বলেন। তাঁকে মালঞ্চ এলাকায় দেবাংশু বিশ্বাস ওরফে দীপ নামে এক তরুণের ভাড়া বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেকে আসবে বলা হলেও কেউ আসেননি। ওই দুই তরুণ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না দেখেই তরুণীর সন্দেহ হয়। নির্যাতিতার দাবি, ওই ভাড়া বাড়িতেই তাঁকে ধর্ষণ করেন ওই দুই তরুণ। তাঁকে মারধরও করা হয়। পরেরদিন অর্থাৎ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টায় নির্যাতিতা দীপের বাড়ি থেকে কোনওরকমে পালিয়ে আসেন। নির্যাতিতার বন্ধু চন্দনের পরিচিত ছিলেন দীপ। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন সরকারি চাকরিরত। অপরজন একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত। ২০ বছরের নির্যাতিতা কলেজে পড়ার পাশাপাশি একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করেন। শনিবার ওই তরুণী হরিদেবপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তদন্তকারীদের ধারণা, অভিযুক্তরা রীতিমতো পরিকল্পনামাফিক এই কাজ করেছেন।

নিশ্চুপ কংগ্রেস, ঘর গোছাচ্ছে সিপিএম

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সাড়া মিলছে না প্রদেশ কংগ্রেসের। এমনকি আগ্রহী নয় বামফ্রন্টের শরিকরাও। অথচ বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে আপাতত নিজেদের মতো করে ঘর গুছিয়ে এগোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিএম। ইতিমধ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ঘোষণা করেছেন, ২৯৪টি আসনে প্রার্থী দিয়ে লড়াই করবেন তাঁরা। তার পরও কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিল আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। কিন্তু সদর্থক কোনও বার্তা না মেলায় আপাতত কংগ্রেস নিয়ে নিশ্চুপ সিপিএম। অক্টোবর মাসে ফের দলের রাজ্য কমিটির বৈঠক। তখনই বিষয়টি নতুন করে উত্থাপন করা হবে.

অধীররঞ্জন চৌধুরী প্রদেশ সভাপতি থাকাকালীন সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছিল বিধান ভবনের। যদিও কংগ্রেসের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মতের বাইরে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে দলের অন্দরে ক্ষোভ রয়েছে। শুধু প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব নয়, সিপিএমেও জেলার কর্মী-সমর্থকরা বিষয়টি ভালোভাবে মেনে নেননি। সম্প্রতি রাজ্য কমিটির বৈঠকেও বামপ্রার্থীরা কখনই কংগ্রেসের ভোট পায় না বলে ক্ষোভপ্রকাশ করে উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলার নেতৃত্ব শীর্ষ নেতাদের কাছে বলেছেন। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বও একলা চলার পক্ষে। তাই নিজেদের মতো করে এগোতে চাইছে সিপিএম। জানা গিয়েছে, শরিকদের সঙ্গে শীঘ্রই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে। বামফ্রন্ট শরিক ফরোয়ার্ড ব্লক, আরএসপিও কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার ক্ষেত্রে নারাজ। এদিন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'কংগ্রেসের সঙ্গে এখনই আমরা কথাবার্তা চালাচ্ছি না। ওদের তরফেও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি। আগে রাজ্য কমিটির বৈঠক হোক, তারপর বামফ্রন্টের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে।'

সিপি'র সভা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজোর আর মাত্র ২১ দিন বাকি। তাই পুজোয় নিরাপত্তার স্বার্থে বুধবার ১০ সেপ্টেম্বর বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। ইতিমধ্যেই কলকাতার সমস্ত থানার ওসির কাছে বৈঠক সংক্রান্ত নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে। বাছাই করা বিশেষ কয়েকটি পুজো কমিটিকে বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। সন্ধে ৬টায় আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে বড়সড়ো বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

শহরের ১০টি পুলিশ ডিভিশনের অন্তর্গত নির্বাচিত বড় পুজো কমিটিগুলি থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৫০০ জন থাকতে পারবেন। এছাড়াও কলকাতা পুরসভার আধিকারিক, সিইএসসি, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ প্রমুখরা থাকবেন।

ট্রাম্পের শুল্কনীতিতে বিরাট ধাক্কা কলকাতার চর্মনগরীতে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : ট্রাম্পের শুল্কনীতির ধাক্কায় কলকাতার বানতলার চর্মনগরী বড় সংকটে পড়েছে। এই চর্মনগরীর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভর করে সাতটি বিধানসভা এলাকার লোকজন। সাড়ে চার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই শিল্পনগরীতে ৫৩৮টি জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্পের ট্যানারি রয়েছে। কয়েকটি সংস্থা জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্প দুটোই তৈরি করে। কয়েক হাজার শ্রমিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দৈনিক ৫৫০ টাকা থেকে ৭০০ টাকা রোজগার করেন। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া শুল্কনীতি ঘোষণার পর আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন এই এলাকার শ্রমিকরা। ইতিমধ্যেই তার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলে আয় কমতে শুরু করেছে শ্রমিকদের। আগামী দিনে তা আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে বলেই মনে করছেন শিল্পোদ্যোগীরা।

রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা বলেছেন, 'এটা দুটি দেশের ব্যাপার। এখানে রাজ্য সরকারের কিছু করার নেই। তবে রপ্তানি ধাক্কা খেলে এই এলাকার শ্রমিকরা সমস্যায় পড়বেন। বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প কিছু ভাবা উচিত।'

ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের লেদার ডিভিশনের চেয়ারম্যান নরেশ জুনেজা বলেন, 'হঠাৎ করে রপ্তানি শুল্ক বেড়ে যাওয়ায় বাজারে প্রভাব পড়েছে। মূলত হাতব্যাগ, জুতো এবং অন্যান্য চর্মশিল্প আমেরিকার বাজারে দামি হয়ে পড়েছে। ফলে ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া আমাদের মূল প্রতিযোগী। সেই জায়গায় কলকাতার শিল্পে প্রভাব পড়েছে। আগামী দিনে কর্মহীনতার আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে।' নরেশ জুনেজা বলেন, 'শিল্প সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই সরকারের কাছে একাধিক দাবি জানিয়েছে। মূলত সহজে ঋণ এবং অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেলে শিল্পগুলি বাঁচানো যাবে।' এই এলাকায় কাজ করা ট্যানারির এক কর্ণধার সুকান্ত নস্কর বলেছেন, 'এই এলাকার সাতটি বিধানসভার লোকজন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চর্মশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। চর্মশিল্প একের পর এক ধাক্কা খাচ্ছে। কোভিড পরবর্তী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বাজার মন্দা গিয়েছিল। এরপর ট্রাম্পের শুল্কনীতি বড় ধাক্কা দিয়েছে।'

প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কাঁচামাল নিয়ে শতাধিক লরি এশিয়ার এই বৃহত্তম চর্মনগরীতে এসে পৌঁছোত। কিন্তু এখন উৎপাদন কমে যাওয়ায় কাঁচামালের প্রয়োজনও কমে গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত ৭ অগাস্ট ভারতীয় পণ্যের ওপরে ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন। বারণ সত্ত্বেও ভারত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জরিমানা বাবদ ফের ২৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন ট্রাম্প। যেখানে ভিয়েতনামের জন্য ২০ শতাংশ, চিনের জন্য ৩০ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জন্য ৩৫ শতাংশ শুল্ক ধার্য রয়েছে, সেখানে ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক ধার্য হওয়ায় আমেরিকায় ভারতীয় পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছে। ভারত প্রতি বছর প্রায় ৮৭০ কোটি টাকার চর্মজাত পণ্য রপ্তানি করত। যা ভারত-মার্কিন বাণিজ্যের ৭৫ শতাংশ। এই বাণিজ্য অনেকটাই ধাক্কা খাবে বলে মনে করছেন শিল্পপতিরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১১২ সংখ্যা, সোমবার, ২২ ভাদ্র ১৪৩২

অগ্নিপরীক্ষা সব অর্থেই

স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) বহু প্রতীক্ষিত দু'দফায় ৩৫ হাজারেরও বেশি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার প্রথম পর্ব মোটামুটি নির্বিঘ্নে হয়ে গেল। দ্বিতীয় দফার পরীক্ষা পরের সপ্তাহে। প্রথম দফায় হল নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। পরের দফায় একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির জন্য শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। শুধু কমিশনের নয়, এটা রাজ্য সরকার এবং শাসকদলেরও অগ্নিপরীক্ষা। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেল বাতিল ঘোষণার পিছনে দুর্নীতির দায় যে চেপেছে রাজ্য সরকারের ঘাড়ে।

এসএসসির ওই প্যানেলের প্রায় ২৬০০০ জনের চাকরি বাতিল মামলার জের চলছে দীর্ঘদিন ধরে। গত এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্টে নিষ্পত্তি হয় মামলার। তারপরেও মামলা সংক্রান্ত কিছু না কিছু আর্জি জমা পড়ছেই শীর্ষ আদালতে। দুর্ভাগ্যজনক শুধু এসএসসি এবং রাজ্য সরকারের গলদে এই দুর্নীতির মাশুল গুনতে হচ্ছে চাকরিহারাদের। এর দায় এড়াতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রী।

এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট ২৫৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করার পর দিনকয়েকের মধ্যে কলকাতায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে চাকরিহারাদের সমাবেশে মমতা বলেছিলেন, একজনেরও চাকরি যাবে না। ২০২৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই তিনি সব সমাধান করে দেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, সমাধান করার জন্য তাঁর প্ল্যান এ, বি, সি, ডি, ই ইত্যাদি তৈরি আছে।

কীসের ভিত্তিতে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন মমতা? আইনজ্ঞদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী এটা করতেই পারেন না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর মুদ্রাদোষ, তিনি থেকে থেকে কিছু না কিছু ঘোষণা করবেনই। যেমন, চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হওয়া পর্যন্ত গ্রুপ-সি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ৩০০০০ এবং গ্রুপ-ডি শিক্ষাকর্মীদের জন্য মাসিক ২৫০০০ টাকা ভাতার ব্যবস্থার ঘোষণা করলেন তিনি।

দুর্নীতির অভিযোগে সদ্য যাঁদের চাকরি গিয়েছে, তাঁদের জন্য কি কোনও রাজ্য সরকার খেয়ালখুশিমতো এভাবে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করতে পারে? মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা চাউর হতেই হাইকোর্টে মামলা হল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণাকে সম্পূর্ণ বেআইনি বলা হল। চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা অবশ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদারতায় খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব অঙ্কুরে বিনাশ হল।

এখন আবার চাকরিহারা অযোগ্য শিক্ষকদের জন্য গ্রুপ-সি স্তরের চাকরি দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। আগেও যতবার মুখ্যমন্ত্রী আইন ভেঙে কিছু করার চেষ্টা করেছেন, আদালত আটকে দিয়েছে। এবারেও যে তার পুনরাবৃত্তি হবে না, কে বলতে পারে! প্রশ্ন উঠতে পারে, মুখ্যমন্ত্রী কি ইচ্ছে করেই সবসময় এমন ঘোষণা করেন? তিনি তো ভালো জানেন যে, বেআইনিভাবে কিছু ঘোষণা করলে দু'দিন বাদে কেউ মামলা ঠুকলেই তা বাতিল হয়ে যেতে পারে। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রী এগুলো করেন কেন? আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন।

যেদিন একযোগে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টে অযোগ্যদের জন্য তদ্বির করার কারণে রাজ্য সরকারকে চরম ভর্ৎসনা শুনতে হল, সেদিনই দাগি শিক্ষকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর প্রাণ কেঁদে উঠল। গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে এত শোরগোলের পরেও মুখ্যমন্ত্রীর মাথায় ঘুরেফিরে আসছে অযোগ্যদের কথা! এটাই অদৃষ্টের পরিহাস।

বাস্তব হল, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে চাকরি দেওয়ার কথা বলছেন, আইনে তার কোনও বিধান নেই। তবু মুখ্যমন্ত্রী অনবরত বলে চলেন। নিশ্চয়ই ভোটে জেতার তাগিদে। ইতিমধ্যে চাকরিহারাদের কেউ কেউ আত্মঘাতী হয়েছেন। ব্রেন স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের বলি হয়েছেন কেউ কেউ। চাকরিহারাদের পরিবারেও অনেকে হয় দীর্ঘ অসুস্থতা বা স্ট্রোক-অ্যাটাকের শিকার হন।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে এবার এসএসসি দু'দফায় পরীক্ষার আয়োজন করেছে। আশা করা যায় কি যে আর দুর্নীতির অভিযোগ উঠবে না? টানাটানি হবে না রাজ্যের মানসম্মান নিয়ে? উত্তরটা কিন্তু নিশ্চিত নয়। সংশয় বুকে রেখে পরীক্ষাকেন্দ্রমুখী হয়েছেন শিক্ষক পদের চাকরিপ্রার্থীরা।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ-কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত।

-ভগবান

গণতন্ত্রের মন্দিরে ক্ষমতার কলঙ্কের দাগ

অস্বীকার করে লাভ নেই, স্পিকাররা শাসকদলের পক্ষে সংগত করেন। বিরোধীরাও অনেক সময় সভা চালাতে দেয় না।

দেবাশিস দাশগুপ্ত

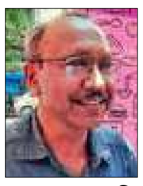

গণতন্ত্রে আইনসভা নাকি বিরোধীদের। এমনই বলা হয়ে থাকে। অথচ কী লোকসভা, কী বিধানসভা, সর্বত্র বিরোধীদের দমিয়ে রাখার অদম্য চেষ্টা শাসকের। অস্বীকার করে লাভ নেই, স্পিকাররা শাসকদলের পক্ষেই সংগত করেন। গণতন্ত্রের মন্দির বলে স্বীকৃত লোকসভা বা বিধানসভা মর্যাদা এতে হারায় নিঃসন্দেহে। আবার বাস্তবে বিরোধীপক্ষও অনেক সময় সভা চালাতে দেয় না। লোকসভার সদ্যসমাপ্ত অধিবেশন তার প্রমাণ।

শাসক ও বিরোধী শিবিরের চাপানউতোরে আইনসভা উত্তাল হওয়া নতুন কিছু নয়। অতীতের এমন দৃষ্টান্ত ভূরিভূরি রয়েছে। বিরোধীদের লাগাতার বিক্ষোভে দিনের পর দিন লোকসভা অচল থাকার নজিরও রয়েছে। তবে সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার যে ঘটনাবলি টিভির পর্দায় বঙ্গবাসী দেখলেন, তাকে অলীক কুনাট্য ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়। ঘটনাটি অতীতের সব নজিরই ছাড়িয়ে গিয়েছে।

৪০ বছর ধরে সাংবাদিকতা করছি। ১৯৮৫-'৮৬ সালে বিধানসভার খবর কভার করা শুরু করেছিলাম। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন বিরোধী বেঞ্চে সিদ্ধার্থশংকর রায়, জয়নাল আবেদিন, আব্দুস সাত্তার, সোমেন মিত্র, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, অধীর চৌধুরীর মতো বাঘা বাঘা বিধায়ক ছিলেন। অনেক সময় তখনও বিরোধীদের বাধা দিতে দেখেছি। স্পিকারের আসনে বসে হাসিম আবদুল হালিম নরমে-গরমে তাঁদের ট্যাকল করেছেন।

কিন্তু কখনও জ্যোতিবাবু বা বুদ্ধবাবুকে এরকম মারমুখী মেজাজে বিরোধীদের উদ্দেশে স্লোগান দিতে দেখিনি। তাঁদের কখনও ওয়েলে নেমে আসতে দেখা যায়নি। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী যেরকম যুদ্ধং দেহি মেজাজে বিরোধীদের আক্রমণ করলেন, তা এককথায় নজিরবিহীন। মাত্র ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে পাঁচ-পাঁচজন বিজেপি বিধায়কের সাসপেনশন। তাঁদের মার্শাল দিয়ে বের করে দেওয়াও নজিরবিহীন।

বাংলার শাসকদলের বেশ কিছুদিনের অভিযোগ, বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষা এবং বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচার করা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী এই অত্যাচারের নামকরণও করে ফেলেছেন-ভাষা সন্ত্রাস। সেই তথাকথিত ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূলের লাগাতার আন্দোলনের সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ঘোষণা অনুযায়ী রেড রোডে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে ম্যারাপ বেঁধে তৃণমূল প্রতি শনি এবং রবিবার নানা কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছিল।

সম্প্রতি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ড অনুমতির মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করে সেই মঞ্চ খুলে দেয়। তা নিয়েও একপ্রস্থ নাটক বঙ্গবাসী দেখেছেন। মঞ্চ ভাঙার খবর শুনে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ ফেলে নবান্ন থেকে রেড রোডে ছুটে গিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে দেখে নাকি প্রায় দুশো সেনা জওয়ান সেখান থেকে পালিয়ে যান। সেই আধখোলা মঞ্চে উঠে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বিজেপি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সেনাবাহিনীকে দিয়ে এই কাজ করিয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে শাসকদলের অনেক নেতা, মন্ত্রী, এমএলএ, সাংসদ সেখানে চলে যান। বেশ একটা হইহই রইরই ব্যাপার ঘটে যায়। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ছিল, পুলিশ বা শাসকদলকে না জানিয়ে সেনাবাহিনী ওই মঞ্চ খুলে দিয়েছে। পরে সেনাবাহিনী বিবৃতি দিয়ে জানায়, পুলিশ এবং আয়োজকদের একাধিকবার জানানো হয়েছে। বাহিনী কোনও বেআইনি কাজ করেনি।

যে কলকাতা পুলিশ কথায় কথায় সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানায়, সেনার বিবৃতির পালটা তাদের কিন্তু কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ভাঙা মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাবিরোধী বলেই এই কাজ করিয়েছে সেনাকে ব্যবহার করে। যা বেআইনি, অসাংবিধানিক, অগণতান্ত্রিক।

পরে ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শাসকদল বিধানসভায় প্রস্তাব আনে। সেই প্রস্তাবের পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী বলতে উঠতেই গোলমালের সূত্রপাত।

বিরোধী দলনেতাহীন বিধানসভায় হইচই বাধানোর দায়িত্ব নেন বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ। আগের দিনই বিরোধী দলনেতাকে সাসপেন্ড করেছিলেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সাসপেনশনের প্রতিবাদে বিজেপির ৬৪ জন বিধায়ক বিক্ষোভ শুরু করলে তাঁদের স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রী বলতে বাধা পান। বিজেপি বিধায়করা চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। শাসকদলের বিধায়করাও পালটা স্লোগান দেওয়ায় অধিবেশন উত্তপ্ত হয়।

সেদিনই আবার ওই বিশেষ অধিবেশনের লাইভ সম্প্রচারের ব্যবস্থা ছিল। ফলে লাইভের সুবাদে সবাই দেখতে পান যে, বিজেপি বিধায়কদের লাগাতার স্লোগানে মুখ্যমন্ত্রীর মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। তিনি বিজেপি বিধায়কদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে মোদি চোর, অমিত শা চোর ইত্যাদি বলতে থাকেন। একটা সময় উত্তেজনা এতটাই বেড়ে যায় যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্লোগান দিতে থাকেন। এখানেই শেষ নয়, তিনি সতীর্থদের গলা মেলাতে বলেন হাত তুলে।

শাসকদলের বিধায়কদের মধ্যে অনেকে ওয়েলে নেমে আসেন। কাউকে কাউকে বিজেপি বিধায়কদের দিকে তেড়ে যেতে দেখা যায়। কয়েকজন সিনিয়ার এমএলএ সতীর্থদের জায়গায় বসতে বলেন। মুখ্যমন্ত্রীও ওয়েলে নেমে শাসকপক্ষের বিধায়কদের সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একটা সময় পরিস্থিতি এমন হয় যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজের দলের কোনও কোনও বিধায়ককে হনুমান বলে অনুযোগ করেন। হুমকি দেন, জায়গায় না বসলে তাঁদের সাসপেন্ড করার জন্য তিনি স্পিকারকে বলবেন।

স্পিকারের কথা গ্রাহ্য করেননি কেউ। শেষে মার্শাল ডেকে শংকরকে জোর করে বার করে দেওয়া হয়। দুই ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ এমএলএকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। ততক্ষণে বিজেপি বিধায়করা কাগজপত্র ছিঁড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় হল, বিরোধীদের সাসপেন্ড করলেও স্পিকার কিন্তু শাসকদলের কাউকে সাসপেন্ড করেননি। যদিও তাঁরাও বিজেপি বিধায়কদের মতো একই দোষে দুষ্ট।

স্বভাবতই স্পিকারকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং মুখ্যমন্ত্রীর অনুগত বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিধানসভায় ওই গোলমালের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, বিরোধীরা যেভাবে কাগজ ছিঁড়লেন, তা অসাংবিধানিক, বেআইনি। আজকের দিনটি বিধানসভার ইতিহাসে কলঙ্কজনক হয়ে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই পুরোনো ইতিহাস। ২০০৪-'০৫ সালে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনায় তখন লোকসভায় একমাত্র তৃণমূল সাংসদ তিনি কাগজ ছুড়ে মেরেছিলেন লোকসভার স্পিকারের চেয়ারে যিনি ছিলেন, তাঁর দিকে।

শুধু তাই নয়, ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের সেই দিনটির কথা মনে করিয়ে দিই, যেদিন সিঙ্গুরে যাওয়ার সময় মাঝপথে আটকে দিলে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সটান বিধানসভার লবিতে ঢুকে অভিযোগ করেছিলেন, বুদ্ধবাবুর পুলিশ তাঁকে মারধর করেছে। সঙ্গে সঙ্গে তৃণমূল বিধায়করা বিধানসভার আসবাবপত্র ভাঙচুর করলেন। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আপনার প্ররোচনাতেই সেদিন বিধানসভায় আপনার দলের বিধায়করা ভৈরব নৃত্য করেছিলেন। সেদিনটাও বিধানসভার ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় ছিল। ২০১৬-'১৭ সালে বাম বিধায়কদের উপর বেনজির আক্রমণ করেছিলেন তৃণমূলের বিধায়করা। বাম মহিলা বিধায়করা পর্যন্ত রেহাই পাননি। সেদিনের কলঙ্কও কিন্তু কম নয় বিধানসভায়।

সদ্যসমাপ্ত লোকসভার অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রীর দলের সাংসদরা সংবিধান সংশোধনী বিলের কপি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র মুখের উপর ছুড়ে মেরেছিলেন। ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, স্লোগান দিয়েছিলেন। সেদিন লোকসভার স্পিকার তৃণমূলের কোনও সাংসদকে সাসপেন্ড করেননি। আজ মমতা বলছেন, বিধানসভার কলঙ্কিত দিন?

কিন্তু এটা তো বোধহয় আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না যে, সেদিন আপনাকে যে ভূমিকায় দেখা গিয়েছে, সেই ভূমিকায় কখনও বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থশংকর রায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা যায়নি। এমনিতেই বিধানসভায় এখন বিতর্কের মান নিম্নগামী। যেমন লোকসভায় বিরোধীরা অভিযোগ করেন, শাসকদল তাঁদের কণ্ঠরোধ করছে, তেমনই এরাজ্যের বিরোধী দলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

যাই হোক, সেদিন বিধানসভায় যা হল, তা দেখে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে হয়, আহা, কী দেখিলাম! জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯২৬

সংগীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা জন্মগ্রহণ করেন আজকের দিনে।

১৯৩৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সংগীতশিল্পী আশা ভোঁসলে।

আলোচিত

দুর্নীতিগ্রস্ত যে তালিকা স্কুল সার্ভিস কমিশন দিয়েছে, তা অসম্পূর্ণ। চাকরিপ্রার্থীদের ভিড়ে দুর্নীতিগ্রস্তরা লুকিয়ে থাকলে এই পরীক্ষা বাতিল হবে। সেই দায় স্কুল সার্ভিস কমিশনকেই নিতে হবে। কারণ কারচুপি কোন স্তরে হবে, সেটা তো নির্দিষ্ট করে বলা যায় না।

- বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

ভাইরাল/১

উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে বৃষ্টিতে ভিজে ঠকঠক করে কাঁপছিল একটি শিশু। এক মহিলা দোকান থেকে ছাতা কিনে ছেলেটিকে দেন। কিছুক্ষণ পর দেখেন নতুন ছাতা মাটিতে ফেলে ভাঙছে সে। সমাজমাধ্যমে ভিডিওটি শেয়ার করেছেন ওই মহিলা।

ভাইরাল/২

উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে পেট্রোল পাম্পে এক মহিলা বাইকে তেল ভরতে গিয়েছিলেন। হেলমেট না পরায় তাঁকে পেট্রোল দিতে অস্বীকার করেন পাম্পের মহিলাকর্মী। সেই বাকবিতণ্ডা গড়ায় হাতাহাতিতে। দুই মহিলার মারামারির ভিডিও ঝড়ের গতিতে ভাইরাল।

জনমন

জনমত

রাস্তা, আন্ডারপাসে নজর নেই

শিলিগুড়ির অত্যন্ত সন্নিকটে যে ঘনবসতি গড়ে উঠেছে সেখানকার যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি কারও নজর নেই বললেই চলে। বিশেষ করে অম্বিকানগর, মধুসূদন কলোনি, ভালোবাসার মোড়, ভোলার মোড়, সাহুডাঙ্গি, পাঁচকোলগুড়ি হয়ে সুদূর আমবাড়ি পর্যন্ত– এইসব এলাকার শিলিগুড়ি শহরের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তায় এনজেপি-কলকাতা ব্রডগেজ রেললাইনটি যে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে তা না বললেই নয়। একটি আন্ডারপাস আছে যা দিয়ে যাতায়াত চলে। কিন্তু তার হাল বা অবস্থা অবর্ণনীয়। বর্ষাকালে সেটি এক কোমর জলের তলায় চলে যায়। ক্ষতবিক্ষত সেই রাস্তাটি যাতায়াতের একেবারেই অযোগ্য। প্রায়শই দুর্ঘটনা লেগে থাকে।

যেসব জায়গার নাম লিখলাম সেইসব এলাকায় প্রায় কয়েক হাজার মানুষের বাস। স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের এই দুর্গমতাকে অতিক্রম করে তবেই ভবিষ্যতের স্বপ্নের অধিকারী হতে হয়। জীবিকার সন্ধানে যাঁদের প্রতিদিনের যাতায়াত শিলিগুড়ি, তাঁদের সীমাহীন কষ্ট অবর্ণনীয়, বয়স্ক লোকদের কথা না বলাই শ্রেয়। অথচ রাস্তাটির প্রতি কারও নজর নেই। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের জমির দাম আকাশছোঁয়া, বলা যেতে পারে এক টুকরো জমি কেনা বা বাড়ি করা স্বপ্নেরও অতীত। তাই সবাই ছুটছে উপরি উল্লিখিত শহরতলিতে অপেক্ষাকৃত একটু কম দামে জমি কিনে বাড়ি করতে। ফলে দ্রুতগতিতে বাড়ছে ঘন জনবসতি। কিন্তু একটিমাত্র যোগাযোগের রাস্তার যদি এই হাল হয় তাহলে দুর্ভোগের সীমার অবসান কবে হবে? আন্ডারপাসে প্রায়শই টোটো বা অন্যান্য গাড়ি উলটে পড়ে থাকার দৃশ্য বিরল নয়।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। উড়ালপুলের ব্যবস্থা করলে ভালো হয়। তবে আপাতত আন্ডারপাসের জল বের করে রাস্তাটির স্থায়ী পুনর্নির্মাণ করলে হাজার হাজার মানুষের কষ্ট লাঘব হয়।

শ্রীদেব চৌধুরী (শর্মা)
সাউথ কলোনি, এনজেপি।

নাগরাকাটায় নিকাশিনালা সাফাই প্রয়োজন

নাগরাকাটায় ডেঙ্গিতে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীর সংখ্যা প্রচুর। ডেঙ্গি থেকে মুক্তি পেতে এলাকার মানুষজনকে সচেতন হতে হবে। তবে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে আবেদন, প্রতিটি পাড়ায় যে জঞ্জাল জমা আছে তা অবিলম্বে পরিষ্কার করতে হবে। এছাড়া যেসব নিকাশিনালায় কাদামাটি জমে আছে, সেগুলো অবশ্যই পুজোর আগে সাফাই করা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। নতুবা এলাকায় ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি আরও ভয়াবহ আকার নেবে। আশা করি, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত এই সংক্রামক রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করবে।

বিনয়কুমার নাগ, মধ্য সুখানি, নাগরাকাটা।

ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে অদৃশ্য শয়তানরা

আমাদের সামনে 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের' উদাহরণ নেই। চারপাশে শুধু সুধাহরণের ক্ষুধাভরনের উদাহরণ।

কল্যাণময় দাস

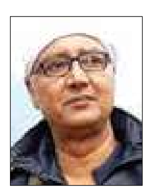

পৃথিবীর তামাম সংবাদমাধ্যমে সবসময় ছোট-বড় নানা রকম হিংসার ছবি দেখা যায়। দেখতে দেখতে মনে হয়, মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই বোধহয় হিংস্র। পাড়া-মহল্লার বাঁশ-বাখারির ডাং থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার বম্ব- হিংসার অস্ত্রের চিত্রটা ভয়ানক। কোথাও জমি দখলের জন্য সন্ত্রাস তো কোথাও দেশ দখলের জন্য যুদ্ধ। কোথাও মেয়ে দখল তো কোথাও পুরুষ দখল। চারদিকে জল-জঙ্গল-জমি দখলের দবদবা।

ক্রনি-ক্যাপিটালিজমে আর রাজনীতির 'দাদা' ইজমের কলার তুলে এগোচ্ছে রাষ্ট্র। কোথায় যাবে নাগরিক! কীভাবে এর থেকে নিস্তার পাবে পৃথিবী? কারও কাছে এর বিজ্ঞানসম্মত উত্তর নেই, নেই দর্শনগত উত্তরও। থাকলেই বা শুনছে কে?

আমাদের সামনে কোন 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের' উদাহরণ নেই, শুধু চারপাশে সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ। একে অন্যকে ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে অদৃশ্য শয়তানরা। আমরা সেই ঘেন্না বহন করে নিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে। এর শেষ নেই। আচ্ছা বলুন তো, ঘৃণাই যদি শেষ আশ্রয় হবে আমাদের, তবে এত কবি, এত কবিতা, এত প্রাবন্ধিক, এত প্রবন্ধ, এত ঔপন্যাসিক, এত উপন্যাস, এত গীতিকার, এত গান– এসবের কী দরকার?

মানুষ এখন সম্পদের কাছে, ক্ষমতার কাছে, লোভের কাছে এতটাই নতজানু, এতটাই কশেরুকাহীন যে, লোভ, পাপ, অন্যায়, অবিচার ইত্যাদি শব্দগুলো তাদের ডিকশনারি থেকে বাদ হয়ে গিয়েছে। বাস্তবে এই যে অন্ধ হিংসা, তার ভেতর জন্ম নিচ্ছে নিজেকেই খুন করার প্রক্রিয়া। জন্ম নিচ্ছে ভাষা থেকে শুরু করে সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন করার অভিপ্রায়। জন্ম নিচ্ছে একটা প্রবল বর্ণময় সৃজন-ঐশ্বর্যে ভরা ভাষাগোষ্ঠীকে শেষ করে দেওয়ার চিন্তন।

এই অবস্থার মধ্যে মানবিক সমাজ ব্যবস্থা প্রত্যাশা করেন-এমন মানুষ কিছু আছেন। হয়তো তাঁরা সংখ্যায় কম। কিন্তু আছেন। তবে তাঁরা একঘরে। যাঁরা প্রত্যাশা করেন 'শত ফুল বিকশিত হোক/ যত আগাছা নির্মূল হোক।' তাঁদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে অন্ধকারে। যাঁরা বিশ্বাস করেন 'মানুষ মানুষের জন্যে/ জীবন জীবনের জন্য...', তাঁরা রাজনীতির রক্তচোখের সামনে।

অস্ত্রনির্ভর বাণিজ্য আর ভূ-রাজনীতির আধিপত্য আজ শুধু রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের অলিগলিতে টুকরো টুকরো ক্ষমতাপ্রিয় প্রভুভক্তদের মধ্যেও। হিংস্রতা এখন একটা দাবাং পলিসি। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই এই দাবাং দৈত্যরা দাঁড়িয়ে আছে। দেশে-বিদেশে চরমতম নাশকতা থেকে শুরু করে একদম পারিবারিক স্তরে ঠারেঠোরে হিংসা এবং অবিশ্বস্ততা এতটাই প্রমত্ত যে, এ থেকে মানুষের নিস্তার পাওয়ার সুযোগ খুব কম। এসবের অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়।

তবে একটা বিষয় একদম নিশ্চিত যে, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে যে আগুন, প্রবেশ করেছে যে চোরাগোপ্তা ফুসলানি, অনুপ্রবেশ করেছে যেসব ভেদবুদ্ধি, ধ্বংসাত্মক প্রবৃত্তি, তাতে ক্রমশ অস্থিরতা বাড়বে বই কমবে না।

কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল, হচ্ছে। শুধুমাত্র হাহাকার ছাড়া আমাদের মতো লিখিয়েদের আর কী-ই বা করার আছে! সমস্ত আশার বাণীকে যেখানে থেকে থেকে মনে হয় অসার বাণী। কেননা, আমরা এতবার ঠকেছি রাষ্ট্রযন্ত্রের ঠোক্করে, এতবার ছিন্নমূল হয়ে ছন্নছাড়া হয়েছি যে, কোথাও আশার আলো দেখি না। তবু কি আমাদের সচেতনতা ফিরেছে? কয়েক কোটি টাকার প্রশ্ন সেটা। মাঝে মাঝে মনে হয় 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' নিজেদের বিপন্ন করে তোলার এই যে অন্ধকার বাসনা- এর থেকে কি মানুষের রেহাই নেই!

(লেখক নাট্যশিল্পী। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৩৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। চিরুনি, মাছের ফুলকো ৪। লোহার মরচে ৫। নাছোড়বান্দা ৭। অবাধ্য ও দুর্দান্ত, ঝগড়াটে, দুষ্ট ৮। প্রতারক, ধাপ্পাবাজ ৯। বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারাই সিদ্ধিলাভ ১১। স্বাধীন, মুক্ত ১৩। রাত, ছেঁড়া ন্যাকড়া, কানি ১৪। মোটা পশমি কাপড়বিশেষ ১৫। এক শত, বহু, অসংখ্য।

উপর-নীচ : ১। বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনিবিশেষ ২। গাবজাতীয় কালো রংয়ের গাছবিশেষ ৩। সম্পূর্ণ নষ্ট, ব্যর্থ বা পণ্ড ৬। সগৌরবে অবস্থান ৯। তামা দস্তা ও রাং মিশিয়ে তৈরি নিকৃষ্ট কাঁসাবিশেষ ১০। হাতি ১১। আগুন, উত্তাপ ১২। পুরাণোক্ত রাজাবিশেষ, পৌরাণিক অরণ্যবিশেষ।

সমাধান ■ ৪২৩৭

পাশাপাশি : ১। উচ্চগ্রাম ৩। মেরুন ৫। রামরহিম ৭। শালিক ৯। আকর ১১। বকবকানি ১৪। কঙ্কত ১৫। ঘনঘটা।

উপর-নীচ : ১। উত্তরাশা ২। মন্দুরা ৩। মেজর ৪। নবম ৬। হিড়িক ৮। লিরিক ১০। রগচটা ১১। বণিক ১২। বনাত ১৩। নিদাঘ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

তিন শতাংশ ডিএ-র জল্পনা

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : খুব তাড়াতাড়ি সুখবর পেতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। উৎসবের মরশুমে আরও একপ্রস্থ মহার্ঘভাতা (ডিএ) ঘোষণার তোড়জোড় শুরু করেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, দীপাবলির আগেই ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করা হতে পারে। ১.২ কোটির বেশি সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্ত এর ফলে উপকৃত হবেন। বর্তমানে ৫৫ শতাংশ হারে ডিএ পান কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা। কেন্দ্র ৩ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করলে সেই হার বেড়ে ৫৮ শতাংশ হবে।

ইশিবা'র ইস্তফা

টোকিও, ৭ সেপ্টেম্বর : টানা দু'বার নির্বাচনে পরাজয়ের পর সমালোচনায় জেরবার জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবা পদত্যাগ করলেন। প্রধানমন্ত্রিত্বের পাশাপাশি দলের প্রেসিডেন্ট পদ থেকেও সরে গেলেন তিনি। সূত্রের খবর, জাপানের শাসকদল এলডিপি-র নেতৃত্ব কে দেবেন, তা নিয়ে ভোটাভুটির ঠিক একদিন আগে ইশিবার দলীয় প্রধানের পদ থেকে ইস্তফাপত্র জমা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর পদক্ষেপকে কার্যত তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা হিসেবে দেখা হচ্ছে। তিনি গত বছর প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেন।

১৯-এ যুবরাজ

টোকিও, ৭ সেপ্টেম্বর : সদ্য ১৮ থেকে ১৯-এ পা রেখেছেন জাপানের যুবরাজ প্রিন্স হিসাহিতো। গত ৪০ বছরে হিসাহিতো হলেন রাজপরিবারের প্রথম পুরুষ সদস্য যিনি প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছেন। এই উপলক্ষ্যে শনিবার রাজপ্রাসাদে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯ বছর বয়সি হিসাহিতো বর্তমান সম্রাট নারুহিতোর ভাগ্নে। সিংহাসনের দাবিদারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তিনি।

হত মাওবাদী

রাঁচি, ৭ সেপ্টেম্বর : মাওবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে পশ্চিম সিংভূম জেলায় সারান্ডা জঙ্গলে মৃত্যু হল অমিত হাঁসদা ওরফে আপতানের। তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। রবিবার এসপি পরশ রানা জানিয়েছেন, অমিত হাঁসদার মৃত্যু হয়েছে। সারান্ডা জঙ্গলে মাওবাদীদের ঘাঁটিতে তল্লাশি চালিয়ে একটি এসএলআর, প্রচুর বিস্ফোরক ও অন্যান্য অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে।

মিলেনিয়াল সন্ত

ভ্যাটিকান সিটি, ৭ সেপ্টেম্বর : ইতালীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ কিশোর কার্লো আকুতিসকে 'মিলেনিয়াল সন্ত' ঘোষণা করল ভ্যাটিকান। অতীতে মাদার টেরিজাকে সন্ত ঘোষণা করা হয়েছিল। ক্যাথলিক খ্রিস্টান জগতের ধর্মগুরু পোপ লিওর উপস্থিতিতে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রবিবার আকুতিসকেও এই উপাধি দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছিল তার। কোডিং বিশেষজ্ঞ আকুতিস ক্যাথলিক ভাবধারাকে তরুণদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তরুণ উপাসকদের উদ্দেশে পোপ লিও বলেন, 'কার্লো বলতেন স্বর্গ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। আগামীকালকে ভালোবাসতে হলে আজ নিজের সেরাটা দিতে হবে।'

কিশোরকে হত্যা

ভুবনেশ্বর, ৭ সেপ্টেম্বর : মাদ্রাসায় দীর্ঘদিন এক ১২ বছরের ছাত্রকে যৌন হেনস্তা করত উঁচু ক্লাসের দাদারা। ২ সেপ্টেম্বর ৫ জন ছাত্র মিলে ওই নাবালককে শ্বাসরোধ করে খুন করে। এরপর দেহ ট্যাংকে ফেলে দেওয়া হয়। ওড়িশার নীলমণি এলাকার ঘটনা। সিসিটিভি ফুটেজে ছাত্রকে মারধর ও যৌন নির্যাতনের প্রমাণ মিলেছে। মৃত ছাত্রের বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে ৫ নাবালককে আটক করেছে পুলিশ।

মহিলাকে মার

চেন্নাই, ৭ সেপ্টেম্বর : জমি বিবাদের জেরে এক মহিলাকে গাছে বেঁধে, অর্ধনগ্ন করে মারধরের অভিযোগ তামিলনাডুতে। ঘটনার ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে শোরগোল শুরু হয়েছে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মহিলার শাড়ি দিয়েই তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছেন চার মহিলা। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের সঙ্গে চলছে পোশাক খুলে দেওয়ার চেষ্টা। অভিযুক্ত গ্রামেরই চার মহিলা। একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারলেও বাকিরা পলাতক।

বন্ধুদের কাছে সেনা সাহায্যের আবেদন জেলেনস্কির

রুশ হামলায় জ্বলছে মন্ত্রী পরিষদ ভবন

কিভ, ৭ সেপ্টেম্বর : মুখে বড় বড় কথা বলার দিন ফুরিয়েছে। রাশিয়ার হামলা ঠেকাতে এবার বন্ধু দেশগুলির উচিত ইউক্রেনে সেনা পাঠানো। উত্তর কোরিয়ার সেনা যেমন রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করছে, সেইভাবে ইউক্রেনীয় বাহিনীর হয়ে লড়াই করুক ইউরোপের দেশগুলির যৌথ বাহিনী। শনিবার গভীর রাতে কিভে মন্ত্রী পরিষদ ভবন সহ একাধিক বহুতলে রাশিয়ার ড্রোন হামলার পর এই আবেদন জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর দাবি, এদিন রাতে কিভ লক্ষ্য করে ৮০০ ড্রোন ও ১৭টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় এক মহিলা ও শিশু সহ কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত ১৮। কিভ ছাড়াও হামলা হয়েছে খারকিভ ও জাপোরাঝিয়ায়। সেখানেও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন।

> যুদ্ধবিরতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে এ ধরনের হামলা সংঘর্ষকে দীর্ঘস্থায়ী করার নামান্তর। আন্তর্জাতিক মহল চাইলে ক্রেমলিনের অপরাধীদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে বাধ্য করতে পারে।
>
> **ভোলোদোমির জেলেনস্কি**

জেলেনস্কি বলেন, 'যুদ্ধবিরতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগের মধ্যে এ ধরনের হামলা সংঘর্ষকে দীর্ঘস্থায়ী করার নামান্তর। আন্তর্জাতিক মহল চাইলে ক্রেমলিনের অপরাধীদের হত্যাকাণ্ড বন্ধে বাধ্য করতে পারে।' গত বৃহস্পতিবার প্যারিস বৈঠকে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। ওই বৈঠকে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইউক্রেনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেখানে ইউরোপীয় দেশগুলির যৌথ বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মস্কোর তরফে পালটা হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, ইউক্রেনে বিদেশি সেনা মোতায়েন করা হলে তাদেরও ছেড়ে কথা বলবে না রুশবাহিনী।

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সভিরিডেনকো বলেন, 'শনিবার প্রথম শত্রুর আক্রমণে একটি সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমরা ভবনটি সংস্কার করব, কিন্তু হারানো প্রাণ ফেরত আসবে না। আমাদের পশ্চিমী মিত্রদের উচিত রাশিয়ার তেল ও গ্যাস সরবরাহের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করা। শুধু কথা বললে হবে না, কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।' কিভের মেয়র ভিতালি ক্লিটসকো জানিয়েছেন, চলতি সংঘাত শুরু হওয়ার পর শনিবার ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলিকে নিশানা করেছিল রাশিয়ার বাহিনী। রাশিয়ার হামলায় ১৬টি বহুতল, ১২টি বাড়ি, ১টি স্কুল ও একাধিক কারখানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রাশিয়ার হামলার জবাবে পালটা ড্রোন ছুড়েছে ইউক্রেন। যার জেরে রাশিয়ার একাধিক জায়গায় তেল সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইউক্রেনের ছোড়া ৬৯টি ড্রোন ধ্বংসের দাবি করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রক। তারা জানিয়েছে, ইউক্রেনের ড্রোনগুলির মধ্যে ২১টি ক্রাসনোদার ক্রাই, ১৩টি ভোরোনেজ ও ১০টি বেলগোরোদ অঞ্চলে ধ্বংস করা হয়েছে।

রাশিয়ার ড্রোন হামলায় জ্বলছে বহুতল। রবিবার কিভে।

বন্যাদুর্গত অঞ্চলে কাল প্রধানমন্ত্রী

চণ্ডীগড়, ৭ সেপ্টেম্বর : বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ৯ সেপ্টেম্বর পঞ্জাবের গুরদাসপুরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ত্রাণ ও পুনর্বাসনকার্য খতিয়ে দেখার পাশাপাশি বন্যাপীড়িতদের সঙ্গেও তিনি কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির পঞ্জাব শাখার তরফে মোদির আসন্ন সফরের কথা জানানো হয়েছে। পঞ্জাবে এখনও পর্যন্ত বন্যার বলি

পঞ্জাবে মৃত বেড়ে ৪৬

হয়েছেন ৪৬ জন। রাজ্য সরকারের হিসেব অনুযায়ী, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ১৩,২৮৯ কোটি টাকা।

৯ তারিখ মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পরই দুপুরে অমৃতসরে আসবেন মোদি। সেখানে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন তিনি। তারপর গুরদাসপুরের উদ্দেশে রওনা দেবেন। সেখান থেকে আকাশপথে পাঠানকোটের বন্যাকবলিত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন তিনি। বন্যাপীড়িত সাধারণ মানুষ তো বটেই, যে সমস্ত চাষির বিঘার পর বিঘা চাষজমি জলের তলায় চলে গিয়েছে, তাঁদের সঙ্গেও কথা বলবেন প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপির পঞ্জাবের সভাপতি সুনীল জাখর জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী পঞ্জাবের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তিনি সামগ্রিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। এর আগে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান পঞ্জাবে এসে বন্যা পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দুটি টিমও রাজ্য থেকে ঘুরে গিয়েছে। বন্যায় পঞ্জাবের সামগ্রিক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কতটা, তা নিয়ে বিস্তারিত একটি রিপোর্ট জমা দেবে ওই টিম দুটি।

পঞ্জাবের এই সংকটকালে যাবতীয় সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। লাগাতার বৃষ্টির ফলে শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, ঘাগ্গার নদীর জল ফুলেফেঁপে উঠেছে। রাজ্যের ২৩ জেলার ১৯০০টি গ্রাম জলমগ্ন। বন্যায় নষ্ট হয়েছে প্রায় ১.৭১ লক্ষ হেক্টর জমির ফসল। সূত্রের খবর, ওই নদীগুলি থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার ফলে এবার বিপর্যয় নেমে এসেছে পঞ্জাবে। সেই ব্যাপারেও কথা বলতে পারেন প্রধানমন্ত্রী।

বিজেপি সাংসদদের সঙ্গে পিছনের সারিতে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার নয়াদিল্লিতে।

সবার পিছনে

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : দেশের প্রধানমন্ত্রী সবসময় সবার সামনে থাকবেন, এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু তিনি দেশনেতা, তাই তাঁকে সামনে রেখেই তাঁর দল ও সরকার পরিচালিত হয়। কিন্তু উলটপুরাণ ঘটল রবিবার বিজেপি সাংসদদের একটি কর্মশালায়। মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষ্যে ওই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল সংসদ ভবন সংলগ্ন জিএমসি বালাযোগী অডিটোরিয়ামে। সেখানে হাজির ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির প্রায় সমস্ত সাংসদ। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদি প্রথম সারির কোনও আসনে বসেননি। বরং দলের অন্যান্য সাংসদের সঙ্গে একেবারে শেষ সারির আসনটি নিজের জন্য বেছে নেন মোদি। তাঁর এহেন আচরণ দেখে স্বাভাবিকভাবেই ধন্য ধন্য শুরু করেছেন বিজেপির সাংসদরা। দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখনও কতটা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষ, সেই প্রচার শুরু করেছে গেরুয়া শিবির। সূত্রের খবর, ওই ওয়ার্কশপে জিএসটি সংস্কারের জন্য বিজেপি সাংসদদের তরফে মোদিকে সংবর্ধনাও দেওয়া হয়। রবি ও সোমবার চলবে ওই কর্মশালা। সোমবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কীভাবে ভোটদান করতে হবে তার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বিজেপি সাংসদদের।

'দুর্গার পায়ের কাছে মোদির ছবি রাখুন'

নির্দেশ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : রাজধানীর প্রতিটি মণ্ডপে মা দুর্গার পায়ের কাছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। তাঁর বক্তব্য, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্যের জন্য মা দুর্গার আশীর্বাদ কামনা করা হোক।' দুর্গাপুজো উদ্যোক্তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে নানাবিধ ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু মোদির ছবি রাখা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এমন নির্দেশ ঘিরে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে শুরু হয়েছে প্রবল বিতর্ক।

শনিবার দিল্লি সচিবালয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, 'আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন। আমরা চাই, মা দুর্গার আশীর্বাদ ওঁর সঙ্গে থাকুক। প্রতিটি পুজো প্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি রাখুন মা দুর্গার পায়ের কাছে।' দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েছে দিল্লির বহু দুর্গাপুজো কমিটি। এক উদ্যোক্তার সোজাসাপটা প্রতিক্রিয়া, 'প্রধানমন্ত্রী ভগবান নন যে তাঁর ছবি আমরা দেবীর পায়ের কাছে রাখব। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই ধরনের রাজনৈতিক তোষামোদের কোনও স্থান নেই। আমরা এই নির্দেশ মানব না।'

এই ইস্যুতে সরব হয়েছে তৃণমূলও। তৃণমূল সাংসদ মালা রায়ের কটাক্ষ, 'কস্মিনকালেও কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী এমন কথা বলেননি। মা দুর্গার চালার পিছনে থাকা দেবাদিদেব মহাদেবের ফোটোর জায়গায় যদি প্রধানমন্ত্রীর ছবি বসাতে চান, তাহলে ওঁদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে হয়তো। আসলে প্রভুভক্তি দেখাতে গিয়ে তোষামোদের সীমা অতিক্রম করছেন।'

পাক টানে ঘরছাড়া

হানিট্র্যাপে নাবালিকা

প্রয়াগরাজ, ৭ সেপ্টেম্বর : সমাজমাধ্যমে পরিচয় হওয়া এক তরুণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গত সপ্তাহে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল এক নাবালিকা। শেষমেশ আরপিএফের তৎপরতায় মহাবোধি এক্সপ্রেস থেকে তাকে উদ্ধার করা গিয়েছে। আরপিএফ প্রয়াগরাজ চাইল্ডলাইনের হাতে নাবালিকাকে তুলে দেয়। তদন্তে নেমে চাইল্ডলাইনের আধিকারিকরা হদিস পেয়েছেন পাক যোগের। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে এক তরুণের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। তার সঙ্গে দেখা করতেই নয়াদিল্লি আসছিল সে। তার মোবাইল ফোন থেকে যে নম্বরগুলি পাওয়া গিয়েছে, তাতে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানি নম্বরও রয়েছে।

আধিকারিকরা মনে করছেন, পাকিস্তানি এক তরুণের হানিট্র্যাপের ফাঁদে পা দিয়েছিল ওই নাবালিকা। আদতে বিহারের নওয়াদার বাসিন্দা ওই নাবালিকা ইনস্টাগ্রামে একাধিক মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছিল। তাদের মধ্যে পঞ্জাবের একটি মেয়েও ছিল। তার মাধ্যমেই পাক তরুণের সঙ্গে পরিচয় গড়ে ওঠে ওই নাবালিকার। তাদের মধ্যে নিয়মিত কথাবার্তাও হত। মনে করা হচ্ছে, ওই পাক তরুণের প্ররোচনাতেই বাড়ি ছেড়েছিল নাবালিকা। তার যাতায়াতের বিষয়টি পঞ্জাবের ওই মেয়েটির হাতে ছেড়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি তরুণ। অনলাইনে টাকাও পাঠানো হয়েছিল নাবালিকাকে। প্রথমে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে পঞ্জাব যাওয়ার ছক ছিল।

ঢাকায় প্রয়াত বদরুদ্দিন

ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর : একটা যুগের অবসান হল। রবিবার প্রয়াত হলেন বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতিম গবেষক, সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, রাজনীতিক বদরুদ্দিন উমর। জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি উমরের মৃত্যুর কথা জানিয়েছেন দলের সম্পাদক ফয়জুল হাকিম। তিনি জানান, বার্ধক্যজনিত রোগে গত ২ মাস ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন উমর। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ ঢাকার শ্যামলী এলাকায় বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। উমরের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, 'বদরুদ্দিন উমর ছিলেন আমাদের মুক্ত বুদ্ধি ও প্রগতি-সংগ্রামের এক উজ্জ্বল বাতিঘর। ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা, গবেষণা, ঔপনিবেশিক মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শনের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।'

খুন ইউক্রেনীয় তরুণী

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : রুশ সেনার হামলা থেকে প্রাণ বাঁচাতে বন্ধু দেশ আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন ইউক্রেনীয় তরুণী আইরিনা জারুতস্কা। সেখানেই নৃশংসভাবে খুন হতে হল ২৩ বছর বয়সি তরুণীকে। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২২ অগাস্ট রাত ১০টা নাগাদ উত্তর ক্যারোলিনার শার্লটে একটি ট্রেনের মধ্যে। খুনের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে ৯টা ৪৬ মিনিটে ট্রেনে উঠে একটি আসনে বসেই নিজের মুঠোফোনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আইরিনা। তাঁর ঠিক পিছনের আসনে বসেছিলেন আততায়ী ডেকার্লোস ব্রাউন জুনিয়ার। হঠাৎ একটি ছুরি বার করে আইরিনার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেকার্লোস। ছুরিকাঘাতের দৃশ্যটি ফুটেজ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, ইউক্রেনীয় অভিবাসী তরুণীকে অন্তত ৩ বার ছুরি দিয়ে কোপায় ডেকার্লোস। তার মধ্যে একটি আঘাত করা হয় আইরিনার ঘাড়ে। সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

আমেরিকায় হুন্ডাইয়ের কারখানায় হানা

গ্রেপ্তার ৪৭৫ অভিবাসী শ্রমিক

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : অবৈধ অভিবাসীদের খোঁজে এবার বিদেশি সংস্থার কারখানায় হানা দিল ট্রাম্প সরকারের তদন্তকারী দল। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ-পূর্ব জর্জিয়ায় হুন্ডাইয়ের গাড়ি কারখানায় ঢুকে পড়েন প্রায় ৫০০ অভিবাসন আধিকারিক। কারখানার প্রত্যেক শ্রমিকের পরিচয় খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ৪ ঘণ্টা অভিযানের পর ৪৭৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের অধিকাংশ দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিক। মার্কিন অভিবাসন দপ্তরের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে ৩০০ জন দক্ষিণ কোরিয়া থেকে এসেছেন। তাঁদের কেউ অবৈধভাবে আমেরিকায় এসেছেন। কারও ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। কারও আবার নথিপত্রে গোলমাল রয়েছে। আইন ভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে একাধিক অভিবাসীর বিরুদ্ধে। ধৃতদের প্রত্যেককে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো হবে।

আমেরিকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু দক্ষিণ কোরিয়ার নাগরিকদের বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নাগরিকদের গ্রেপ্তারির তীব্র নিন্দা করেছে দক্ষিণ কোরিয়া সরকার। দেশের বিদেশমন্ত্রকের তরফে

> ওঁরা সবাই অবৈধ অভিবাসী। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

জারি করা বিবৃতিতে আমেরিকায় দক্ষিণ কোরীয়দের প্রতি সম্মান জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আটলান্টায় হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বে থাকা স্পেশাল এজেন্ট স্টিভ শ্রাংক অবশ্য বেআইনি অভিবাসন ঠেকাতে ট্রাম্প সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এটা হঠাৎ করে চালানো কোনও অভিযান নয়। বরং একটি চলমান তদন্ত প্রক্রিয়ার অঙ্গ। দীর্ঘ তদন্তের পর অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে কারখানায় অভিযান চালান আধিকারিকরা।' বিচারবিভাগের অনুমতি নিয়েই এই অভিযান চালানো হয়েছে বলে শ্রাংক জানিয়েছেন।

হুন্ডাইয়ের কারখানায় অভিযানকে সমর্থন করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বয়ং। তিনি বলেন, 'ওঁরা সবাই অবৈধ অভিবাসী। অভিবাসন কর্তৃপক্ষ শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, এখনও আমেরিকায় বহু অভিবাসী বেআইনিভাবে বাস করছেন। তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন যাঁদের ভালো লোক বলা যায় না। তাঁরা জো বাইডেনের আমলে অবৈধভাবে এ দেশে এসেছেন।'

ভোট চর্চার নৈশভোজ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এনডিএ প্রার্থী সিপি রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন, তা নিয়ে জল্পনা চরমে। শেষবেলায় বিরোধী শিবিরকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এককাট্টা রাখতে একটি নৈশভোজের আয়োজন করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। সোমবার সন্ধ্যায় সংসদের অ্যানেক্সে ইন্ডিয়া জোটের ব্যানারে ওই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছে। বিরোধীরা যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে রেড্ডিকে ভোট দেন, সেই বার্তাই ওই নৈশভোজের অনুষ্ঠান থেকে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। এদিকে রেড্ডি ভোটারদের দেশহিতে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হল, ইন্ডিয়া জোটের শরিক না হওয়া সত্ত্বেও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রেড্ডিকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেছেন এআইমিম নেতা আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।

শি-ট্রাম্প বৈঠকের সম্ভাবনা অক্টোবরে

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : সম্প্রতি তিয়ানজিনে সাংহাই শীর্ষ সম্মেলনে ভারত, চিন ও রাশিয়ার সরকার প্রধানদের পাশাপাশি বসে আলাপচারিতা দেখে স্বস্তি হারিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইতিমধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূয়সী প্রশংসা করে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক শোধরানোর বার্তা দিয়েছেন। এবার জানা যাচ্ছে, চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে অক্টোবরে বৈঠক করতে পারেন ট্রাম্প।

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় আর্থিক সহযোগিতা শীর্ষ সম্মেলনের (এপিইসি) ফাঁকে শি-ট্রাম্প বৈঠকের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। অক্টোবরে ওই সম্মেলন হবে দক্ষিণ কোরিয়ার গিয়ংজুতে। এই তথ্য দিচ্ছে হোয়াইট হাউস। কিন্তু ট্রাম্পের সঙ্গে জিনপিংয়ের বৈঠকের চূড়ান্ত তারিখ ঠিক হয়নি। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, বাণিজ্য ও নিরাপত্তার দিক থেকে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের ওই সফরকে আমেরিকায় আর্থিক বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হতে পারে, যা দেখা গিয়েছে ট্রাম্পের সৌদি আরব, কাতার ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সফরে।

অগাস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সস্ত্রীক চিন সফরের জন্য ফোনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। তাতে সাড়াও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। কিন্তু কোনও তারিখ নির্ধারিত হয়নি। চিনের সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধের জেরে বেকায়দায় পড়েছে ট্রাম্প। বাণিজ্য ঘাটতি কমেনি। উলটে বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে শনিবার বাণিজ্য চুক্তির আওতায় থাকা দেশগুলির জন্য বেশ কিছু পণ্যে কর ছাড় ঘোষণা করেছে হোয়াইট হাউস।

বিমানবন্দরে বোমাতঙ্ক

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : মুম্বই বিমানবন্দর এবং নায়ার হাসপাতালে বোমাতঙ্ক ছড়াল। রবিবার পুলিশে ফোন করে হুমকি দেওয়া হয়, মুম্বই বিমানবন্দর ও নায়ার হাসপাতাল উড়িয়ে দেওয়া হবে। অভিযানে নামে পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। কিন্তু বিস্ফোরক পাওয়া যায়নি।

কংগ্রেসের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : জাতিহিংসায় রক্তাক্ত মণিপুরে মাত্র তিন ঘণ্টা কাটানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। এর জবাবে কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের খোঁচা, '১৩ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাবিত মণিপুর সফর ঘিরে তাঁর চিয়ারলিডাররা প্রশস্তিতে ভরিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু উনি সেখানে থাকবেন মাত্র ৩ ঘণ্টা। এই ঝটিকা সফরের মাধ্যমে উনি কী বোঝাতে চাইছেন?

সেরা পরিচালক পুরুলিয়ার কন্যা

ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : ইতিহাস গড়লেন বাংলার মেয়ে অনুপর্ণা রায়। প্রথম ছবিতেই বাজিমাত। তাঁর পরিচালিত 'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' ইতালিতে ৮২তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁকে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের স্বীকৃতি দিল। শাড়ি পরে পুরস্কার গ্রহণ করলেন অনুপর্ণা। পুরস্কার তুলে দিলেন ফরাসি পরিচালক জুলিয়া ডুকুরানো।

অনুপর্ণার ছবিটি নীরব, উপেক্ষিত ও অবমূল্যায়িত নারীদের উদ্দেশ্যে। পুরস্কার পেয়ে উচ্ছ্বসিত পরিচালক বলেছেন, 'আমার এই ছবি প্রত্যেক নারীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি, যাঁরা অবহেলিত। সমাজে যাঁদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। আমার পুরস্কারপ্রাপ্তি তাঁদের অনুপ্রাণিত করুক। আমার বাংলাকে ধন্যবাদ।'

'সংস অফ ফরগটন ট্রিজ' সেপ্টেম্বরের ১ তারিখে ভেনিস উৎসবের ওরিজেন্টি বিভাগে প্রিমিয়ার হয়। ওরিজেন্টি হল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের এমন একটি বিভাগ যেখানে ছবিতে নতুন প্রবণতা থাকতে হবে, ছবিটি পরিচালকের প্রথম ছবি হতে হবে। ছবির অভিনেতা, অভিনেত্রীদের তরুণ ও কম পরিচিতি বিশিষ্ট হতে হবে।

ছবির পটভূমি এক অভিবাসী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রীর সৌন্দর্য ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে শহরে টিকে থাকা। তাঁর জীবনসংগ্রাম, একাকিত্ব ফুটে উঠেছে সেলুলয়েডের পর্দায়। অনুপর্ণা বলেছেন, 'এ এক অসাধারণ মুহূর্ত। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি প্রযোজকদের। প্রচলিত ধারার ছবি না হওয়াতেও ভরসা রাখা হয়েছে। এই পুরস্কার আমি সমগ্র দেশবাসীকে উৎসর্গ করছি।'

পুরুলিয়ার নারায়ণপুরের মেয়ে অনুপর্ণা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক। কর্পোরেট চাকরি ছেড়ে সিনে দুনিয়ায়। অনুপম খেরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অভিনয়ে ডিপ্লোমা। মা মনীষা রায় বলেছেন, 'ওকে চাকরি ছাড়তে বারণ করেছিলাম। ও শুধু বলেছিল পাশে থেকো।'

আয়রনের ঘাটতিতে রক্তাল্পতা

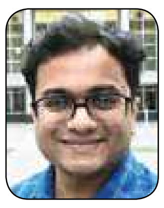

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ কোনও না কোনও কারণে রক্তাল্পতায় ভুগছেন। রক্তাল্পতার যত কারণ রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় শরীরে লৌহ-ঘাটতিজনিত রক্তাল্পতা, যা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া নামে পরিচিত। এর কারণ, লক্ষণ, চিকিৎসা সম্পর্কে জানালেন নয়াবাদের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ক্যানসার হাসপাতালের অ্যাসোসিয়েট ক্লিনিক্যাল হেমাটোলজিস্ট **ডাঃ অনুপম ব্রহ্ম**

আমাদের রক্তের রং লাল। রক্তের মধ্যে থাকে লোহিত রক্তকণিকা, যার প্রধান উপাদান হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেন পরিবহণ করে শরীরের প্রতিটি কোষে পৌঁছে দেয়। এই হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে আয়রন বা লোহা অপরিহার্য। আয়রনের ঘাটতি হলে পর্যাপ্ত হিমোগ্লোবিন তৈরি হয় না, ফলে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

কারণ

- **খাদ্যতালিকায় আয়রনের অভাব :** আমাদের খাবারে পর্যাপ্ত লৌহ না থাকলে শরীরে আয়রনের পরিমাণ কমে যায়। বিশেষ করে শাকসবজি, ডাল, মাছমাংস কম খাওয়ার ফলে এই ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
- **রক্তক্ষরণ :** নারীদের মধ্যে মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তপাত, প্রসবের পর রক্তক্ষরণ এবং পেপটিক আলসার, গ্যাস্ট্রিক, হেমারয়েড বা অন্ত্রের ক্যানসারের কারণে ধীরে ধীরে রক্তপাত।
- **শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের দ্রুত বৃদ্ধি :** দ্রুত বৃদ্ধির সময়ে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়। যদি সেই সময় যথেষ্ট আয়রনযুক্ত খাবার না খাওয়া হয়, তাহলে অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে।
- **গর্ভাবস্থা :** গর্ভবর্তী মায়ের শরীরে শিশুর জন্য অতিরিক্ত আয়রনের প্রয়োজন হয়। খাবারে পর্যাপ্ত আয়রন না থাকলে দ্রুত রক্তাল্পতা হয়।
- **আয়রন শোষণে সমস্যা :** অন্ত্রের কিছু রোগ যেমন সিলিয়াক ডিজিজ, ক্রোন্স ডিজিজ ইত্যাদিতে শরীর খাবার থেকে আয়রন ভালোভাবে শোষণ করতে পারে না।

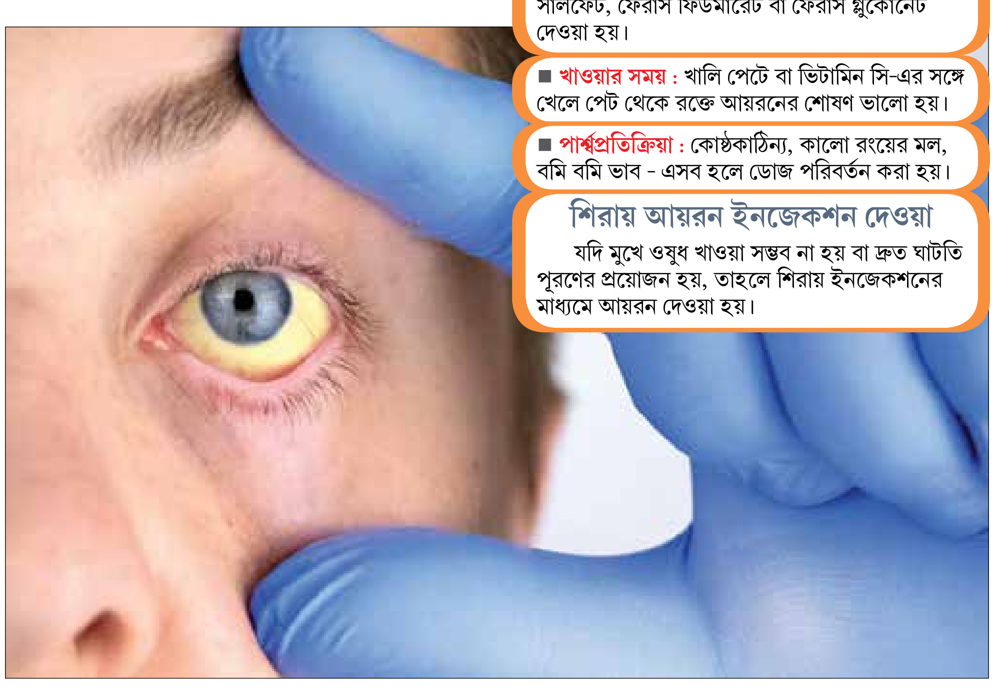

লক্ষণ

- সারাক্ষণ দুর্বলতা ও অবসাদ
- শ্বাসকষ্ট, বিশেষ করে সামান্য কাজ করলেও শ্বাস নিতে কষ্ট হওয়া
- মাথা ঘোরা বা হালকা লাগা
- ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া
- নখ ভঙ্গুর ও চামচের মতো বেঁকে যাওয়া
- জিভে ব্যাথা বা লাল হয়ে যাওয়া
- ঠোঁটের কোণ ফেটে যাওয়া
- অনেকসময় শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক জিনিস খাওয়ার ইচ্ছে দেখা দেয় যেমন মাটি, বরফ বা কাঁচা চাল খেতে চাওয়া
- শিশুদের ক্ষেত্রে মনোযোগ কমে যাওয়া, স্কুলে দুর্বল পারফরমেন্স ও শারীরিক বৃদ্ধিতে দেরি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়

- **কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট :** রক্তে হিমোগ্লোবিন ও লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা ও আয়তন দেখা হয়।
- **সিরাম ফেরিটিন :** শরীরে মজুত আয়রন কতটুকু আছে তা বোঝা যায়।
- **সিরাম আয়রন, ট্রান্সফারিন স্যাচুরেশন এবং টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি :** রক্তে আয়রনের মাত্রা ও পরিবহণের ক্ষমতা মাপা হয়।
- **পেরিফেরাল ব্লাড স্মিয়ার :** মাইক্রোস্কোপের নীচে রক্তের লোহিত রক্তকণিকার আকার ও রং দেখা হয়।
- **অন্যান্য বিশেষ পরীক্ষা :** অনেক সময় আয়রনের ঘাটতি কেন হল তা বোঝার জন্য এন্ডোস্কোপি বা কোলোনোস্কোপি করানোর দরকার হয়। মলের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে কি না দেখতে অকল্ট ব্লাড টেস্ট করতে হয়। চিকিৎসক পরামর্শ দিলে এগুলি করিয়ে নেওয়া জরুরি। কারণ অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া মনে হলেও ভেতরে পেপটিক আলসার, এমনকি পাকস্থলি বা অন্ত্রের ক্যানসার থাকতে পারে।

চিকিৎসা

চিকিৎসার মূল লক্ষ্য শরীরে আয়রনের ঘাটতি পূরণ করা এবং রক্তাল্পতার কারণ খুঁজে বের করে তা দূর করা। চিকিৎসার মধ্যে রয়েছে -

আয়রন সাপ্লিমেন্ট

- **আয়রন ট্যাবলেট বা সিরাপ :** সাধারণত ফেরাস সালফেট, ফেরাস ফিউমারেট বা ফেরাস গ্লুকোনেট দেওয়া হয়।
- **খাওয়ার সময় :** খালি পেটে বা ভিটামিন সি-এর সঙ্গে খেলে পেট থেকে রক্তে আয়রনের শোষণ ভালো হয়।
- **পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া :** কোষ্ঠকাঠিন্য, কালো রংয়ের মল, বমি বমি ভাব - এসব হলে ডোজ পরিবর্তন করা হয়।

শিরায় আয়রন ইনজেকশন দেওয়া

যদি মুখে ওষুধ খাওয়া সম্ভব না হয় বা দ্রুত ঘাটতি পূরণের প্রয়োজন হয়, তাহলে শিরায় ইনজেকশনের মাধ্যমে আয়রন দেওয়া হয়।

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন

আয়রনের ঘাটতি পূরণের জন্য খাদ্যতালিকায় আয়রনসমৃদ্ধ খাবার অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি -

- **প্রাণীজ উৎস (শরীরে সহজে শোষিত হয়) :** মাছ, মুরগির মাংস, মেটে প্রভৃতি।
- **উদ্ভিজ্জ উৎস :** ডাল, পালংশাক, কচুশাক, মেথি পাতা, লালশাক, কিশমিশ, খেজুর, তিল, গুড়।
- **ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ খাবার :** কমলালেবু, আমলকী, টমেটো আয়রন শোষণ বাড়ায়।
- চা ও কফি খাবারের সঙ্গে না খাওয়াই ভালো, কারণ এগুলো আয়রন শোষণ কমায়।

মূল কারণের চিকিৎসা

- অতিরিক্ত মাসিক হলে গাইনিকোলজিক চিকিৎসা
- গ্যাস্ট্রিক আলসার বা অন্ত্রের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা
- পরজীবী সংক্রমণ হলে তার ওষুধ

প্রতিরোধের উপায়

- শিশু ও কিশোরদের বয়স অনুযায়ী সুষম খাবার দেওয়া
- গর্ভবর্তী ও দুগ্ধদানকারী মায়েদের নিয়মিত আয়রন ও ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট
- মাসিকজনিত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ বা অন্য কোনও রক্তপাত হলে দ্রুত চিকিৎসা
- নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রক্তাল্পতা আগে থেকেই শনাক্ত করা

আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া একটি প্রতিরোধযোগ্য ও সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য রোগ, যদি সময়মতো ধরা পড়ে এবং চিকিৎসা করা হয়। সুষম খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং আয়রনের ঘাটতির কারণ দূর করাই এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান। নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের জন্য আয়রনসমৃদ্ধ খাবার খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

ক্যানসার নির্ণয়ে স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব

শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে ক্যানসার আজ এক বড় স্বাস্থ্য সমস্যা। প্রাথমিক পর্যায়ে স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে ক্যানসার শনাক্ত করা সফল চিকিৎসার সম্ভাবনা বাড়ায় এবং মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে সাহায্য করে। লিখেছেন শিলিগুড়ির রাঙ্গাপানির মণিপাল হসপিটালসের কনসালট্যান্ট অঙ্কোলজিস্ট **ডাঃ অর্কপ্রভ হালদার**

কোন ক্যানসারে কোন ধরনের স্ক্রিনিং

ব্রেস্ট ক্যানসার

ব্রেস্ট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের জন্য ম্যামোগ্রাফি প্রধান পরীক্ষা। উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্রেস্ট এমআরআই বা আল্ট্রাসাউন্ডও করা হয়। ম্যামোগ্রামে স্বল্প মাত্রার এক্স-রে ব্যবহার করে স্তনের টিস্যুতে অস্বাভাবিকতা চিহ্নিত করা হয়। এটা করা হয় উপসর্গ দেখা দেওয়ার আগেই। স্বাভাবিক ঝুঁকির মহিলাদের ৪০ বছর বয়স থেকে প্রতি ১-২ বছরে একবার স্ক্রিনিং করা উচিত। পারিবারিক ইতিহাস বা বিআরসিএ জিন মিউটেশনের মতো বড় ঝুঁকি থাকলে ৩০ বছর থেকে বা আরও আগে ঘনঘন স্ক্রিনিং প্রয়োজন, প্রয়োজনে এমআরআই ম্যামোগ্রাম সহ।

সার্ভিকাল ক্যানসার

প্যাপ টেস্ট (প্যাপ স্মিয়ার) ও এইচপিভি টেস্ট সার্ভিকাল কোষের প্রি-ক্যানসার বা ক্যানসারের লক্ষণ চিহ্নিত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যাপ স্মিয়ারে সার্ভিক্স থেকে কোষ সংগ্রহ করে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করা হয়। আর এইচপিভি টেস্টে উচ্চ ঝুঁকির ভাইরাস শনাক্ত করা হয়। ২১-৬৫ বছর বয়সি মহিলাদের প্রতি তিন বছরে একবার প্যাপ স্মিয়ার অথবা ৩০-৬৫ বছর বয়সে প্রতি পাঁচ বছরে একবার প্যাপ ও এইচপিভি যৌথ পরীক্ষা করানো উচিত। ফল স্বাভাবিক থাকলে ৬৫ বছর বয়সের পরে সাধারণত স্ক্রিনিং বন্ধ করা যায়।

কোলোরেক্টাল ক্যানসার

কোলোরেক্টাল ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ের মধ্যে রয়েছে কোলোনোস্কোপি, স্টুল ডিএনএ টেস্ট (যেমন কোলোগার্ড) ও ফিকাল ইমিউনোকেমিক্যাল টেস্ট (এফআইটি)। কোলোনোস্কোপিতে ক্যামেরার সাহায্যে সরাসরি কোলন পরীক্ষা করা হয় আর স্টুল টেস্টে ক্যানসারের রক্ত বা ডিএনএ চিহ্ন শনাক্ত করা হয়। ৫০-৭৫ বছর বয়সি স্বাভাবিক ঝুঁকির প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়মিত স্ক্রিনিং প্রয়োজন। সাধারণত ১০ বছরে একবার কোলোনোস্কোপি বা বছরে একবার এফআইটি কিংবা তিন বছরে একবার স্টুল ডিএনএ টেস্ট করানো প্রয়োজন। উচ্চ ঝুঁকির ক্ষেত্রে আরও আগে শুরু করতে হয়।

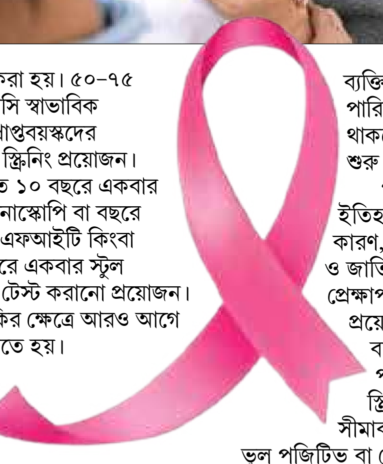

ফুসফুসের ক্যানসার

ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য লো-ডোজ সিটি স্ক্যান (এলডিসিটি) ফুসফুসের ক্যানসার শনাক্তে কার্যকর। এতে ফুসফুসের বিস্তারিত ছবি পাওয়া যায়, যা ক্ষুদ্র নডিউল বা গঠন শনাক্ত করতে সহায়ক। ৫০-৮০ বছর বয়সি যাদের ধূমপানের ইতিহাস ২০ বছরের বেশি, তাঁরা যদি বর্তমানে ধূমপান করেন বা গত ১৫ বছরে ছেড়ে দেন, তাহলে বছরে একবার স্ক্রিনিং করানো উচিত।

প্রস্টেট ক্যানসার

প্রস্টেট ক্যানসার স্ক্রিনিংয়ে সাধারণত প্রস্টেট-স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন (পিএসএ) রক্ত পরীক্ষা এবং কখনও ডিজিটাল রেক্টাল এগজাম (ডিআরই) করা হয়। পিএসএ টেস্টে রক্তে প্রোটিনের মাত্রা মাপা হয় যা ক্যানসারের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে। আর ডিআরই'তে প্রস্টেট গ্রন্থিতে অস্বাভাবিকতা যাচাই করা হয়। ৫৫-৬৯ বছর বয়সি পুরুষদের চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্ক্রিনিং করানো উচিত। উচ্চ ঝুঁকির ব্যক্তিরা (যেমন পারিবারিক ইতিহাস থাকলে) আরও আগে শুরু করতে পারেন।

পারিবারিক ইতিহাস, জিনগত কারণ, জীবনযাত্রা ও জাতিগত প্রেক্ষাপট স্ক্রিনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা বদলে দিতে পারে। প্রতিটি স্ক্রিনিং পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে— ভুল পজিটিভ বা নেগেটিভ হতে পারে এবং কিছু ক্যানসার (যেমন প্যানক্রিয়াটিক বা ওভারিয়ান) নিয়মিত স্ক্রিনিংয়ে ধরা পড়ে না। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে সঠিক পরীক্ষা ও কম খরচের স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম বেছে নেওয়াই সর্বোত্তম।

সুষম খাদ্যাভ্যাসই সুস্বাস্থ্যের চাবিকাঠি

১ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর ছিল জাতীয় পুষ্টি সপ্তাহ। এবারের থিম সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে উন্নত জীবন (Eat Right for a Better Life)। আমরা প্রতিদিন যা খাই তা শুধু আমাদের দৈহিক শক্তি জোগায় না বরং আমাদের মানসিক সুস্থতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সামাজিক জীবনযাত্রার ওপরও প্রভাব ফেলে। জীবনে রোগমুক্ত এবং স্বাস্থ্যকরভাবে বেঁচে থাকতে গেলে সুষম খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লিখেছেন পুষ্টিবিদ **দীপিকা ব্যানার্জি**

কথায় আছে ‘স্বাস্থ্যই সম্পদ’। আর এই স্বাস্থ্য সঠিকভাবে বজায় রাখার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল সঠিক খাদ্যাভ্যাস। সুষম খাবার হল সেইসব খাবার, যাতে শরীরের প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান যেমন- শর্করা, প্রোটিন, স্নেহ জাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল সঠিক পরিমাণে এবং অনুপাতে বিদ্যমান। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় রাখতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল ও শাকসবজি, সম্পূর্ণ শস্য জতীয় খাবার, কম চর্বি, লবণযুক্ত ও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে জল।

সঠিক খাদ্যাভ্যাস রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে সঠিক পুষ্টি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা উন্নত করে, যা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। সর্বোপরি দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা বজায় রাখে।

- ফলের রস বা ডেজার্টের পরিবর্তে তাজা ফল খান। এতে প্রাকৃতিক মিষ্টি সহ ফাইবার থাকে।
- যে কোনও খাদ্যসামগ্রী কেনার আগে লেবেলটা ভালো করে দেখে নিন। কারণ, কর্ন সিরাপ, মালটোজ বা ফ্রুকটোজের মতো শব্দগুলো কিন্তু চিনিকেই বোঝায়।
- ধীরে ধীরে চা-কফিতে চিনি খাওয়া কমিয়ে ফেলুন বা বাদ দিয়ে দিন।
- রান্নায় খেজুর বা অল্প পরিমাণে গুড় ব্যবহার করতে পারেন। তবে গুড় এবং মধুও ক্যালোরি যোগ করে, তাই সীমিত ব্যবহার করা উচিত।

কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের মতো ৮৮ ফুটের না হলেও এবার শিলিগুড়ির স্বস্তিকা যুবক সংঘে তৈরি হচ্ছে ৫১ ফুটের দুর্গা প্রতিমা। এর আগে সবচেয়ে উঁচু প্রতিমা তৈরি নিয়ে রেকর্ড করেছিল সোদপুরের শহিদ কলোনি। তাদের প্রতিমা ছিল ১০৭ ফুট উঁচু। পরে রানাঘাটে এক প্রতিমা তাকেও ছাপিয়ে যায়। এই নিয়েই আলোকপাত করলেন প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

উত্তরে দীর্ঘতম মূর্তি

এল এল পুজো এল

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : তৈরি হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় দুর্গা প্রতিমা। এমন দাবি করছেন শিলিগুড়ি স্বস্তিকা যুবক সংঘের পুজো কমিটি। সবচেয়ে বড় দুর্গা শুনলেই ২০১৫ সালের কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের কথা মনে পড়ে। তবে দেশপ্রিয় পার্কের মতো ৮৮ ফুটের না হলেও স্বস্তিকা যুবক সংঘে তৈরি হচ্ছে ৫১ ফুটের দুর্গা। উত্তরবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বড় দুর্গা তৈরি করে এবছর মানুষের নজর কাড়তে চাইছেন উদ্যোক্তারা। এবছর তাঁদের পুজো ৬৮ বছরে পড়েছে।

ক্লাবের পেছনে বাড়ি ষাটোর্ধ্ব রুমা নাথের। তিনি জানান, একসময় শহরে এত ক্লাব ছিল না, এত পুজো হত না। তখন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ শিলিগুড়িতে আসতেন এই ক্লাবের পুজো দেখার জন্য। ধীরে ধীরে নতুন নতুন ক্লাব ও থিমের চাকচিক্যে এই ক্লাবটির পুজো কিছুটা হলেও নিজের জৌলুস হারায়। তবে এবছর ফের সকলের নজর কাড়তে তাঁরা 'উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় দুর্গা' তৈরি করতে চলেছেন।

ক্লাবের এক প্রবীণ সদস্য অরূপরতন ঘোষ বলেন, 'ছোট বেলায় পুজোর দিনে ঘুম থেকে উঠে অপেক্ষা করতাম কখন স্বস্তিকা যুবক সংঘের পুজো দেখতে যাব।' পুরানো দিনের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, 'একবার পুজোয় হিন্দি সিনেমা 'প্রেমনগর'-এ রাজেশ খান্নার বাড়িটি যেমন ছিল সেই আদলে পুজোমণ্ডপ তৈরি হয়েছিল। বাইরে থেকে আসা দর্শনার্থীরা সেবার বলেছিলেন কলকাতাতেও এত ভালো পুজো তাঁরা দেখেননি।'

৫১ ফুট উচ্চতার প্রতিমাটি তৈরি করছেন শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পী খোকন পাল। তিনি বলেন, 'ক্লাবে প্রতিমা গড়া চলছে। এর আগে আমি ৩০ ফুট উচ্চতার গণেশমূর্তি, ২৭ ফুটের কালীমূর্তি তৈরি করেছি। কিন্তু এত বড় দুর্গা এই প্রথম তৈরি করছি।' মণ্ডপটি তৈরি করছেন অরূপ দত্ত। প্রতিমা বড় হলেও মণ্ডপটি হবে খোলামেলা বলে জানান উদ্যোক্তারা। প্রতিমার পাশাপাশি এবছর এই ক্লাবের পুজোর আরেকটি বিশেষত্ব হল মহিলা ঢাকির দল। ঢাকিরা কলকাতা থেকে আসবেন।

পুজো কমিটির সম্পাদক বাপ্পা পাল বলেন, 'কলকাতায় সবচেয়ে বড় প্রতিমা গড়ার পর যেধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছিল সেরকম ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেদিকে কড়া নজরদারি রাখা হবে। তাই প্রথম থেকে প্রশাসনের সঙ্গে আমাদের এবিষয়ে আলোচনা চলছে।'

এছাড়া তিনি জানান, পুজোমণ্ডপের কাছে দর্শনার্থীদের আসতে দেওয়া হবে না। প্রায় ৩০ ফুট দূর থেকে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। ঢোকার এবং বেরোনোর পথে যথেষ্ট নজরদারির ব্যবস্থা থাকবে। দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা হবে। তৃতীয়ায় পুজোর উদ্বোধন হবে।

স্বস্তিকা যুবক সংঘের নজরকাড়া প্রতিমা তৈরি চলছে। ছবি : সূত্রধর

এবারের চমক

- শিলিগুড়ি স্বস্তিকা যুবক সংঘ ৫১ ফুটের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছে
- পুজোয় কলকাতা থেকে আসবে মহিলা ঢাকির দল
- ৩০ ফুট দূর থেকে প্রতিমা দর্শন করতে হবে

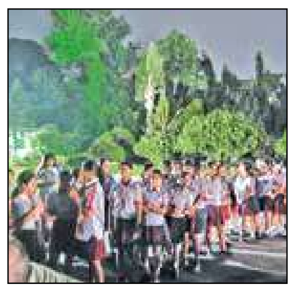
উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চে চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পড়ুয়াদের ভিড়।

এগিয়ে এল বিজ্ঞানমঞ্চ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে অনেকের মনেই কুসংস্কার রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, গ্রহণ মানেই অশুভ। এই সময় নাকি কোনও শুভ কাজ করা উচিত নয়। এইরকম নানা ধরনের কথা বলতে শোনা যায়। তবে এবার চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে মানুষের মন কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে এগিয়ে এলেন উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র ও পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিনিধিরা। বোঝালেন, গ্রহণের সঙ্গে রান্নাবান্না না করা, বাইরে না যাওয়া, পূজাপাঠ না করার কোনও সম্পর্ক নেই।

এদিন পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষ্যে চায়ের আড্ডার আয়োজন করা হয় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা কার্যালয় দেশবন্ধুপাড়ার উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে। উমা বসু বিজ্ঞান ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বৃষ্টির জন্য টেলিস্কোপের মাধ্যমে চন্দ্রগ্রহণ দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়নি। তবে উপস্থিত পড়ুয়াদের নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পড়ুয়াদের কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞান নিয়ে সচেতন করেন বিজ্ঞানমঞ্চের আহ্বায়ক বিপ্লব দাস।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানকেন্দ্রেও পড়ুয়াদের কুসংস্কারমুক্ত করতে সচেতন করেন প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস। তিনি বলেন, 'গ্রহণের সঙ্গে শুভ কাজ না করার কোনও সম্পর্কই নেই। গ্রহণের সঙ্গে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের সম্পর্ক রয়েছে।' উপস্থিত বিজ্ঞানপ্রেমীদের নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতাও করা হয়। এছাড়াও বিজ্ঞানকেন্দ্রে পিপিটির মাধ্যমে চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করা হয়। টেলিস্কোপের মাধ্যমে উপস্থিত বিজ্ঞানপ্রেমীদের চন্দ্রগ্রহণ দেখানো হয়। তবে তাল কাটে বৃষ্টিতে। বৃষ্টির কারণে গ্রহণ দেখার ক্ষেত্রে ভাটা পড়ে।

সভাপতি জাকির

ইসলামপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা ভোটের আগে ইসলামপুর ব্লক সভাপতি হিসেবে পঞ্চমবারের জন্য জাকির হুসেনের ওপরই ভরসা রাখছে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। রবিবার তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে ব্লক সভাপতি হিসেবে জাকিরের নাম প্রকাশ্যে আসতেই অনুগামীদের মধ্যে উৎসাহ ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, ইসলামপুর টাউন সভাপতি হিসেবে এবার নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন বাপি পালচৌধুরী। টাউন যুব সভাপতি বিক্রম দাসকে সরিয়ে এই পদে নতুন মুখ এনেছে দল।

সেরা ছবি

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার শিলিগুড়ি সিনে সোসাইটি আয়োজিত শিলিগুড়ি শর্টফিল্ম ফেস্টিভাল শেষ হল রবিবার। ১২তম এই চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা ছবি হিসেবে নির্বাচিত হল পরিচালক পীযূষ ঠাকুর পরিচালিত 'দ্য ফার্স্ট ফিল্ম'। এছাড়া সেরা সিনেমাটোগ্রাফি, দর্শকদের বিচারে সেরা ছবিকেও পুরস্কৃত করা হয়েছে।

আমন্ত্রণে ভোলবদল চাহিদা ই-কার্ডের

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : বিয়ের মরশুমে আগে সবচেয়ে বেশি চাহিদা থাকত রঙিন কাগজে ছাপানো আমন্ত্রণপত্রের। নাম লিখে, খামে ভরে আত্মীয় বা বন্ধুর হাতে পৌঁছে দেওয়াই ছিল প্রথা। কিন্তু সময় বদলেছে। এখনকার প্রজন্ম কেবল কার্ডের ওপর ভরসা রাখছে না। এখন মোবাইলের মাধ্যমেই পৌঁছে যাচ্ছে আমন্ত্রণপত্র।

খরচ বাঁচানো থেকে শুরু করে পরিবেশ সচেতনতা, একাধিক কারণে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ই-কার্ড। হোয়াটসঅ্যাপ, ই-মেল কিংবা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পৌঁছে যাচ্ছে সেই আমন্ত্রণপত্র, যা শহর থেকে মফসসল সব জায়গাতে এখন সমান জনপ্রিয়। নভেম্বরে বিয়ে বলে এখন থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়েছে শ্রেয়া সাহার বাড়িতে। কনের ঘরে বসেই সবাই মিলে সাজাচ্ছেন আমন্ত্রণপত্র। তবে খাতা-কলম নয়, সামনে খোলা ল্যাপটপ আর মোবাইল স্ক্রিন। ডিজাইনারের পাঠানো ই-কার্ড বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছেন কনে আর তাঁর বন্ধুরা। ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে পছন্দের গান আর স্লাইডে ভেসে উঠেছে বর ও কনের ছবি আর বিয়ের তারিখ। আর এই সবকিছু দেখে অবাক কনের দিদা মালতী সাহা। বললেন, 'আমাদের সময় তো এসব দেখিনি। এখন বাড়ি বসেই মোবাইলে নিমন্ত্রণ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সময় তো কনের বাবা বা দাদাদের কাঁধেই সব দায়িত্ব থাকত।' সামনেই বিয়ে হায়দারপাড়ার সায়ন ঘোষের। কলেজ ও চাকরিসূত্রে কলকাতায় থাকতে হয় সায়নকে। তাঁর মতে, 'বাড়ির আশপাশে ও কিছু আত্মীয়দের জন্যই নিয়ম রক্ষার্থে কার্ড বানিয়েছি। বাকি আমার সহকর্মী ও বন্ধুদের ই-কার্ডেই আমন্ত্রণ করেছি। খরচসাপেক্ষ তবে সুবিধাজনক।' অনেকেই আবার কম বাজেটে বিয়ে করে পছন্দের জায়গায় হানিমুনে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনা রয়েছে রুচিতা সরকার ও অর্ণব সাহার। বিয়ের অনেক পরিকল্পনাতেই তাঁদের পরিবর্তন এসেছে। তার মধ্যে একটি হল কাগজে ছাপা আমন্ত্রণপত্রের পরিবর্তে ই-কার্ড। রুচিতার কথায়, 'বাড়ির নিময় রক্ষা করার জন্য মাত্র ২০টি কার্ড বানিয়েছি আর বাকি সবাইকে ই-কার্ড ও ভিডিও ইনভিটেশনের মাধ্যমেই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' ই-কার্ডের জনপ্রিয়তায় গ্রাফিক ডিজাইনারদের ভালোই লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে। এক গ্রাফিক ডিজাইনার সুরজ দে-র কথায়, 'গত ২ বছরে ই-কার্ডের চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫টি ই-কার্ড বানিয়েছি। এখন সবাই নতুন নতুন ই-কার্ড বানাতে পছন্দ করছেন।' তবে শুধু বিয়েতে নয়, মুখেভাত, এনগেজমেন্ট থেকে শুরু করে যে কোনও ক্ষেত্রে আমন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবে জায়গা করে নিচ্ছে ই-কার্ড।

> গত ২ বছরে ই-কার্ডের চাহিদা অনেকটাই বেড়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫টি ই-কার্ড বানিয়েছি। এখন সবাই নতুন নতুন ই-কার্ড বানাতে পছন্দ করছেন।
>
> – সুরজ দে ডিজাইনার

নারী সুরক্ষায় জোর সম্মেলনে

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : পাহাড়ে মহিলা সংগঠন বাড়াতে গুরুত্ব দিল সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। ২০১১ সালের পর সমিতির জেলা কমিটিতে স্থান পেলেন পাহাড়ের বাসিন্দারা। রবিবার মহিলা সমিতির ১৭তম সম্মেলন মিত্র সম্মিলনী হলে আয়োজিত হয়। সেখানে নারী নিরাপত্তা, শহরের উন্নয়নে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ব্যর্থতা, নারী সুরক্ষা সহ আরও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের পর সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে ৫১ জনের যে কমিটি গঠন হয়েছে, সেখানে জায়গা পেয়েছেন কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা রেজিনা চামলিং। ১৯ জনের সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। সমিতির জেলা সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন মণি থাপা ও সভাপতি রত্না চৌবে। এদিনের সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সমিতির রাজ্য সম্পাদিকা কনীনিকা ঘোষ বসু।

বিনামূল্যে ওষুধ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রোটারি ক্লাব অফ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটানের উদ্যোগে এবং নব যুবকবৃন্দ ক্লাবের সহযোগিতায় রবিবার থেকে শুরু হল হোমিওপ্যাথি শিবির। প্রতি রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত এই শিবির থেকে দুঃস্থদের প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হবে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগর এলাকায় শিবিরটির আয়োজন করা হবে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এসজেডিএ চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার ও কাউন্সিলার অনীতা মাহাতো, ক্লাব সভাপতি জ্যোতি দে সরকার, ক্লাব সম্পাদক ভীমসেন গোয়েল ও অন্যরা। ভীম বলেন, '৫ নম্বর ওয়ার্ডে নব যুবকবৃন্দ ক্লাব থেকে প্রতি রবিবার দুঃস্থদের ওষুধ প্রদান করা হবে।'

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৫-এ ছোট নাটকের উৎসবে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় দীনবন্ধু মঞ্চে প্রথম নাটক শিলিগুড়ি রঙ্গমালঞ্চ প্রযোজনা 'আমি কিছুতেই উল্লুক হবো না', দ্বিতীয় নাটক শিলিগুড়ি শিল্পীতীর্থ প্রযোজনা 'নটি বিনোদিনী' এবং তৃতীয় নাটক ভারতীয় গণনাট্য সংঘ উত্তরধ্বনি শাখার প্রযোজনা 'আজকে আমার ছুটি'।

ইসলামপুরে ৩৮ লাখি দুর্গাপুজোয় সঙ্গী শিব

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : 'শিব রূপে ধর শিঙা, কালী রূপে ধর অসি' হতে পারে দুর্গাপুজো, বাড়ির মেয়ে তাঁকে দুঃখ দিয়ে চারদিনের জন্য এলেও সৃষ্টির আদিকাল ঘরের জামাইকেই বা কী করে ভুলে থাকে মর্ত্যবাসী? এবারের পুজোয় ইসলামপুরের কমল মেমোরিয়াল ক্লাবের (কেএমসি) নতুন চমক ৬০ ফুট লম্বা ও ৫৮ ফুট চওড়া 'আদিযোগী শিব।' সমুদ্রমন্থন থেকে শুরু করে শিবের মাথায় গঙ্গার প্রবাহ ফুটে উঠবে পুজোমণ্ডপে। ভোগবাদী সংস্কৃতিতে সংকীর্ণ হতে থাকা সমাজে শিবের বৈরাগ্য ভাব ও নারীর প্রতি সম্মানের বার্তা নিয়ে উদ্যোক্তারা এই থিমকে রূপ দিতে বদ্ধপরিকর।

উত্তরবঙ্গের বড় বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম কেএমসি'র দুর্গাপুজো। পুজো কমিটি জানিয়েছে, এবছর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে থ্রিডি প্রোজেকশন ম্যাপিং লেজার লাইট শো। এবারে পুজোর বাজেট ৩৮ লক্ষ টাকা। ৫৩ বছরে পা দিতে চলা এই ক্লাব যেমন মণ্ডপসজ্জা, প্রতিমা এবং আলোকসজ্জার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মন জয় করে থাকে। একইভাবে বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজ ও সামাজিক বার্তা পুজোর থিমে জায়গা করে নেয়। পুজো কমিটির পদাধিকারীরা জানিয়েছেন, এবছরও তাতে কোনও খামতি হবে না।

আদিযোগী শিব, এই থিমেই কেন জোর দেওয়া হল প্রশ্নে উদ্যোক্তাদের যুক্তি, 'শিব' শব্দটির আভিধানিক অর্থ মঙ্গল। মায়ের আগমনে এলাকার সব মঙ্গলময় হয়ে উঠুক এই আশা নিয়েই আমরা থিমটি ভেবেছি। পাড়ার বাসিন্দা রিয়া চাকির অভিজ্ঞতা, পুজোর ক'টা দিন তাঁদের সমস্ত দুঃখ যেন মুছে যায়। বাড়ির বাইরে থাকা আত্মীয়রাও পুজো দেখতে এসে এই পুজোতে অল্প সময়ের জন্য ঘুরে যান।

পুজো কমিটির সম্পাদক দৃপ্ত বিশ্বাসের কথায়, 'শিব আদি পুরুষ। ২০২৫- এ দাঁড়িয়ে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী নিরাপত্তা আজও প্রশ্নের মুখে। কিন্তু মহাদেবের জীবনে নারীর সম্মানের অধ্যায় অনেক জুড়ে। স্বয়ং মা গঙ্গাকে তিনি মাথায় ধারণ করেছেন। শিবের নারীর প্রতি সম্মান আমাদের নতুন দিশা দেখাবে।'

> শিব আদি পুরুষ। ২০২৫- এ দাঁড়িয়ে এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী নিরাপত্তা আজও প্রশ্নের মুখে। কিন্তু মহাদেবের জীবনে নারীর সম্মানের অধ্যায় অনেক জুড়ে। স্বয়ং মা গঙ্গাকে তিনি মাথায় ধারণ করেছেন। ফলে দেবীপক্ষে আদিযোগী শিবের নারীর প্রতি সম্মান আমাদের নতুন দিশা দেখাবে এই আশা রাখছি।
>
> দৃপ্ত বিশ্বাস সম্পাদক

ট্রেন্ডের পাল্লায় কাজ কমেছে দর্জিদের

অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : একসময় পুজো আর দর্জির দোকানের সামনে লম্বা লাইন প্রায় সমার্থক ছিল। কাজের এতটাই চাপ থাকত যে, পুজোর মাসখানেক আগে থেকে দর্জিরা জামাকাপড়ের অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিতেন। সেইসব দিন এখন অতীত। বিশ্বায়নের এই নয়া জমানায় বিভিন্ন শপিং প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একটা ক্লিক করলেই জামাকাপড় চলে আসে বাড়ির দরজায়। স্বাভাবিকভাবেই কাজ কমেছে দর্জিদের। শিলিগুড়ির মহাবীরস্থানে নেতাজি মার্কেটে সারিবদ্ধভাবে দর্জিরা বসেন। এই দর্জিদের একজন গৌতম বাড়ুই। আক্ষেপের সুরে গৌতম জানান, অনেক দর্জি কাজ ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের কাছে এখন আর সেভাবে জামাকাপড় তৈরির অর্ডার আসে না। যা আসে তা হল জামাকাপড় ফিটিংস করানো আর ছেঁড়া জামাকাপড় সেলাই করার কাজ। এই কাজে আর ক'টা টাকাই বা পাওয়া যায়। কোনওমতে সংসার চলে আর কী।'

পালটে যাওয়া এই সময়ের চাহিদা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেবাংশু বিশ্বাস নামে এক তরুণ বলেন, 'থানকাপড় দিয়ে কি কার্গো প্যান্ট তৈরি করা সম্ভব? আমাকে তো আমার এক বান্ধবী বলল আমাকে নাকি ওভার সাইজড টি-শার্টের সঙ্গে কার্গো প্যান্টেই সব থেকে সুন্দর মানায়। তাই আমি একটা ওয়েবসাইট থেকে ওভার সাইজড টি-শার্ট আর কার্গো প্যান্ট অর্ডার করলাম।'

শপিং মল আর ই-কমার্সের বাজারে মহিলাদের পোশাক তৈরির কারিগররা বাকি দর্জিদের চেয়ে খানিক স্বস্তিতে আছেন। আলো চৌধুরী মোড়ের একটি দর্জির দোকানে কাজ করেন কবিতা বর্মন এবং টুম্পা রায়। দুজনেই এই পেশায় রয়েছেন প্রায় বছর ১৫। তাঁদের দোকানে কেবলমাত্র মহিলাদের পোশাক তৈরি করা হয়। নতুন নতুন নকশায় সালোয়ার, ব্লাউজ তৈরি করেন তাঁরা। তাঁরা জানালেন, বাজারে টিকে থাকার জন্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হাল আমলের ফ্যাশন শিখে নিতে হচ্ছে। দ্রুতগতির এই সময়ে প্রতিদিন পালটাচ্ছে ফ্যাশন। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চললে টিকে থাকা যাবে না বলেও তাঁরা জানান।

বিমল দাস প্রায় ৪২ বছর ধরে এই পেশায় আছেন। তাঁর দোকান শিলিগুড়ির হাতি মোড়ে। তিনি বলেন, 'পুরোনো সময়ের তুলনায় এখন মাত্র ২০ শতাংশ কাজ পাই। দোকানে আসেন মূলত মহিলারা। আর কিছু প্রবীণ।' দর্জি নীলরতন ঘোষ বলেন, 'এক সময় স্কুল ইউনিফর্ম তৈরির প্রচুর কাজ আসত। কিন্তু এখন সরকারি স্কুল থেকে ইউনিফর্ম দেওয়ায় সেই কাজটাও কমে গিয়েছে।'

হতাশার এই অন্ধকারেও খানিক আলোর রেখা কিন্তু ঠিক পাওয়া যায়। বিধান মার্কেটের একটি দর্জির দোকান থেকে বেরিয়ে আসছিলেন কলেজ পড়ুয়া প্রণমিতা ভৌমিক। প্রণমিতা বলেন, 'সালোয়ারের মাপ দিয়ে এলাম। যতই রেডিমেড পোশাক কিনি নিজের পছন্দমতো অর্ডার দিয়ে জামা না বানালে সেই ফিলটাই আসে না।'

পুরোনো দিনের অনেক কিছুই তো আবার নতুন রূপে ফিরে আসে। হয়তো আবার কোনও একদিন দর্জিদের কাছে মাপ দিয়ে বানানো জামা ফের 'ট্রেন্ডিং' হবে। আর দর্জিদের সেলাই মেশিনের শব্দ মিশবে পুজোর সিম্ফনিতে।

বদল যেখানে

- পুজোয় জামাকাপড় তৈরির কাজ নেই দর্জিদের
- এখন দর্জির দোকানে পোশাক তৈরি করাতে যান মূলত মহিলারা
- এছাড়া জামাকাপড় ফিটিং করাতে কেউ কেউ যান
- রেডিমেড পোশাক এবং অনলাইন শপিংয়ে ঝোঁক বেড়েছে

অজ্ঞাতবাসে, কেউ পরীক্ষাকেন্দ্রে

প্রথম পাতার পর

অঙ্কিতাকে দেখা গিয়েছিল। তারপর থেকে তিনি আর প্রকাশ্যে দেখা দেননি। বর্তমানে তিনি জেলা তৃণমূলের সম্পাদক পদে থাকলেও দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিকে, পরেশকে শুক্রবার চ্যাংরাবান্ধায় গণেশপুজো এবং শনিবার হলদিবাড়িতে একটি ফুটবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছে। এদিন পরেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেলেও এসএসসি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। কোথায় রয়েছেন, সেকথাও বলতে রাজি হননি।

এবার আসা যাক অনামিকার কথায়। বর্তমানে শিলিগুড়ি শহরের সুকান্তনগরের দুধমোড়ে থাকেন তিনি। সব ঠিক থাকলে এদিন হয়তো ইনভিজিলেটর হয়ে তাঁর পরীক্ষা তদারকি করার কথা। অথচ আদালতের রায়ে আজ তিনি পরীক্ষার্থী। রবিবার শিলিগুড়ি নেতাজি গার্লস হাইস্কুলে স্বামীর সঙ্গে পরীক্ষা দিতে এসেছিলেন।

প্রশ্নপত্র কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে অনামিকা বলেন, 'সহজ প্রশ্ন ছিল। খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে না পেরেও ভালো পরীক্ষা দিয়েছি।'

তবে যোগ্য হয়েও এই পরীক্ষায় পুনরায় বসা তাঁর কাছে যে অসম্মানজনক, তা অনামিকার কথাতেই স্পষ্ট। হতাশার সুরে তিনি বলেন, 'সোমবার থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। পড়ুয়াদের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা রয়েছে। অথচ আমাকে নিজের চাকরি বাঁচাতে আবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।'

২০১৬ সালে এসএসসি'র শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় দুর্নীতি সামনে এসেছিল তৎকালীন রাজ্যের মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর মেয়ে অঙ্কিতা অধিকারীর নিয়োগ নিয়ে। অঙ্কিতার চাকরি যে অবৈধ তা জানিয়ে আদালত মন্ত্রী-কন্যার চাকরি বাতিল করে দেয়। অঙ্কিতার সেই চাকরি পেয়েছিলেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা ববিতা সরকার। তবে কিছুদিন চাকরি করার পর ববিতার চাকরি নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অনামিকা। মামলা চলাকালীন দেখা যায়, ববিতার চেয়ে নম্বর বেশি পেয়েছিলেন অনামিকা। সেই সময় আদালত ববিতার চাকরি বাতিল করে, তাঁর জায়গায় অনামিকাকে নিয়োগের নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের নির্দেশে সেই চাকরি পান অনামিকা। দু'বছর রাজগঞ্জের স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন।

যে পরীক্ষা প্রায় দশ বছর আগে দিয়েছিলেন, তার প্রস্তুতি এখন নিতে গিয়ে যে অনেকটাই সমস্যা হয়েছে তাও স্বীকার করলেন। অনামিকা বলেন, 'এখন আমি দুটো বাচ্চার মা। পরিবারের প্রতিও আমার দায়িত্ব বেড়েছে। দশ বছর আগে যেখানে দশ থেকে বারো ঘণ্টা এসএসসি'র জন্য পড়াশোনা করেছিলাম। কিন্তু এখন ফাঁকা সময়ে সেই প্রস্তুতি নিয়েছি।'

অন্যদিকে, ববিতা সরকারকে সারাদিন ফোন করেও যোগাযোগ করা যায়নি। তাঁর পরীক্ষা আগামী রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর। তাই আপাতত তিনি পড়াশোনাতেই মনোনিবেশ করেছেন।

'সংঘাত ভূমি'-তে ফের পর্যটনের সম্ভাবনা পুজোয়

খুলছে চো লা, ডোকালাম

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রত্যাশামতোই পুজোয় পর্যটকদের পা পড়বে যুদ্ধক্ষেত্রে। চলতি বছরের ১৫ জানুয়ারি ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজমের ঘোষণা করেছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ২৭ সেপ্টেম্বর দেশীয় পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ডোকালাম ও চো লা। রবিবার দুটি যুদ্ধক্ষেত্র খুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন সিকিমের পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব সি শুভাকর রাও। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ইতিমধ্যে চো লা ও ডোকালামে পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আপাতত প্রত্যেকদিন দুটি জায়গায় ২৫টি করে গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে।' প্রশাসনিক সূত্রে খবর, সেনাবাহিনী ও বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দুইদিন আগে ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজম নিয়ে বৈঠক করেন সিকিমের মুখ্যসচিব রবীন্দ্র তেলাং। ওই বৈঠকেই চো লা ও ডোকালামে পর্যটন চালুর ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

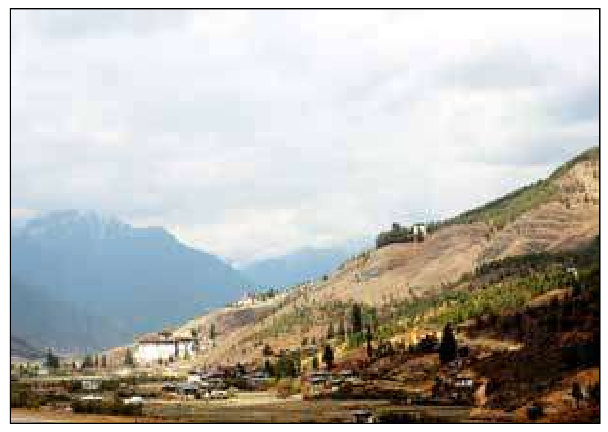

ভারত-ভুটান-চিন সীমান্তের ডোকালাম।

নেওয়া হয়। সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিরক্ষামন্ত্রককে।

'১৭-য় যে জায়গার অধিকার নিয়ে ভারত-চিন বিবাদে জড়িয়েছিল, মুখোমুখি হয়েছিল ভারতীয় সেনা এবং চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি, ২৭ সেপ্টেম্বর সেই ডোকালামে পর্যটকদের পা পড়া শুরু হচ্ছে। একইসঙ্গে ওইদিন পর্যটন শুরু হচ্ছে চো লা'তেও।

ফলে নাথু লা'র পর আরও দুটি 'সংঘাত ভূমি' হয়ে উঠছে পর্যটনস্থল। ১৯৬৭ সালে সীমান্তের অধিকার নিয়ে ভারত-চিন মুখোমুখি হয়েছিল নাথু লা এবং চো লা'য়। কয়েক বছর ধরেই নাথু লা একটি পর্যটনকেন্দ্র। এখন পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ভারত-ভুটান-চিন, ত্রি-সংযোগস্থল ডোকালাম এবং ভারত-চিন সীমান্তের চো লা।'

১৭-তে ডোকালামে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও চিন। সীমান্তের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভারত যেমন সেনা মোতায়েন করেছিল, তেমনই চিন পিপলস লিবারেশন আর্মি। তবে তা এখন অতীত। দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন যথেষ্টই মধুর। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এমন জায়গাগুলিকে পর্যটন মানচিত্রে অন্তর্ভুক্তি করে নাম দেওয়া হয়েছে 'ভারত রণভূমি দর্শন'।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকে ব্যাটল ট্যুরিজম সংক্রান্ত সবুজ সংকেত পাওয়ার পর থেকেই 'এবার পুজোয় ডেস্টিনেশন হোক ডোকালাম ও চো লা' কার্যত প্রচার শুরু করে দিয়েছিল সিকিমের পর্যটন দপ্তর।

সোমবার থেকে এই প্রচার যে আরও গতি পাবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। নাথু লা'র মতো চো লা এবং ডোকালামেও পর্যটকরা ভিড় করবেন বলে পর্যটন দপ্তরের কর্তাদের আশা।

জানা গিয়েছে, উচ্চতাজনিত কারণে যাতে শারীরিক সমস্যায় না পড়তে হয় পর্যটকদের, তার জন্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেনার সাহায্য নেওয়া হবে।

খুশির হাওয়া

- পুজোয় সিকিমে চালু হচ্ছে ব্যাটলফিল্ড ট্যুরিজম
- চো লা ও ডোকালামে যাওয়ার জন্য পর্যটকদের ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে
- ভারত রণভূমি দর্শন-এ দুটি জায়গায় প্রত্যেকদিন ২৫টি গাড়িকে অনুমতি দেওয়া হবে
- তবে সকলের জন্য পারমিট আবশ্যিক
- বর্তমানে শুধু দেশীয় পর্যটকদের অনুমতি দেওয়া হবে
- প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাহায্য করবে সেনা

গ্রহণের আগে... *কলকাতার আকাশে চাঁদের অন্য রূপ। রবিবার রাতে। -পিটিআই*

ভিনরাজ্যের স্রোত রাজনীতির হাতিয়ার

প্রথম পাতার পর

ভাবার বিষয় যে, টাকার বিনিময়ে চাকরি পেতে ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরা এখানে আসছেন কি না। এর আগে কখনও ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের এভাবে এসএসসিতে দেখা যায়নি।' বিশেষ করে হিন্দি ও উর্দু ভাষার শিক্ষক পদের জন্য অনেকে পরীক্ষা দিতে এসেছেন উত্তরপ্রদেশ, বিহার ইত্যাদি রাজ্য থেকে।

প্রাথমিক হিসাবে রবিবার ৩ লক্ষেরও বেশি পরীক্ষার্থীর ১০ শতাংশ ভিনরাজ্যের। এতে রাজনৈতিক মহল ও এরাজ্যের চাকরিপ্রার্থীরা ক্ষুব্ধ। রাজ্য কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিল্টন রশিদের বক্তব্য, 'ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের সঙ্গে বাংলার অধিকার ভাগ করে নেওয়া হচ্ছে।' যোগ্য শিক্ষকদের আন্দোলনে শামিল জলপাইগুড়ির দেবব্রত ভৌমিক বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়েরা অন্য রাজ্যে পরীক্ষা দিতে গেলে সেখানকার বাসিন্দা হওয়া থেকে শুরু করে ভূরিভূরি নিয়ম। আর ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীদের দেখে মনে হচ্ছে, তাঁদের জন্য বাংলার দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে।'

প্রথম শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা দিলেন ধূপগুড়ির পল্লব সরকার। তাঁর ও শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলের কেমিস্ট্রির শিক্ষক কনক অধিকারীর একই বক্তব্য, ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরা যদি একটি চাকরিও পান, তাহলে ক্ষতি এরাজ্যের ছেলেমেয়েদের। তবে ভিনরাজ্যে চাকরি নেই বলে পরীক্ষা দিতে আসা ছাড়াও অন্য যুক্তি শোনা গিয়েছে।

যেমন মালদা উইমেন্স কলেজে পরীক্ষা দিতে এসে উত্তরপ্রদেশের গুন্ডা জেলার রামজি মিশ্র বলেন, 'শিক্ষকতার চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছি। কোন রাজ্যে প্রশ্নপত্র কেমন হয়, তা জানতে হয় ঠিকঠাক প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। তাই এই পরীক্ষা দিতে এসেছি।'

উত্তরপ্রদেশের আমেথি থেকে জলপাইগুড়িতে পরীক্ষা দিতে এসে শুভম সিংও বলেন, 'আমাদের রাজ্যে ২০২১-এ শেষবার নিয়োগ হয়েছিল। ২০২২-এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েও পরীক্ষা হয়নি। সেই পরীক্ষা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

(তথ্য সহায়তাঃ হরষিত সিংহ, অনসূয়া চৌধুরী, অভিষেক ঘোষ, সাগর বাগচী)

জয়ন্তী-অশোক ছাড়াই

প্রথম পাতার পর

কৈলাস থেকে মর্ত্যের দীর্ঘ যাত্রাপথের শুরুতে ক্লান্ত উমা চার সন্তান নিয়ে পিতৃপক্ষের শেষ রাতে আশ্রয় নেন হলুদ গাছের নীচে। এভাবেই একে একে আট গাছের নীচে রাত্রিবাস করে ষষ্ঠীতে তিনি পৌঁছান বেল গাছের ছায়ায়। সেখানেই বাপের বাড়ির প্রথম আপ্যায়ন। তারপর সপ্তমীতে স্নান করিয়ে নতুন কাপড়ে উমা ওঠেন বাপের বাড়িতে। বৈদিক নবপত্রিকাকে বাঙালি যেমন ভালোবেসে লাজুক কলাবৌ ভেবেছে তেমনি নয়টি গাছকে উমার পথের ঠিকানা ভাবতেও পিছপা হয়নি।'এদিকে, পুজোর সময় নবপত্রিকা জোগাড়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পুরোহিত তিলক গোস্বামীর মন্তব্য, 'অশোক বা জয়ন্তী গাছ আমি আজ পর্যন্ত চাক্ষুষ দেখিনি, বা দেখে থাকলেও স্পষ্টভাবে চিনতে পারিনি। ঠিক যেমন দশকর্মা দোকান থেকে সকলে পুজোর সামগ্রী কিনে আনেন, তেমনি বহু খুঁজে নাজেহাল হয়ে আমিও ফুল বিক্রেতাদের থেকে নবপত্রিকা হিসেবে বিক্রি হওয়া একগোছা ডাল কিনে এনেছিলাম। ভালোমন্দ যে যা-ই বলুন, বাস্তবে এর থেকে সুষ্ঠু সমাধান আর কিছুই মাথায় আসেনি।'

নিয়মিত দুর্গাপুজো করেন এমন অনেক পুরোহিত কিংবা দীর্ঘদিন যাবৎ দুর্গাপুজোর আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের অনেকেই প্রথমে দাবি করেন, তাঁদের পুজোয় নয়টি গাছই জোগাড় করা হয়। তারপর জয়ন্তী এবং অশোক গাছ কোথায় মেলে, তা জানতে চাইলেই গুলিয়ে ফেলেন সবটা। পুরোহিত হিসেবে সুনাম রয়েছে ধূপগুড়ি যাজনিক ব্রাহ্মণ সমিতির সম্পাদক তারাশংকর চক্রবর্তীর। নবপত্রিকার জয়ন্তী এবং অশোক গাছ জোগাড় করা নিয়ে তিনি বলেন, 'সাতটি গাছ সব জায়গায় পাওয়া যায়। আটটিও অনেক ক্ষেত্রে জোগাড় হয়ে যায়। তবে নয়টি গাছ একসঙ্গে মেলা এই মুহূর্তে মুশকিল।'

প্রসূতির মৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানা এলাকার শাহপুর গ্রামের প্রসূতি মেরুনা বেগম (২৬) কিশনগঞ্জ শহরে ভুল চিকিৎসার বলি হলেন বলে অভিযোগ। দু'দিন আগে স্থানীয় মাড়োয়ারি কলেজ রোডে ইমামনগরের একটি নার্সিংহোমে অপারেশন করে তাঁর পুত্রসন্তানের জন্ম হয়।

শনিবারে রাতে হঠাৎ তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হলে চিকিৎসক তাঁকে রক্ত দেওয়ার কথা বলেন। তখন ওই নার্সিংহোমের এক কর্মী তাঁকে ভুল ইনজেকশন ও অন্য গ্রুপের রক্ত দেন বলে অভিযোগ। ডাক্তার পূর্ণিয়ায় নিয়ে যাওয়ার কথা বললেও তখনই মেরুনার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর চিকিৎসক ও অন্য কর্মীরা হাসপাতালে তালা ঝুলিয়ে পালিয়ে যান। রবিবার মেরুনার স্বামী নুর আলম ও আত্মীয়রা একথা জানতে পেরে নার্সিংহোমে গিয়ে ভাঙচুর করেন। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

উত্তেজনা

কিশনগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা কিশনগঞ্জ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের ইরানিবস্তিতে। ওই এলাকার বিএলও মহম্মদ কাদের নুর চাইলেও ইরানিবস্তির বাসিন্দারা নাগরিকত্ব প্রমাণের নথিপত্র দেননি বলে অভিযোগ। বরং উলটে কোনও নথি ছাড়াই তাঁদের নাম নথিভুক্ত করার জন্য বস্তির লোকেরা বিএলও'র ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। নাম নথিভুক্ত করতে আপত্তি জানালেও বিএলওকে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়।

উত্তাল এনবিইউ

প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাসের বক্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীরা যেভাবে দিন কাটাচ্ছে তা আমার জন্য লজ্জার। বিষয়টি পুরোটাই টেকনিকাল। চিফ ইঞ্জিনিয়ার সবটা জানেন। ওঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রয়োজনে বাইরে থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করতে বলেছি।'

পৃথিবীর পাঠশালা

শব্দে মনের শান্তি, জাদু নাকি বিজ্ঞান?

মনকে শান্ত করতে গান বা থেরাপি তো আমরা জানি, কিন্তু শুধু শব্দ শুনেই কি দুশ্চিন্তা কমানো সম্ভব? বিজ্ঞানীরা বলছেন, হ্যাঁ! মস্তিষ্ক কাজ করে ইলেক্ট্রিক ফ্রিকোয়েন্সির ওপর। যখন আমরা স্ট্রেসে থাকি, এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলো এলোমেলো হয়ে যায়। ইয়েল এবং কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বলছে, 'বাইনোরাল বিটস' নামে একটি বিশেষ ধরনের শব্দ দুশ্চিন্তা প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে। এই সাউন্ডে দুটি ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সি দুই কানে বাজানো হয়, যা আমাদের নার্ভাস সিস্টেমকে শান্ত করে। অনেক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মাত্র ১৫ মিনিটের এই থেরাপি মনকে শান্ত রাখতে সাহায্য করে। কিন্তু ইউটিউব বা স্পটিফাইয়ের সাধারণ গান দিয়ে এটা হয় না। এর জন্য বিশেষ প্ল্যাটফর্ম লাগে। যাঁরা এটি ব্যবহার করেছেন, তাঁদের মধ্যে ৯৭ শতাংশ বলেছেন, তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই স্বস্তি অনুভব করেছেন।

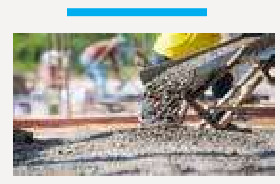

মানবসভ্যতার ছাপ

এক অবিশ্বাস্য তথ্য সামনে এসেছে! পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জীবাণু মিলিয়ে যে ওজন, তার চেয়েও বেশি ওজন এখন আমাদের তৈরি করা কংক্রিট, প্লাস্টিক এবং প্রযুক্তির। মোট ১.১ টেরাটনের এই ওজন মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি মানবজাতির কর্মকাণ্ডের প্রভাবে পৃথিবীর ভারসাম্যের এক গভীর পরিবর্তন। এই বিশাল পার্থক্য বোঝাতে বলা হয়েছে যে, পৃথিবীতে যত পিঁপড়ে আছে তার চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি ওজন কেবল রাস্তারই! আর বিশ্বের সমস্ত ছত্রাকের চেয়ে দ্বিগুণ ওজন আমাদের তৈরি করা প্লাস্টিকের। এই পরিবর্তনটি 'অ্যানথ্রোপোসিন' নামে নতুন এক ভূ-তাত্ত্বিক যুগের সূচনা করছে, যেখানে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার উপর মানবসৃষ্ট বস্তুর আধিপত্য বিস্তার হয়েছে। এই পরিবর্তন প্রমাণ করে যে, আমরা কীভাবে আমাদের বাসযোগ্য পৃথিবীর চেহারা পালটে দিচ্ছি।

ছোট কাজ, বড় উপকার!

জিমে গিয়ে ব্যায়াম করার সময় নেই? তাতে কী! বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিদিনের কিছু ছোট কাজ, যা আপনাকে একটু হাঁফিয়ে তোলে, সেগুলোও আপনার হার্টকে সুস্থ রাখতে পারে। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা, বাজারে ব্যাগ হাতে হাঁটা- এই ধরনের কাজ হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের ঝুঁকি কমাতে পারে। গবেষণায় ৮১,০০০ মানুষের ওপর ৮ বছর ধরে চালানো এই সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত জিমে যান না, কিন্তু প্রতিদিন ৩-৪ মিনিট এই ধরনের ছোট ছোট কাজ করেন, তাঁদের হৃদরোগের ঝুঁকি মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬ শতাংশ কমেছে। তাই প্রতিদিনের রুটিনে একটু পরিশ্রম যোগ করলেই আপনি আপনার হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে পারেন।

একসঙ্গে নয় কফি আর অ্যান্টিবায়োটিক

গবেষণায় জানা গিয়েছে, কফি ও অ্যান্টিবায়োটিক একসঙ্গে গ্রহণ করা মোটেই ভালো বুদ্ধি নয়। বিজ্ঞানীরা একটি নিরীক্ষায় দেখেছেন 'ই কোলাই' নামে একটি সাধারণ ব্যাকটিরিয়ার ওপর কফির প্রভাব। এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে, কফি সেবনের ফলে ব্যাকটিরিয়াটি তাদের কোষের প্রবেশদ্বারটি এমনভাবে পরিবর্তন করে, যাতে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারে না। ক্যাফিন ব্যাকটিরিয়ার ভেতরে থাকা 'রব' নামে একটি প্রোটিনকে সক্রিয় করে, যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনকে পরিবর্তন করে দেয়। ফলে ওষুধ ব্যাকটিরিয়ার ভেতরে যেতে পারে না। এর কারণে অ্যান্টিবায়োটিক তার কার্যকারিতা হারায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এটি নিম্নস্তরের অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধের একটি রূপ। যদিও এটি মানুষের শরীরে কীভাবে কাজ করে, তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে এই গবেষণাটি নতুন এক রহস্য উন্মোচন করেছে। তাই ডাক্তাররা কফি আর অ্যান্টিবায়োটিক একসঙ্গে গ্রহণ না করার পরামর্শ দিচ্ছেন।

মাসের শুরুতেই ছক্কা

প্রথম পাতার পর

বাবা, মা, দিদিদের সঙ্গে শপিংয়ে বেরিয়ে একেবারে ডিনার করেই বাড়ি ফিরল বছর আট-দশের অনুজ, বাদশারা। বয়সে একটু বড় মনামি, পিংকিদের গলায় উৎসবের সুর। বলল, পুজোর শপিং সবে তো শুরু হয়েছে। এখনও অনেক বাকি।

দু'সপ্তাহ পরেই মহালয়া। রেডিওতে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনীর সঙ্গে সঙ্গেই কুমোরটুলি থেকে দুর্গা প্রতিমা একে একে আসতে শুরু করবে পুজোমণ্ডপে। সেই অপেক্ষার কথাই বলছিলেন বছর পঞ্চান্নর মানসী দাস। তিনি স্বামী অরবিন্দ দাসের সঙ্গে এসেছিলেন বিধান রোডের এক কাপড়ের দোকানে। একে একে লাল পাড় সাদা শাড়িগুলো দেখার সময় বলছিলেন, 'বিয়ের তিরিশ বছর হয়ে গেল। প্রতিবছর এই সময়টায় স্বামীর সঙ্গে এসে লাল পাড় সাদা শাড়ি কিনে নিয়ে যাই। অষ্টমীর দিন এই শাড়ি পরি। সত্যি কথা বলতে, স্বামীর সঙ্গে লাল পাড় সাদা শাড়ি কেনার অনভূতিটাই আলাদা। সারাবছর ধরে এই সময়টারই অপেক্ষা করি।'

তনুশ্রী বিশ্বাস আবার বান্ধবীদের সঙ্গে বাজারে এসেছিলেন। হালকা রঙের টপের খোঁজ করছিলেন শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের একটি দোকানে। ওই দোকানের কর্মী পবিত্র দাস বলছিলেন, 'এবারে গরমের তেজ বেশি থাকার কথা ভেবে হালকা রঙের পোশাকেরই বেশি চাহিদা রয়েছে। আমরাও হালকা রঙের পোশাকের অনেক কালেকশন নিয়ে এসেছি।' পুজোর দিনগুলোতে সূর্যের তেজ থাকার কথা যখন ভাবাই হচ্ছে, তাহলে সানগ্লাসই বা বাদ যায় কীভাবে? ভাইয়ের সঙ্গে তাই সানগ্লাস বেছে নিচ্ছিলেন অরিন্দম বসাক। বললেন, 'আসলে পুজোর সানগ্লাস ছাড়া বেরোলে, কোথাও যেন সবকিছু অসমাপ্ত থেকে যায়।' যা শুনে সানগ্লাস ব্যবসায়ী দীপক বিশ্বাস ঘাড় নেড়ে একমত, 'পুজোয় তাই নতুন কালেকশন নিয়ে এসেছি। পুজো এগিয়ে আসতেই ভিড় আরও বাড়বে। পছন্দমতন দেখে কিনে নাও।'

সবমিলিয়ে, পাড়ায় পাড়ায় শুধু পুজোমণ্ডপগুলোতেই নয়, পুজোর মাসের প্রথম রবিবার পুজো শপিংয়ের ছোঁয়া পড়ল বাজারগুলোতেও।

যৌনপল্লিতে আক্রান্ত

কিশনগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : খাগড়ার যৌনপল্লিতে রবিবার চুরি ও মাদক বিক্রির অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করতে গেলে পুলিশের ওপর হামলা করেন অভিযুক্তর পরিবারের সদস্যরা। চারজন পুলিশকর্মী আহত হন। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তবে এখনও ধৃতের পরিচয় জানায়নি পুলিশ। আহতদের কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার জানান, চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত মহম্মদ কাদিরের বাড়িতে অভিযান চালানোর সময় তাঁর পরিবারের সদস্যরা হামলা চালান। মহিলা এসআই পুষ্পাঞ্জলি ভারতীকে ঝাড়ু, জুতো দিয়ে মারধর করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ব্লক কমিটি ঘিরে বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

ভোটের কথা মাথায় রেখে কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রাখা হয়েছে।

এদিকে, দলের শহর কমিটির সংখ্যা ছয়টি করা হলেও কমিটির নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শহর কমিটি ১, ১ এ, ২, ২ এ, ৩, ৩ এ এভাবে নামকরণ না করে ১-৬ এইভাবে নামকরণ করা উচিত ছিল বলে অনেকেই মনে করছেন।

গ্রামের ৭টি ব্লক কমিটিতে চমক বলতে পুরোনো নেতা প্রবীর রায়কে আবার নকশালবাড়ি (১) ব্লক সভাপতির দায়িত্বে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বাকি ব্লকগুলিতে পুরোনোদেরই রেখে দেওয়া হয়েছে। তবে, আইএনটিটিইউসির খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি পদে হান্দ্রু ওরাওঁকে রেখে দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারি থেকে শুরু করে টোটো, অটো, ভাড়ার গাড়ি থেকে নিয়মিত তোলাবাজিতে বারবার এই নেতার নাম জড়িয়েছে। পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারি থেকে তাঁর আয় হওয়া কোটি কোটি টাকা নেপালের ব্যাংকে গচ্ছিত। এখনও এই নেতার বিরুদ্ধে পানিট্যাঙ্কি এলাকা থেকে প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজির অভিযোগ রয়েছে। এর আগে সংগঠনের জেলা সভাপতি একাধিকবার এই নেতার বিরুদ্ধে রাজ্যে অভিযোগ করেছিলেন। তারপরেও তাঁকে কেন ব্লকের দায়িত্বে রেখে দেওয়া হল সেই প্রশ্ন তুলছেন নেতা-কর্মীরা। সংগঠনের জেলা সভাপতি নির্জল দে বলেছেন, 'এই কমিটি রাজ্য থেকে করেছে। এখানে আমাদের কিছু বলার নেই।' অর্থাৎ হান্দ্রুকে নিয়ে যে জেলা সভাপতিও সন্তুষ্ট নন, সেটা তাঁর বক্তব্যেই স্পষ্ট।

দলের যুব সংগঠনের নতুন জেলা সভাপতি হিসাবে জয়ব্রত মুখুটি দায়িত্ব পাওয়ার পর গোপাল সাহা এবং রাজু দাস এই দুই নেতা নিজেদের ১ ও ২ ব্লকের সভাপতি হিসাবে দাবি করে ময়দানে নেমে পড়েছিলেন। কিন্তু দল তাঁদের যুব সংগঠনের দায়িত্বে না রেখে দলের শহর কমিটির সহ সভাপতি পদ দিয়েছে। যুব সংগঠনে একমাত্র মহিলা হিসাবে কাউন্সিলার সম্প্রিতা দাসকে দায়িত্বে আনা হয়েছে।

দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেছেন, 'রাজ্য থেকে খুব ভালো কমিটি তৈরি করা হয়েছে। আমরা সবাই মিলে এই জেলায় দল এবং শাখা সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করব।'

ভয় নয়, বেঁচে থাকুক সহমর্মিতা

প্রথম পাতার পর

কিন্তু পথে-ঘাটে ওঁদের হাত পাতার ছবিটা বদলায়নি। ফলে গৌরীর স্বপ্ন পূর্ণতা পায়নি আজও। আপনি প্রশ্ন করতেই পারেন, 'কাজ না পেলে ওঁরা যাবেন কোথায়? হাত পাতবেন না তো, না খেয়ে মরবেন!' ঠিক, পাঠকের সঙ্গে আমি সহমত। কিন্তু হাত পাতার নামে যদি জুলুমবাজি হয়, তখন? এই যেমন গত শুক্রবার ময়নাগুড়ি বাজারের ঘটনার কথাই বলি। বছর ছিয়াশির মাখন সাহা নিজের চিঁড়ে-মুড়ির দোকানে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিলেন। একদল বৃহন্নলা এসে তাঁর কাছে টাকা দাবি করেন। হাতে এঁটো ভাত লেগে থাকায় ভদ্রলোক শুধু বলেছিলেন পরে আসতে। কেন বলবেন তা! বড্ড অন্যায় করে ফেলেছেন যে। আর তাই এক বৃহন্নলা মাখনবাবুর দোকানে থাকা মুড়ির বস্তা ফেলে চিঁড়ের প্যাকেট নিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন। আর সহ্য করতে পারেননি ওই বৃদ্ধ। এই বয়সেও রক্ত জল করে উপার্জন করেন তিনি। গায়ে তো লাগবেই। প্রতিবাদ করতে গেলে জুতো খুলে তাঁর মুখের সামনে নিয়ে শাসাতে থাকেন বৃহন্নলারা। বাপঠাকুরদার বয়সি লোকটাকে এভাবে অপমান করতে একবারও বুক কাঁপেনি তাঁদের। পরে অবশ্য ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত প্রতিবাদের কাছে নত হয়ে তাঁরা মাখনবাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

ঘটনায় থানাপুলিশ, হইচই হয়েছে বলে সকলে জেনেছেন। কিন্তু এমন ঘটনা আকছার ঘটছে রোজ। গ্রামে, শহরে, মফসসলে- সর্বত্র। বাড়িতে নতুন সদস্যের আগমন হলে, বিয়ে-অন্নপ্রাশন হলে ঠিক খবর পৌঁছে যায় তাঁদের কাছে। এখন সবাই মোটামুটি ধরে রাখেন বৃহন্নলাদের খুশি করতে গাঁটের কড়ি তো কিছু খসবেই। এই 'ধরে রাখার' পেছনে মূলত দুটি জিনিস কাজ করে। এক, অভিশাপের ভয়। দুই, চক্ষুলজ্জার। বিজ্ঞান নিয়ে বিজ্ঞ বাঙালি ভারতের মহাকাশযাত্রায় উৎফুল্ল হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'সবার উপরে বিজ্ঞান সত্য' বলে স্ট্যাটাস দিলেও পথে কালো বিড়াল রাস্তা কাটলে অন্য গাড়ি কতক্ষণে লক্ষ্মণরেখা পেরোবে সেই অপেক্ষা করে। ফলে যতই আমরা আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করি না কেন, কুসংস্কার আমাদের কলার টেনে ধরে অনবরত। অভিশাপের ভয় আমাদের তাড়া করে বেড়ায়। পরিবারের অমঙ্গল হোক, সেটা কেই-বা চায়! হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণে অপ্সরা, গন্ধর্ব এবং কিন্নর- এই তিন ধরনের ঐশ্বরিক সত্তার উল্লেখ পাওয়া যায়, যারা স্বর্গীয় প্রাণী হিসেবে পরিচিত। কিন্নররা সংগীত প্রতিভাবান আধা-ঐশ্বরিক সত্তা। হিন্দুদের একাংশের বিশ্বাস, বৃহন্নলাদের আশীর্বাদে সংসারের কল্যাণ হয়। অভিশাপে উলটোটা। এই বিশ্বাসে ভর করেই আনন্দ অনুষ্ঠানে নাচ-গান পরিবেশনের জন্য ডাক পড়ে তাঁদের। যার যেমন সামর্থ্য, তেমনটাই দেন। আজকাল অবশ্য ডাক না দিলেও খবর পৌঁছে যায় ওঁদের কাছে। পরিবারে কে কে আছেন, আর্থিক অবস্থা কেমন ইত্যাদি হোমওয়ার্ক করেই তাঁরা নামেন। এই যেমন কিছুদিন আগে ফুলবাড়ির এক বাড়িতে হাজির একদল বৃহন্নলা। গৃহকর্তা গত হওয়ায় প্রৌঢ়া একাই থাকেন বাড়িতে। হাফ দেওয়াল তোলা টিনের ঘর। মোটামুটি পরিপাটি। মহিলার মেয়ের ঘরে ছেলে হওয়ায় সেই বাড়িতে এসে ছিলেন কিছুদিন। বৃহন্নলারা সেই বাড়িতে গিয়ে দাবি করেন দশ হাজার টাকা। বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করা মহিলা সাফ জানান, এত টাকা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। মিষ্টি খাওয়ার জন্য দুশো টাকা দিতে পারেন। অনেক ধানাইপানাই করেও নিস্তার পাননি তিনি। শুনতে হয়েছে কটুকথা। শেষমেশ ঘরে থাকা দুটো শাড়ি আর জমিয়ে রাখা ৩০০০ টাকা দিয়ে বিদায় করেছেন।

ভিক্ষাবৃত্তি বা যৌনকর্মকে একমাত্র পথ হিসেবে না দেখে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনি লড়াইয়ে নেমেছিলেন গৌরী। পথেঘাটে জোর করে টাকা আদায়, হুমকি দেওয়া এসবকে কখনোই সমর্থন করতেন না তিনি। গৌরী বলতেন, 'The society forces us to beg, what we want is work.'। তাঁর সেই নীতি মানার লোকের বড়ই অভাব। ভারতীয় উপমহাদেশে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি। সবথেকে বেশি উত্তরপ্রদেশে। পশ্চিমবঙ্গেও সংখ্যাটা ৬০ হাজারের কম নয়। এঁদের সবাই যে বৃহন্নলা, তা নয়। এখন আবার 'নকল' বৃহন্নলাও আছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টাকা আদায়ের পর বৃহন্নলারা যে কার্ড দিয়ে আসেন, তাতে স্পষ্ট লেখা থাকে 'নকল হইতে সাবধান'। কিন্তু কে নকল, কে আসল বোঝা দায়।

আদালতের নির্দেশ মেনে সরকার ট্রান্সজেন্ডার অধিকার সুরক্ষা আইন করেছে, কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে সংরক্ষণও। কিন্তু তাঁদেরকে সমাজের মূলস্রোতে ফেরাতে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে সরকারি উদ্যোগ সেভাবে চোখে পড়ে না। আর তাই পূর্বসূরিদের দেখাদেখি পথেঘাটে হাত পাতছে ওঁদের নতুন প্রজন্মও। এর থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সুধী সমাজকেও যেমন চোখ খুলতে হবে তেমনই সহমর্মিতার হাত বাড়াতে হবে বৃহন্নলাদের।

আমি সমাজের সকল বৃহন্নলাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, প্রেমই সবচেয়ে বড় অস্ত্র, প্রেমের শক্তিই প্রকৃত ব্রহ্মাস্ত্র। প্রেম দিলে প্রেম পাওয়া যায়। জোর করে, জুলুম করে হয়তো টাকা আদায় করা যায়, কিন্তু ভালোবাসা নয়। মানুষ আপনাদের ভালোবাসতে চায়, সে যে বিশ্বাস থেকেই হোক না কেন! তাঁরা চায়, একটু আশীর্বাদের হাত। থাকতে দিন না ওঁদের বিশ্বাস নিয়ে। কথায় আছে না, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর। আপনারাও একটাবার বাড়িয়ে দিন না ভালোবাসার হাত। দেখবেন প্রেমের বাগানে ফুল ফুটবেই। সে ফুল হবে লাল, ঠিক গোলাপের মতো।

এশিয়ার তাজ রক্ষার প্রতিশ্রুতি হার্দিকদের

স্পনসরহীন নয়া জার্সি উদ্বোধন

দুবাই, ৭ সেপ্টেম্বর : পরপর দুই দিন দীর্ঘ অনুশীলনের পর একদিন ছুটি।

আর অনুশীলনের সেই ছুটির মাঝেই মরুদেশে আজ উদ্বোধন হয়ে গেল টিম ইন্ডিয়ার নয়া জার্সির। স্পষ্ট করে বললে, স্পনসরহীন জার্সির। নয়া জার্সির আনুষ্ঠানিক বোধনের দিনই টিম ইন্ডিয়ার তরফে এশীয় সেরার তাজ ধরে রাখার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে দেওয়া হল সমর্থকদের।

দুবাইয়ে এখন প্রবল গরম। এমন গরমের কারণেই মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে ম্যাচ শুরুর সময় আধ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। প্রবল গরমের চ্যালেঞ্জ সামলে মাঠে নামার জন্য ভারতীয় ক্রিকেটাররাও মুখিয়ে রয়েছেন। তার আগে আজ স্পনসরহীন নয়া জার্সির উদ্বোধনের পর অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, সহ অধিনায়ক শুভমান গিল, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াদের গলায় ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি শ্রদ্ধা। সঙ্গে খেতাব ধরে রাখার প্রতিশ্রুতিও।

২০২৩ সালে শ্রীলঙ্কার মাটিতে এশিয়া কাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। মাঝে অনেকটা সময় পার। ফের মঙ্গলবার থেকে দুবাইয়ে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপের আসর। বুধবার মাঠে নামছে টিম ইন্ডিয়া। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। সূর্যকুমার যাদবের ভারতের সামনে খেতাব ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। তার আগে নতুন জার্সির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে অধিনায়ক সূর্য বলেছেন, 'খেতাব ধরে রাখার স্বপ্ন নিয়ে খেতাবজয়ীরা আবার ফিরছে। আমরা মাঠে নামার অপেক্ষায়।' ভারতীয় ক্রিকেটের অতীত ঐতিহ্য ও গর্বের কথা দুনিয়াকে ফের স্মরণ করিয়ে দিয়ে অলরাউন্ডার হার্দিক বলেছেন, 'দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, খেতাব জয়ের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলা বিরাট সম্মান ও গর্বের। আমরা মাঠে নেমে লড়াই চালিয়ে সর্বস্ব উজাড় করে দেশবাসী ও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি আনতে চাই।' জোরে বোলার অর্শদীপ সিংকেও একইভাবে সাফল্যের স্বপ্ন উসকে দিয়ে সামনে তাকানোর চ্যালেঞ্জের কথা বলতে শোনা গিয়েছে।

এশিয়া কাপ ক্রিকেট যেন সূর্যকুমারের কাছে দাবা খেলার মঞ্চ।

সঞ্জু স্যামসনকেও বোর্ডের ওয়েবসাইটে এশিয়া কাপ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে দেখা ও শোনা গিয়েছে। সঞ্জু বলেছেন, 'মাঠে কখনই কোনও প্রতিপক্ষকে হালকাভাবে নিই না আমরা।' প্রশ্ন হল, সঞ্জু কি টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে জায়গা পাবেন এশিয়া কাপের আসরে? দুবাইয়ে ভারতীয় দল পৌঁছানোর পর আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে সূর্যকুমারদের অনুশীলন কিন্তু ভিন্ন ইঙ্গিত দিচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, সঞ্জুর প্রথম একাদশে সুযোগের সম্ভাবনা প্রায় নেই। সহ অধিনায়ক শুভমান ও তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেক শর্মা ইনিংস ওপেন করবেন। তিন নম্বরে তিলক ভার্মা, চারে অধিনায়ক স্কাই, পাঁচে রিঙ্কু সিং, ছয় ও সাতে হার্দিক ও শিবম দুবেকে দুই দিনই অনুশীলনে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, জিতেশ শর্মাকে প্রথম একাদশের জন্য ভাবা হচ্ছে।

> দেশের প্রতিনিধিত্ব করা, খেতাব জয়ের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে চলা বিরাট সম্মান ও গর্বের। আমরা মাঠে নেমে লড়াই চালিয়ে সর্বস্ব উজাড় করে দেশবাসী ও ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের মুখে হাসি আনতে চাই।
>
> – হার্দিক পান্ডিয়া

ভারতীয় দলের শেষ দুই দিনের অনুশীলনে একবারও সঞ্জুকে মূল নেটে ব্যাটিং করতে দেখা যায়নি। তিনি ফিল্ডিং ড্রিল অনুশীলনের পাশে কিপিং চর্চা করেছেন। আর নেটে ব্যাটিং করেছেন অনেক পরের দিকে। ভারতীয় দলের অন্দরের খবর, বড় অঘটন না হলে বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচের প্রথম একাদশে সঞ্জুকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কার্যত শূন্য। এশিয়া কাপে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ প্রায় তৈরি বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিকে, সঞ্জুর প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে চর্চার মধ্যেই আজ মরুদেশের কিউরেটার টনি হেমিং সর্বভারতীয় এক দৈনিককে জানিয়েছেন, দুবাইয়ের পিচের চরিত্র সম্প্রতি অনেকটা বদলেছে। গত ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় যেমন পিচ ছিল, এবার সেটা থাকছে না। স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলাররা বাড়তি সুবিধা পেতে পারেন।

ফ্ল্যাশিং মেডোর রানি সাবালেঙ্কাই

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : 'আমি প্রতিশোধ নিতে ভালোবাসি।'

ইউএস ওপেনের শুরুতেই ঘোষণা করেছিলেন আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। উইম্বলডনের সেমিফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ আমান্দা আনিসিমোভার কাছে হারের ক্ষত নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে নেমেছিলেন বেলারুশের এই তারকা। অবশেষে প্রতিশোধ নিলেন সাবালেঙ্কা। 'ঘরের মেয়ে' আনিসিমোভাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/৩) গেমে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বার মহিলাদের ইউএস ওপেন খেতাব বেলারুশের এই তারকার।

বছরের তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালের মধ্যে দুইটিতে খালি হাতে ফিরতে হয়েছে। এর মধ্যে ছিল অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ও ফ্রেঞ্চ ওপেনের ফাইনালে পরাজয়। ফলে ইউএস ওপেন ফাইনাল ছিল সাবালেঙ্কার কাছে ফিরে আসার মঞ্চ। সেখানেও আবার প্রতিপক্ষ ছিলেন আনিসিমোভা। যার দিকে দর্শকদের পূর্ণ সমর্থন ছিল। কিন্তু চ্যাম্পিয়নরা বোধহয় এভাবেই ফিরে আসেন। সব চাপ সামলে ইউএস ওপেনের 'মুকুট' নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। সেইসঙ্গে নিয়েছেন মধুর প্রতিশোধ।

যদিও লড়াইটা কিন্তু একতরফা হয়নি। উইম্বলডন ফাইনালে ইগা সোয়াতেকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন আনিসিমোভা। কিন্তু ফ্ল্যাশিং মেডোর ফাইনালে সাবালেঙ্কার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তিনি। তবে ঠান্ডা মাথায় মার্কিনী প্রতিপক্ষকে সামলালেন সাবালেঙ্কা। ফাইনাল জেতার পর তিনি বলেছেন, 'আগের দুটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এবার তাই নিজের আবেগ সামলে লড়াই করেছি। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্ব অনুভব করছি। এই ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।'

যুক্তরাষ্ট্র ওপেনে শুধু চ্যাম্পিয়ন হননি, একাধিক নজির গড়েছেন সাবালেঙ্কা। কিংবদন্তি সেরেনা উইলিয়ামসের পর দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে টানা দুইবার ইউএস ওপেন জিতেছেন তিনি। সেইসঙ্গে গ্র্যান্ড স্ল্যামের মূলপর্বে এটি তাঁর শততম জয়।

এদিকে ম্যাচ হেরে বিধ্বস্ত আনিসিমোভা। যদিও তিনি সাবালেঙ্কাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি। আনিসিমোভা বলেছেন, 'ফাইনালের শুরু থেকে সাবালেঙ্কা দুরন্ত খেলেছে। জয়টা ওর প্রাপ্য ছিল।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'ফাইনালে আমি নিজের সেরাটা দিতে পারিনি। তবে আগামী দিনে গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করব।'

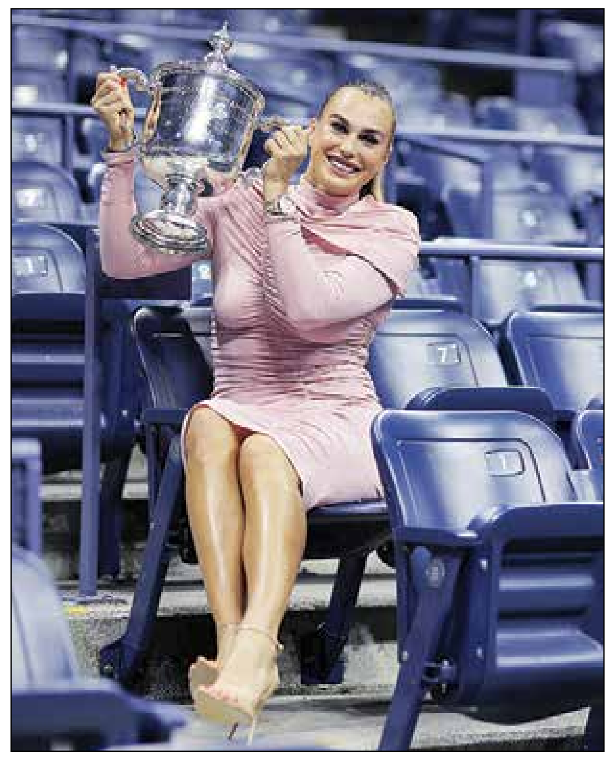

ট্রফি নিয়ে ফোটোসেশন করতে গ্যালারিতে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা।

> আগের দুইটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনালে নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। এবার তাই নিজের আবেগ সামলে লড়াই করেছি। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে গর্ব অনুভব করছি। এই ম্যাচে নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম।
>
> আরিয়ানা সাবালেঙ্কা

'সেরা মুহূর্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়'

কোচ পন্টিংয়ের প্রশংসায় শ্রেয়স

মুম্বই, ৭ সেপ্টেম্বর : শ্রেয়স আইয়ার একমাত্র অধিনায়ক, যিনি তিনটি আলাদা দলকে নেতৃত্ব দিয়ে আইপিএলের ফাইনালে তুলেছেন। ২০২৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয় কলকাতা নাইট রাইডার্স। গতবার পাঞ্জাব কিংসকে খেতাবি যুদ্ধে পৌঁছে দিয়েও শেষরক্ষা হয়নি। বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কাছে ফাইনালে হারতে হয়।

খেতাব না এলেও শ্রেয়সের মনজুড়ে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে এবারের মেগা লিগ। সৌজন্যে হেডকোচ রিকি পন্টিং। কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন করলেও প্রাপ্য কৃতিত্ব পাননি বলে তোপ দেগেছিলেন। লক্ষ্য ছিল ভারতীয় দলের বর্তমান হেডকোচ, সেদিনের কেকেআরের মেন্টর গৌতম গম্ভীর। কিন্তু পন্টিং প্রসঙ্গে একেবারে বিপরীত মেরুতে শ্রেয়স।

আজ এক পডকাস্টে পন্টিংকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের যুক্তি, পন্টিংয়ের মতো ভালো এবং ইতিবাচক কোচ থাকলে দলের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। সবাইকে একত্রিত করে দল গড়ে তোলা, দলকে সাফল্যের পথে চালিত করা যায়। মেগা লিগে নামার আগে পুরো দল এক সুরে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। কৃতিত্বটা প্রাপ্য পন্টিংয়ের।

পাঞ্জাব কিংসে পন্টিংকে কোচ হিসেবে পাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে শ্রেয়স বলেছেন, 'কোচ হিসেবে রিকিকে এই বছর পেয়েছি। ওর কোচিংয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, দলের সবাইকে স্বাধীনতা যেমন দিয়েছে, তেমনই কেউ যাতে বিন্দুমাত্র অস্বস্তিতে না পরে, সেটাও নিশ্চিত করেছে। প্রত্যেকেই যে দলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বুঝিয়েছে। আর যা বলেছে, করেছে, তার মধ্যে কোনও রকম লুকোচুপি ছিল না।'

শ্রেয়সের যুক্তি, পন্টিং দলের প্রত্যেকের থেকে সেরা খেলাটা বের করে এনেছে। একজন কোচ যখন খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস জোগায়, পাশে থাকে, তখন ভালো খেলার তাগিদ বেড়ে যায়। পাঞ্জাব কিংসে ঠিক সেটাই ঘটেছিল এবারের আইপিএলে। শেষ ধাপে কাপ হাতছাড়া হলেও প্রত্যেকের খেলার মধ্যে সেই তাগিদ প্রতিফলিত হয়েছে।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের পাঁচশোর বেশি রান করেছেন। গত আইপিএলে পাঞ্জাব কিংসের হয়ে দাপট দেখিয়েছেন। যদিও শ্রেয়স কেরিয়ারের সেরা মুহূর্ত হিসেবে বেছে নিলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়কে। চার নম্বরে ব্যাটিং করে দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৪৩ রান করেন পাঁচ ম্যাচে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৫ রান বাদ দিলে বাকি সব ম্যাচে সফল।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৫৬, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭৯, সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪৫ করেন। ফাইনালে ৬২ বলে গুরুত্বপূর্ণ ৪৮ করে দলের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শ্রেয়সের কথায়, 'ভারতের হয়ে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয় আমার কাছে সেরা মুহূর্ত, সেরা অনুভূতি।'

বিরাটের রেজাল্ট সুনীলের কাছে!

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : রোহিত শর্মা, শুভমান গিলরা বেঙ্গালুরুতে গিয়ে ফিটনেস টেস্ট দিয়েছেন। বিরাট কোহলি সেখানে লন্ডনে বসেই টেস্ট দিয়েছেন এবং প্রত্যাশামতো উতরেও গিয়েছেন। শুধু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের কাছেই নয়, সেই টেস্টের রেজাল্ট নাকি জানেন সুনীল ছেত্রী! বন্ধু বিরাটই খোদ সুনীলকে তা পাঠিয়েছিলেন!

রোনাল্ডোর সঙ্গে তুলনা

সুনীল বলেছেন, 'কিছুদিন আগে ওর ফিটনেস পরীক্ষার ফল পাঠিয়েছিল বিরাট। বরাবরই ও আমার পছন্দের মানুষ। খারাপ সময়ে ওর কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালে উদ্দীপনা চলে আসে। মন বলে, চলো নতুন উদ্যমে শুরু করা যাক। আসলে সবাই নিজের পিক ফর্মে বিরাট, রোনাল্ডো হওয়ার স্বপ্ন দেখে। দুইজনে যেভাবে নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে, তা প্রশংসনীয়।'

এক পডকাস্ট শোয়ে বিরাটের ফিটনেসের মান, সচেতনতাকে সুনীল তুলনা করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে। বলেছেন, 'ব্যক্তিগতভাবে রোনাল্ডোকে চিনি না। তবে ওকে দেখেছি, ওর সম্পর্কে পড়াশোনাও করেছি। কোহলিকে কিন্তু জানি। রোনাল্ডো আর বিরাটের মধ্যে বড় মিল হল, পেশাদার জীবনে যা অর্জন করেছে, তা নিয়ে খুশি নয়। আরও সাফল্যের তাগিদ তাড়া করে ওদের। বাকি ক্রীড়াবিদদের কাছে যা শিক্ষণীয়।'

ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়কের ফিটনেস, দেশের হয়ে খেলার তাগিদও উদাহরণস্বরূপ। সেই সুনীলের কথায়, তিনিও বিরাট, রোনাল্ডোর থেকে শেখার চেষ্টা করেছেন। শিখেওছেন। বিরাটরা কখনও পিছনের ঘটনা নিয়ে পড়ে থাকে না। নতুন কিছু করার প্রয়াসে লক্ষ্য সবসময় সামনের দিকে। দুইজনে দুই হাত ভরা সাফল্যের অন্যতম কারণ যে মানসিকতা।

আজ দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন

সৌরভের দলে রাসেল

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : নতুন চ্যালেঞ্জ। নতুন লক্ষ্য। নতুন পরিকল্পনা।

এমন মনোভাব নিয়েই সোমবার কলকাতা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা উড়ে যাচ্ছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। রামধনুর দেশে অতীতে ক্রিকেটার হিসেবে বহু ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এবারের ভূমিকাটা ভিন্ন। ২৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগ। সেই প্রতিযোগিতার অন্যতম দল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের হয়ে কোচিংয়ের গুরুদায়িত্ব নিয়েছেন মহারাজ। সোজাকথায়, কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে কোচ হিসেবে ডিসেম্বরের শেষে অভিষেক হতে চলেছে তাঁর।

কোচ হিসেবে নয়া ইনিংস শুরুর আগে ইতিমধ্যেই চমক দিয়েছেন মহারাজ। শেষ আইপিএলের সময় ইডেনে কেকেআরের একটি ম্যাচের শেষে আন্দ্রে রাসেলের সঙ্গে দীর্ঘসময় আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছিল সৌরভকে। সেই সময় তিনি দ্রে রাসের মোবাইল নম্বরও নিয়েছিলেন। মাঝের সময়ে রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাঁকে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলে নিয়েছেন মহারাজ। সঙ্গে রয়েছেন ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকসও। মঙ্গলবার দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগের মেগা নিলাম। সেই নিলামের আসর থেকে আগামী তিন বছরের জন্য আরও ক্রিকেটার দলে নেবেন সৌরভ। কাদের নিতে চান দলে? নিলামে যোগ দেওয়ার জন্যই আগামীকাল দক্ষিণ আফ্রিকা যাচ্ছেন তিনি। সৌরভের কথায়, 'নিলামের আসরে আগাম পরিকল্পনা করে খুব বেশি কিছু করা যায় না। অনেক ভাবনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।'

২২ সেপ্টেম্বর সিএবি-র বার্ষিক সাধারণ সভা। যেখানে সভাপতি পদে মহারাজের প্রত্যাবর্তন প্রায় নিশ্চিত। এমন অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকা টি২০ লিগে (চলবে এক মাস, ২৬ ডিসেম্বর থেকে ২৫ জানুয়ারি) কোচিংয়ের সিদ্ধান্ত কি একটু বেশিই চ্যালেঞ্জিং হয়ে গেল না? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র মহারাজকীয় জবাব, 'আমি কোচিং পছন্দ করি। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট লিগে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দলের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়েছি। সফল হওয়ার ব্যাপারেও যথেষ্ট আশাবাদী আমি।' অধিনায়ক সৌরভের সাফল্যের কথা সবার জানা। কোচ হিসেবে তাঁর সাফল্যের অপেক্ষা শুরু হচ্ছে মঙ্গলবারের নিলামের আসর থেকেই।

সিরিজ শ্রীলঙ্কার

হারারে, ৭ সেপ্টেম্বর : জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের টি২০ সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নিল শ্রীলঙ্কা। রবিবার তৃতীয় ম্যাচে তারা ৮ উইকেটে জয় পায়। প্রথমে জিম্বাবোয়ে ৮ উইকেটে ১৯১ রান করে। জবাবে শ্রীলঙ্কা ১৭.৪ ওভারে ২ উইকেটে ১৯৩ রান তুলে নেয়। কামিল মিশারা ৭৩ ও কুশল পেরেরা ৪৬ রানে অপরাজিত থাকেন।

জেমিকে ঘিরে বাড়ছে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে দুশ্চিন্তার নতুন নাম আলবার্তো রডরিগেজ।

বেশ কয়েকদিন হল পুরোদমে অনুশীলন করছেন না জেমি ম্যাকলারেন। রবিবার প্রস্তুতি শুরুর দিকে সতীর্থদের সঙ্গে বল পায়ে হালকা মেজাজে অল্প কিছুক্ষণ গা ঘামালেন বটে। তবে বাকি সময়টা ফিজিকাল কন্ডিশনিং কোচের তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করতে দেখা গেল সবুজ-মেরুনের অজি বিশ্বকাপারকে। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-তে অভিযান শুরুর আগে মঙ্গলবার এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। ওই ম্যাচে ম্যাকলারেনের খেলা ঘিরে ধোঁয়াশা ক্রমেই বাড়ছে। এরই মধ্যে চিন্তা বাড়ালেন আলবার্তো রডরিগেজ।

আলবার্তোয় অস্বস্তি

এদিন মাঠেই নামেননি আলবার্তো। খোঁজ নিয়ে জানা গেল পেশিতে অস্বস্তি অনুভব করায় বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। 'এসিএল টু'-তে মোহনবাগানের প্রথম ম্যাচের দিন এগিয়ে আসছে। ১৬ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দলের প্রতিপক্ষ আহাল এফকে। হাতে সময় থাকলেও সেই ম্যাচে জেমি মাঠে নামতে পারবেন কি না এখনই তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। অনিরুদ্ধ থাপাও এখনও পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেননি। রবিবার তিনিও অনুশীলন করলেন না। এই পরিস্থিতিতে আলবার্তোকে নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ বাগান ম্যানেজমেন্ট। যদিও ম্যানেজমেন্টের দাবি স্প্যানিশ ডিফেন্ডারকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। সোমবারই হয়তো মাঠে নেমে পড়বেন তিনি।

এদিকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে পূর্ণশক্তির দল নিয়ে সোমবার রাতেই কলকাতায় আসছে গোয়া। মঙ্গলবার সকালে ম্যাচ খেলে ওই দিন বিকেলেই আবার গোয়া ফিরে যাবে তারা।

'এসিএল টু'-র প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের শুভাশিস বসু।

১৪ হাজার কোটি আয় বাড়ল বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : ২০১৯ সালে ছিল ৬০৫৯ কোটি টাকা। ২০২৫ সালে সেটাই ২০৬৮৬ কোটি টাকা! ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড দুনিয়ার সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ধনীতম ক্রীড়া সংস্থা, এই কথা কারও অজানা নয়। ২৮ সেপ্টেম্বর সেই বিসিসিআইয়ের ৯৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা রয়েছে। তার আগে বোর্ডের শেষ আর্থিক বছরের হিসাব আজ সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, নিয়মিতভাবে আয় বেড়ে চলেছে বিসিসিআইয়ের। শেষ পাঁচ বছরে বোর্ডের আয় বেড়েছে ১৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি। মনে করা হচ্ছে, দুবাইয়ে আসন্ন এশিয়া কাপের সময় টিম ইন্ডিয়ার জার্সি স্পনসরহীন থাকলেও নয়া স্পনসর এলে বোর্ডের আয় আরও বাড়তে চলেছে। এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে আজ বিসিসিআইয়ের আয়ের খতিয়ান সহ তুলে ধরা হয়েছে শেষ কয়েক বছরের সামগ্রিক চিত্র।

ক্রিকেটীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন থেকে শুরু করে ক্রিকেট সংক্রান্ত নানা খাতে দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে অনুদান দেয় বিসিসিআই। অনেক বছর ধরেই এমন নজির চলে আসছে। আজ বোর্ডের যে আয়ের কথা জানানো হয়েছে, সেই অর্থ দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে অনুদান দেওয়ার পর। ফলে আগামী আর্থিক বছরে সূর্যকুমার যাদব, শুভমান গিলদের জার্সিতে নয়া স্পনসর এলেই বোর্ডের আয় আরও বাড়তে চলেছে নিশ্চিতভাবেই।

এশিয়া সেরা ভারত

আট বছর পর এশিয়া কাপ হকিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে উল্লাস ভারতীয় দলের। রবিবার রাজগিরে।

রাজগির, ৭ সেপ্টেম্বর : ৮ বছরের অপেক্ষা শেষ। মাঝের সময়টায় অলিম্পিকে জোড়া পদক ও এশিয়ান গেমসের সোনা দখলে এলেও এশিয়া কাপ জয় অধরাই থেকেই গিয়েছিল ভারতীয় হকি দলের। রবিবার ফাইনালে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কোরিয়াকে ৪-১ গোলে চূর্ণ করে সেটাই করে দেখালেন হরমনপ্রীত সিং ব্রিগেড। সেইসঙ্গে আগামী বছরের হকি বিশ্বকাপেও তারা সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল।

জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক দিলপ্রীত সিং ফাইনাল শেষে ভারত খেতাব পুনরুদ্ধার করার সোজাসাপ্টা স্ট্র্যাটেজি ফাঁস করেছেন। বলেছেন, 'প্রথম দিন থেকে আমাদের টার্গেট ছিল গোল লক্ষ্য করে শট নিয়ে যাওয়া। সার্কেলে ঢুকতে পারলে কর্নার আদায় করা। এই স্ট্র্যাটেজি আজ সুন্দরভাবে খেটে গিয়েছে। আজ সবাই সুখী।'

শনিবার সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে চিনকে ৭ গোল দিয়ে আক্রমণাত্মক হকিতে বিপক্ষকে বার্তা দিয়েই রেখেছিল ভারতীয় দল। ফাইনালে সেই ছন্দেই শুরু করে মাত্র ৩০ সেকেন্ডে গোল তুলে নেয়। সেন্টারের পর প্রথম আক্রমণে উঠেই অধিনায়ক হরমনপ্রীতের পাস থেকে রিভার্স হিটে গোলমুখ খুলে ফেলেন সুখজিৎ সিং। ৮ মিনিটের মধ্যেই ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ এসে গিয়েছিল ভারতের সামনে। যদিও যুগরাজ সিংয়ের নেওয়া পেনাল্টি স্ট্রোক সেভ করে দেন জাপানের গোলরক্ষক জেহান। কিন্তু তাতে উৎসাহ না হারিয়ে বল পজেশন ধরে রেখে আক্রমণাত্মক হকি বজায় রাখার সুফল ভারত পায় দ্বিতীয় কোয়ার্টারের শেষ দিকে। ২৮ মিনিটে সঞ্জয়ের বাড়ানো বল থেকে দিলপ্রীতের নেওয়া শট জাপানের গোলরক্ষকের দুই পায়ের মাঝ দিয়ে জালে চলে যায়। তৃতীয় কোয়ার্টারে দিলপ্রীত ৩-০ করে কোরিয়ানদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন শেষ করে দেন। হতোদ্যম বিপক্ষকে চতুর্থ গোলটি চাপিয়ে দেন অমিত রোহিদাস। এরপর সন ডেইন কোরিয়ার হয়ে একটি গোল ফেরালেও তা হারের ব্যবধান কমানো ছাড়া কাজে দেয়নি।

সোনা জয়ের সেলিব্রেশন ঋষভ যাদব, আমন সাইনি ও প্রথমেশ ফুগের।

ইতিহাস গড়ে সোনা ঋষভদের

সিওল, ৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্ব তিরন্দাজি চ্যাম্পিয়নশিপে ইতিহাস গড়ল ভারত। রবিবার কম্পাউন্ড ইভেন্টে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতেছে তারা। এই প্রথমবার কম্পাউন্ড বিভাগে ভারতের পুরুষ দল সোনা জিতেছে।

ভারতের ইতিহাস গড়ার কারিগর তিন তিরন্দাজ ঋষভ যাদব, আমন সাইনি ও প্রথমেশ ফুগে। ফাইনালে এই ত্রয়ীর দাপটে ফ্রান্সকে ২৩৫-২৩৩ পয়েন্টে হারায় ভারতীয় দল। প্রথম তিনটি সেটের পর দুই দলের স্কোর ছিল ১৭৬-১৭৬। শেষ সেটে ঠান্ডা মাথায় সোনা নিশ্চিত করেন ঋষভ যাদবরা। ফাইনালে ওঠার পথে তাঁরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও তুরস্কের মতো দলকে হারিয়েছেন।

তিরন্দাজিতে মিক্সড ডাবলসে রুপো জিতে ঋষভ যাদব ও জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম।

এদিকে কম্পাউন্ড ইভেন্টে পুরুষদের দলগত বিভাগে সোনা জিতলেও মিক্সড বিভাগে সোনা হাতছাড়া করেছে ভারত। মিক্সড বিভাগে ঋষভ যাদবকে সঙ্গে নিয়ে নেমেছিলেন জ্যোতি সুরেখা ভেন্নাম। ফাইনালে এই ভারতীয় জুটি নেদারল্যান্ডসের কাছে ১৫৭-১৫৫ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে।

কম্পাউন্ড ইভেন্টে মহিলাদের দলগত বিভাগে দ্বিতীয় রাউন্ডে ইতালির কাছে ২৩৩-২২৯ পয়েন্টে পরাজিত হয়েছে ভারত।

সুযোগ কাজে লাগানোর কথা বলছেন খালিদ

কুইরোজের ওমানকে হারাতে চায় ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রথমবার অংশ নিয়েই বাজিমাত না বলা গেলেও অন্তত হারানো আত্মবিশ্বাস যে ফিরবে, এই কথা বলাই যায়।

কাফা নেশনস কাপে মালয়েশিয়া না আসায় ভারতের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। খালিদ জামিলও দায়িত্ব নিয়েই দলকে দেখে নেওয়ার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এহেন টুর্নামেন্টের ফাইনাল না হোক, অন্তত তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ খেলার যোগ্যতা অর্জন করাও এই মুহূর্তে ভারতের কাছে যথেষ্ট বড় ব্যাপার। তবে ওমানের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কাজটা যে সহজ হবে না, এই কথা জানা খালিদ এবং তাঁর ছেলেদের। তিন ম্যাচ খেলে একটিতেই জয় এখনও পর্যন্ত। ইরানের কাছে পরাজিত হলেও আফগানিস্তানের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র। প্লে-অফে নামার আগে খালিদ বলেছেন, 'গ্রুপ পর্যায়ে যা খেলা হয়েছে তারপর আমরা সবাই খুব পজিটিভ মানসিকতা রাখছি। প্রথমদিন থেকেই কিছু করে দেখানোর ভাবনা ছিল। ছেলেদের বিশ্বাস ও পরিশ্রমের জন্যই আজ আমরা প্লে-অফে পৌঁছাতে পেরেছি। সিনিয়ার-জুনিয়ার সবাই সমানভাবে লড়াই করেছে। আমরা এখানে শুধুই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে এসেছি, এটা কখনোই আমার মনে হয়নি ওদের দেখে। ফুটবলাররা সকলেই তৈরি নিজেদের সেরাটা দিতে।' তবে বিশ্বের ৭৯ নম্বর ওমানের বিপক্ষে কাজটা যে সহজ নয় এই কথা জানা ভারতীয় দলের হেড কোচের। বিশেষ করে এইমুহূর্তে তাদের কোচ যখন কার্লোস কুইরোজের মতো একজন বিখ্যাত কোচ। খালিদও সেই কথা মেনে নিয়ে বলেন, 'ওমান দুর্দান্ত দল। তাছাড়া ওইরকম বিশাল মাপের কোচও আছেন। তাই আমাদের জন্য একেবারেই সহজ হবে না ম্যাচটা। তবে আমরা লড়াই করব।'

কাফা নেশনস কাপে আজ
তৃতীয় স্থান নির্ধারক ম্যাচ
ওমান বনাম ভারত
সময় : বিকেল ৫.৩০ মিনিট
স্থান : হিসর, তাজিকিস্তান
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

সাংবাদিক বৈঠকে ভারতের কোচ খালিদ জামিল।

এর আগে ওমানের বিপক্ষে ড্র করলেও ম্যাচ জিততে পারেনি ভারত। খালিদ কিন্তু অতীত মনে না রেখে জয়ের কথাই বলছেন, 'আমাদের জয়ের লক্ষ্যেই মাঠে নামতে হবে।' প্রথম ম্যাচে তাজিকিস্তানের বিপক্ষে করা দুটি গোলই এসেছে সেট পিস এবং দুই ডিফেন্ডারের পা থেকে। অ্যাটাকাররা এখনও গোল করতে ব্যর্থ। এই প্রসঙ্গে খালিদের মন্তব্য, 'কীভাবে গোল হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, আসল হল গোল পাওয়া এবং খেলার ফল। সুযোগ তৈরি হচ্ছে। তবে সেটাই যথেষ্ট নয়। সেগুলো কাজেই লাগাতে হবে।' ওমানের বিপক্ষে ফল যাই হোক না কেন, এই কাফা নেশনস কাপ থেকে কিছুটা হলেও হারানো অত্মবিশ্বাস ফিরবে ফুটবলারদের। আর এএফসি এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুর ম্যাচের আগে সেটাই এখন সবথেকে জরুরি ভারতীয় দলের জন্য।

পাক ক্রিকেটে জঙ্গি হামলার বলি দর্শক

লাহোর, ৭ সেপ্টেম্বর : জঙ্গিদের আঁতুড়। জঙ্গি, সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে নিজেরাও সন্ত্রাসের শিকার পাকিস্তান। এবার জঙ্গিদের নিশানায় ক্রিকেট। ম্যাচ চলাকালীন মাঠের মধ্যে আক্রমণ চালায় জঙ্গিরা। বোমা বিস্ফোরণে মারা গিয়েছেন এক দর্শক। আহতের সংখ্যা অনেক। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে।

ম্যাচের সময় মাঠে বিস্ফোরণ

শনিবার সেখানকার বাজাউর জেলায় একটি ম্যাচ চলাকালীন বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে পুরো মাঠ চত্বর। খেলার সময় জঙ্গিরা বিস্ফোরণ ঘটায়। ঘটনাস্থলেই মারা যান এক দর্শক। স্থানীয় প্রশাসনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, জঙ্গিরা আইইডি-র মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। নির্দিষ্ট টার্গেট করেই এই বিস্ফোরণ।

সমাজমাধ্যমে ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওয় দেখা গিয়েছে, বিস্ফোরণের পর মাঠ চত্বর ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে। প্রাণভয়ে ক্রিকেট দেখতে আসা সাধারণ মানুষ এদিক-ওদিক দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছেন। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে বাজাউর জেলার একটি থানায় হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। শনিবার জঙ্গিদের নিশানায় ক্রিকেট।

সূত্রের দাবি, ক্রিকেট মাঠের বোমা বিস্ফোরণে পর পুলিশের ওপর আক্রমণ চালানোর চেষ্টা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। অল্পের জন্য যা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গি সংগঠন অবশ্য ঘটনার দায় স্বীকার করেনি।

জোটাকে জয় উৎসর্গ পর্তুগালের

ইয়েরেভান, ৭ সেপ্টেম্বর : বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে। কিন্তু মাঠে নামার পর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দেখে কে তা বলবে?

এখনও একইরকম আগ্রাসী। আগের মতোই গোলের ক্ষুধা। শনিবার আর্মেনিয়ার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে জোড়া গোল করে রোনাল্ডো যেন এটাই বুঝিয়ে দিলেন পর্তুগাল জাতীয় দলে এখনও তিনি অপরিহার্য। যার মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্যভেদ প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে জোরালো শটে। এরপর পর্তুগিজ মহাতারকার অনুরাগীদের অনেকেই বলছেন, '৪০-এও এমন গোল রোনাল্ডোর পক্ষেই সম্ভব।'

বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে এতদিন তাঁর এবং লিওনেল মেসির করা গোলের সংখ্যা ছিল ৩৬। এদিন জোড়া গোলের সুবাদে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে টপকে গেলেন সিআর সেভেন। এই তালিকায় শীর্ষে আছেন গুয়েতেমালার কার্লোস রুইজ। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে তাঁর গোলের সংখ্যা ৩৯। অর্থাৎ দুইটি গোল করলেই বিশ্ব রেকর্ড গড়বেন রোনাল্ডো। আর ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে যোগ্যতা অর্জন পর্বে আরও ৪টি ম্যাচ খেলবে পর্তুগাল। পর্তুগিজ মহাতারকা যে গতিতে এগোচ্ছেন তাতে হয়তো এই নজির গড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

গোলের পর উচ্ছ্বসিত ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

আর্মেনিয়া ম্যাচের পর পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্টিনেজ বলেছেন, 'রোনাল্ডোর গোল কেবল আমাদের জয়ের পথ দেখিয়েছে তাই নয়, এই গোল ওঁর নেতৃত্বের প্রতীক।' তিনি আরও বলেছেন, 'কঠিন ম্যাচে জয় আমাদের ইতিবাচক মানসিকতার ফল। এটা নিঃসন্দেহে দলের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। তবে আমাদের সামনে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে কাজটা সহজ হবে না।' পর্তুগালের ফুটবলার ভিটিনহা বলেছেন, 'এটা আমাদের অন্যতম সেরা পারফরমেন্স। দিয়েগো জোটাকে সম্মান জানানোর শ্রেষ্ঠ সুযোগটা আমরা কাজে লাগিয়েছি।'

পন্থের সন্ধান দেয় নেহেরা : বাঙ্গার

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : বয়সের ব্যবধান অনেকটা। দুইজন দুই প্রজন্মের। তবে আশিস নেহেরা ও ঋষভ পন্থের 'গুরু' এক- প্রয়াত তারক সিনহা। সেই সুবাদে প্রথম থেকেই ঋষভের দক্ষতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন নেহেরা। জহুরির চোখে ধরা পড়েছিল ঋষভের স্পেশাল প্রতিভা।

ভারতীয় দলের ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গারকে তা জানিয়ে ছিলেন নেহেরা। বলেছিলেন, ছেলেটাকে দেখে রাখ। ভারতীয় ক্রিকেটের 'এক্স ফ্যাক্টর' হয়ে উঠবে। বাকিটা ইতিহাস। ঋষভকে নিয়ে স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে বাঙ্গার বলেছেন, 'আশিস নেহেরার থেকে ঋষভের কথা শুনেছিলাম। বলেছিল দারুণ খেলোয়াড়। সহজাত প্রতিভা। আলাদা করে বলেছিল ঋষভের ভয়ডরহীন ক্রিকেটের কথা। প্রথমবার যখন ওকে নেটে দেখি, তা ভালোমতো টের পেয়েছিলাম।'

নিজের জন্য সবসময় চ্যালেঞ্জ রাখতে ভালোবাসে ঋষভ। নেটে বোলারদের বলত, আরও জোরে শরীর লক্ষ্য করে বল করতে! বাঙ্গারের কথায়, এহেন মানসিকতা খুব কমজনের মধ্যে রয়েছে। নেহেরার পর্যবেক্ষণ কতটা সঠিক ছিল, তা প্রতিপদে বুঝিয়েছে ঋষভ। ঋষভের আগমনে ইতি পড়েছিল দীর্ঘদিন ধরে ৫ নম্বরে ব্যাট করতে পারে এমন একজন উইকেটকিপারের খোঁজ।

শুভমান গিলকে নিয়েও অজানা গল্প। প্রকাশ্যে জানালেন, সবাইকে চমকে দিয়ে কীভাবে রবি শাস্ত্রী প্রথম এগারোয় শুভমানকে খেলিয়েছিলেন। আর যার নেপথ্যে ছিলেন বিরাট কোহলিও। ২০১৯ সালে হ্যামিল্টনে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই অভিষেক ঘটে শুভমানের। নেটে শুভমানকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন বিরাট-শাস্ত্রী দুইজনেই।

শুভমানের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন বিরাট

নতুন জার্সিতে এশিয়া কাপের ফোটোশুটে শুভমান গিল।

বাঙ্গার বলেছেন, 'বিরাট এসে বলে, নেটে শুভমানকে ব্যাট করতে দেখলাম। দুর্দান্ত। ১৯ বছর বয়সে আমি ওর দশ শতাংশও ছিলাম না। কোচ রবি তো বলেই দেয় এখনই শুভমানকে খেলানো উচিত। আমরা সবাই বুঝে গিয়েছিলাম স্পেশাল ট্যালেন্ট পেয়ে গিয়েছি।'

বিরাটের 'অ্যাংরি ইমেজ'-এর প্রসঙ্গও উঠে আসে সাক্ষাৎকারে। বাঙ্গারের কথায়, বিরাটের এই মেজাজটা সহজাত। প্রতি পদক্ষেপে যা প্রতিফলিত হয়। ১৯৭৫-১৯৮০ সালে বলিউডি সিনেমায় অমিতাভ বচ্চনের যে ইমেজ সাফল্যের বিজয়রথ ছুটিয়েছিল। বাঙ্গারের যুক্তি, ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের আগ্রাসী মেজাজ সহজাত। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকার, ভিভিএস লক্ষ্মণদের অবসরের পর শূন্যতা পূরণে কোহলির মতো একজন অ্যাংরি ইমেজের কাউকে দরকার ছিল। আগ্রাসী মেজাজকে সঙ্গে নিয়েই দলকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বদলে দিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার মানসিকতা।

দলীপ ফাইনালে দক্ষিণাঞ্চলের সামনে মধ্যাঞ্চল

বেঙ্গালুরু, ৭ সেপ্টেম্বর : দলীপ ট্রফির ফাইনালে উঠল দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল। রবিবার দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচই ড্র হয়। তবে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার সুবাদে ফাইনালে উঠেছে দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল। এদিন ৫ উইকেটে ২৭৮ রান হাতে নিয়ে খেলতে নেমে মাত্র ৩৬১ রানে শেষ হয় উত্তরাঞ্চলের প্রথম ইনিংস। ফলে ১৭৫ রানের লিড নিয়ে তখনই ফাইনাল একপ্রকার নিশ্চিত করেছিল দক্ষিণাঞ্চল। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংস ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ১ উইকেটে ৯৫ রান সংগ্রহ করে তারা।

এদিকে অপর সেমিফাইনালে পশ্চিমাঞ্চলের বিরুদ্ধে তৃতীয় দিনের শেষে ১১৮ রানের লিড নিয়ে ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা আগেই অনেকটা নিশ্চিত করে রেখেছিল মধ্যাঞ্চল। রবিবার তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ৬০০ রানে। ফলে ১৬২ লিড পান রজত পাতিদাররা। দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ২১৬ রান করেছে পশ্চিমাঞ্চল।

ফুটবল মাঠে নিগৃহীত রেফারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : রবিবার উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার লিগের ফাইনাল ম্যাচে ফুটবলার ও সমর্থকদের হাতে নিগৃহীত হলেন রেফারি। এদিন খড়দহ সূর্য সেন ও বেলঘরিয়া অ্যাথলেটিক ক্লাব ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল। ম্যাচে লাল কার্ড দেখানোর জন্য সূর্য সেনের ফুটবলার ও সমর্থকরা মাঠের মধ্যে রেফারির ওপর চড়াও হন। ঘটনায় অভিযুক্ত সমর্থকদের গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত সূর্য সেন ক্লাব ও তাদের এক ফুটবলারের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য।

২৫ অক্টোবর থেকে শুরু সুপার কাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : অক্টোবরের ২৫ তারিখ থেকে সুপার কাপ শুরু করার কথা ঘোষণা অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের। যা চলবে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে টুর্নামেন্টের মাঝে বিরতি থাকবে জাতীয় দল ও ক্লাব স্তরেও আন্তর্জাতিক উইন্ডো থাকায়। এদিন এআইএফএফের তরফে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। রবিবার ভার্চুয়ালি কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় শুধু সুপার কাপ নয়, ফেডারেশনের বাণিজ্যিক স্বত্বাধিকারী নিয়োগের বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয় বলে জানানো হয়েছে। ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতি দরপত্র নেওয়ার ক্ষেত্রে তিন সদস্যের একটি কমিটি (বিড ইভ্যালুয়েশন কমিটি) গড়ার বিষয়ে একমত হয়ে অনুমোদন দেয়। যারা নতুন স্বত্বাধিকারী নেওয়ার ক্ষেত্রে নজরদারি করবে। এই তিন সদস্যের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এল নগেশ্বর রাওকে আগেই আদালত নিয়োগ করেছে। বাকি দুই সদস্য হলেন এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের অডিট ও কমপ্লায়েন্স কমিটির সদস্য কেশোভারান মুরুগাসু ও এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে। এছাড়া গত ৭ এপ্রিল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক একটি এমআরএ টাস্ক ফোর্স কমিটি তৈরি করা হয়। যারা এবার টেন্ডার কমিটি হিসাবে বাণিজ্যিক সঙ্গী হতে চেয়ে দরপত্র জমা করা কোম্পানিগুলির শর্তাবলি খতিয়ে দেখবে। এদিনের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে। নতুন বাণিজ্যিক সঙ্গী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্ভবত দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির দিকে নাও হাঁটতে পারে ফেডারেশন। যা খবর তাতে নতুন টেন্ডার খোলার প্রক্রিয়া শুরু হবে আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে।

দরপত্র বাছাইয়ে কমিটি গঠন

এদিকে, এবার সুপার কাপই শুধু নয়, যে কোনও টুর্নামেন্ট করার ক্ষেত্রে সবথেকে বড় সমস্যা হল, আন্তর্জাতিক বিরতির পাশাপাশি দেশের দুই ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়ার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ে অংশ নেওয়া। নভেম্বরের শুরুতেই মোহনবাগান ও গোয়ার ম্যাচ থাকছে। এছাড়াও ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে এশিয়ান কাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ খেলবে। ফলে প্রয়োজনীয় বিরতি নিতেই হবে সুপার কাপের ক্ষেত্রে। তবে তারিখ জানিয়ে দিলেও শেষপর্যন্ত আইএসএলের কতগুলো ক্লাব সুপার কাপে অংশ নেবে তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা সুভাষ দোলাই - কে

22.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70G 22131 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি অবিশ্বাস্যভাবে সন্তোষজনক একটি মুহূর্ত। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে জীবনে উন্নতি করার একটি সুযোগের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মর্যাদারক্ষার ম্যাচে বৃহত্তম জয় ব্রুকদের

ইংল্যান্ড-৪১৪/৫ দক্ষিণ আফ্রিকা-৭২ (২০.৫ ওভারে)

সাদাম্পটন, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রথম দুই ওডিআই জিতে আগেই সিরিজ জিতে নিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংল্যান্ডের জন্য মর্যাদারক্ষার সেই ম্যাচেই প্রোটিয়ারা চূড়ান্ত লজ্জায় পড়ে গেল। ৩৪২ রানে হেরে তারা পুরুষদের একদিনের ম্যাচে সর্বাধিক ব্যবধানে হারের লজ্জা গায়ে মাখল। ভেঙে গেল ২০২৩ সালে তিরুবনন্তপুরমে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারতের ৩১৭ রানে জয়ের নজির।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নামার পর আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে সলতে পাকানোর কাজটা করেন জেমি স্মিথ (৪৮ বলে ৬২)। ওপেনিং জুটিতে বেন ডাকেটের (৩১) সঙ্গে তিনি ৫৯ রান তোলার পর জেকব বেথেল (৮২ বলে ১১০) ও জো রুট (৯৬ বলে ১০০) আসরে নামেন। শেষদিকে জস বাটলারের (৩২ বলে অপরাজিত ৬২) আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ড ৫ উইকেটে ৪১৪ রানে থামে। শুধু অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক (৩) রান পাননি।

বিশাল রানের চাপ নিয়ে আইডেন মার্করাম (১), রিয়ান রিকেলটনরা (০) বিন্দুমাত্র প্রতিরোধ গড়তে পারেননি জোফ্রা আর্চার (১৮/৪) ও ব্রাইডন কার্সের (৩৩/২) সামনে। পরে আদিল রশিদ (১৩/৩) প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ের লেজ ছেঁটে ২০.৫ ওভারে তাদের ৭২/৯ করে দেন। ফিল্ডিংয়ের সময় ঊরুর পেশিতে টান লাগায় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ব্যাটিং করতে নামেননি। ওডিআই অভিষেকের থেকে টানা ৫ ম্যাচে অর্ধশতরানের গণ্ডী টপকানো ম্যাথু ব্রিৎজকেও (৪) এদিন ব্যর্থ হয়েছেন।

পদক গলায় ভৈরবী রায়।

জোড়া পদক ভৈরবীর

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতায় ৫-৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বভারতীয় রেলওয়ে অ্যাথলেটিক্স মিটে জোড়া পদক পেলেন ধূপগুড়ির পশ্চিম মল্লিকপাড়ার ভৈরবী রায়। তিনি ট্রিপল জাম্পে ১৩.৩৯ মিটার লাফিয়ে সোনা জেতেন। লং জাম্পে রুপো এসেছে ভৈরবীর। লাফিয়েছেন ৬.৩৩ মিটার। জোড়া পদক জিতে ভৈরবী বলেছেন, 'এই দুই ইভেন্টেই কেরিয়ারে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেয়েছি।' ভৈরবীর সাফল্যে খুশির আবহ পশ্চিম মল্লিকপাড়ায়।

সায়ন্তির সোনা

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারে এমজেএন ক্যারাটে ডু অ্যাকাডেমির গোল্ড কাপ ক্যারাটেতে আলিপুরদুয়ারের আইএসকেএফের সায়ন্তি পাত্র কুমিতে থেকে সোনা এনেছে। তার ব্রোঞ্জ এসেছে কাতাতে। কুমিতে ইভেন্টে তৃতীয় হয়েছে আরিয়ান ঘোষ।

হার জর্জিয়ানের

বানারহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : তরুণ সংঘের প্ল্যাটিনাম জুবিলি ফুটবলের সেমিফাইনালে উঠল চামুর্চি মন্দির লাইন ফুটবল ক্লাব। রবিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। নির্ধারিত সময়ে স্কোর ছিল ১-১। ম্যাচের সেরা সৌরভ তামাং।

বছরের পর বছর ধরে এক বিশ্বস্ত নাম

FREE FROM IRRITATION
RVP
B-TEX
WHITE OINTMENT

বি-টেক্স
সাদা মলম

B Tex Ointment Mfg. Co.
C/16-17, Udyog Nagar,
Navsari-396445, Gujarat, INDIA.